প্রিয়বালা।

(গার্হস্থ্য উপন্যাস।)

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস-প্রণীত।

---o:*:o---

"Author—a venerable name!
How few deserve it, how many it claim."

কলিকাতা—৬১ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
শ্রীজানকীনাথ দে কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

CALCUTTA:
PRINTED BY HARI DAS GHOSH, AT THE
CHAITANYA PRESS.
No. 111,1 *Upper Chitpore Road.*
1895.

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

ভ্রম সংশোধন।

৩১ পৃষ্ঠা হইতে ৩৫ পৃষ্ঠা• পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে যে প্রিয়বালার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে ভূষণা প করিবেন।

ধর্ম্মধন

বিশুদ্ধ হৃদয়—উদার চরিত

শ্রীযুক্ত বাবু বৈষ্ণবচরণ বসাক

মহোদয়ের

পবিত্র করকমলে

সপ্রণয়—ভক্তির উপহার স্বরূপ

এই

ক্ষুদ্র "প্রিয়বালা" খানি

উপহার

প্রদত্ত হইল।

প্রিয়বালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শুভ-সংবাদ।

"So let us welcome peaceful evening in"

Cowper.

কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পশুপক্ষীগণ সকলেই নিস্তব্ধ। শশধর আলোহিত বর্ণে অঙ্গে অঙ্গে গগনমণ্ডলে সমুদিত হইতেছেন। আকাশের ছায়ার অন্তরাল হইতে প্রেমচোর সুধাকর তৎকালীন ক্ষীণকলায় ধীরে ধীরে কুমুদিনীর প্রতি কটাক্ষ বিস্তার করিতেছেন। কারণ অভাবে এ জগতে কোন কার্য্য হয় না। নিশানাথেরও এই গোপন কটাক্ষের কারণ আছে। দক্ষ-দুহিতাগণ ঈর্ষাপরায়ণা হইয়া চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই আকাশ-পথে আলোকমালা সজ্জিত করিয়া, যেন লক্ষ লক্ষ তৃষিতলোচনে স্বামীদর্শনলালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। রূপসী-প্রণয়িনী-মণ্ডলীর আদর উপেক্ষা করিয়া কুমুদিনী-নায়ক ঐ সুদূরবর্ত্তী

সরসী-সলিলে কি করিয়া তাঁহার প্রেমের পাত্রীকে অনুরাগ দেখাইবেন, আর তারাগণই বা শশাঙ্কের এরূপ ব্যবহার কিরূপে সহ্য করিবে, এই ভাবিয়াই বুঝি আমাদের চন্দ্রদেবের এই গোপন প্রণয়। খদ্যোতিকাগণ এতক্ষণ নক্ষত্রমালাকে উপহাস করিয়া কুঞ্জবাটিকায় তরুলতাগণকে হীরক-ভূষণ পরাইয়া অন্ধকার জগতে দীপ্তিবিকাশ করিতেছিল, এখন নিশানাথের উদয়ে নিষ্প্রভ হইয়া লুকাইয়া রহিয়াছে। দূরে কোন ঝোপের অন্তরালে এক একটী খদ্যোত টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, কখন নিবিতেছে; যেন ভয়ে ভয়ে দেখিতেছে শশধর আর কতক্ষণ আছেন। মহত্তের সমীপে আপন [illegible] করিতে ক্ষুদ্রাশয়কে এইরূপ স্বতঃই কুণ্ঠিত হইতে হয়। দেখিতে দেখিতে আকাশ জ্যোৎস্নাময় হইল। ধরণী শুভ্র রজত-বাস পরিধান করিল। চন্দ্রকিরণ মাখিয়া, ঐ দেখ প্রণয়ীযুগল প্রাসাদের উপরিভাগে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। কোথাও কোন কুঞ্জমাঝে দুইটী হৃদয় একত্রিত হইতেছে; দুরন্ত শশধর আর থাকিতে পারিলেন না, বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তাহাদের সঙ্গেও একটু [illegible] করিয়া লইলেন। চন্দ্রকিরণ সেই লাজমাখা মুখখানির উপর পড়িয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিল। প্রণয়ীও সাদরে সেই প্রফুল্ল কপোলে প্রণয়চিহ্নস্বরূপ একটি চুম্বন করিল।

সকলেই কি এ জগতে ঐ কিরণরাশি দেখিয়া হাসিল? কাঁদিবার কি কেহই ছিল না?—অবশ্যই ছিল। ঐ প্রেমপূর্ণ জ্যোৎস্না দেখিয়া কি প্রবাসীর হৃদয় হইতে বিন্দুমাত্র অশ্রুপাত হইল না? তাহার মনে কি কোনরূপ অভাবই উচ্ছ্বসিত হইল না? প্রসুপ্ত বিরহানল কি জ্বলিয়া উঠিল না? প্রবাসী এতই কি অপরাধ করিয়াছে যে, ঐ সুনীল গগনে বসিয়া—

ওরূপ সুন্দর জ্যোৎস্না ছড়াইয়া শশধর বিরহীকে এত যাতনা দিতেছেন! ঐ সময়ে প্রবাসীর পার্শ্বদেশে যদি সেই জ্যোৎস্নাময়ী কুসুম-সুকুমার-মূর্ত্তি বিরাজিত থাকিত, তাহা হইলে সে আজি আপনাকে কত সুখী মনে করিত। কুমুদিনী হাসিল—হাসিয়া হাসিয়া আনন্দসলিলে—উল্লাসে উল্লাসে সরসী-সলিলে ভাসিয়া উঠিল। মন্দ মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, কুমুদিনী দুলিতেছে। তরুশিখরে পত্রাবলী কাঁপিতেছে, লজ্জাশীলা লতিকাগণ ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন করিতেছে। সরসীগর্ভে চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, হিল্লোলে হিল্লোলে—তরঙ্গে তরঙ্গে চাঁদ শত শত হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে; বোধ হইতেছে যেন, জলকেলি মানসে তারকাসতীরা চাঁদকে সঙ্গে করিয়া আকাশের সহিত পৃথিবীর জলতলে অবতরণ করিয়াছেন।

প্রকৃতি নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে ঝিল্লীগণের ঝিঁ ঝিঁ রব ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। পাঠক! এই নীরব নিশীথে, ঐ অদূরবর্ত্তী চম্পাপুরী নাম্নী ক্ষুদ্র পল্লীতে চলুন্। ঐ দেখুন, পল্লীমধ্যে একখানি কুটীরে জনৈক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-দম্পতি সাংসারিক কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত আছেন। বৃদ্ধের একমাত্র সন্তান হরেন্দ্রকুমার কলিকাতায় কর্ম্ম করেন। মাসিক আয় পঁচিশ টাকা মাত্র। সেই অল্প পরিমিত টাকা হইতে আপনার বাসাখরচ চালাইয়া কোন মাসে আঠার, কোন মাসে পোনের, কোন মাসে বা কুড়িটী করিয়া টাকাও বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। বৃদ্ধ অতি কষ্টে তদ্দ্বারা নিজের ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন।

অনেকদিন হরেন্দ্রকুমারের কোন সংবাদ না পাওয়াতে বৃদ্ধদম্পতি অত্যন্ত বিমর্ষভাবে পুত্রসম্বন্ধেই নানাপ্রকার

কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। এমন সময় "বামুনদিদি—বামুনদিদি" বলিয়া বাহিরের দ্বারে কে আঘাত করিল। কণ্ঠ-স্বর ব্রাহ্মণীর পরিচিত, সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিলেন। আগন্তুক ব্রাহ্মণীকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "বামুনদিদি! এই তোমার ছেলের চিঠি নাও, আমাদের বাবু আজ বাড়ীতে এসেছেন, তাঁরই হাতে তোমার হরেন এই চিঠীখানি পাঠা'য়েছেন। দিদি! আমি এখন আসি!"

সাদর সম্ভাষণে ব্রাহ্মণী কহিলেন, "যদি এসেছ, তবে দুদণ্ড বসো; অনেক দিন ত আর এদিকে আ'স নি।

আগন্তুক কহিল, "আমার কি ছাই নড়্‌বার অবকাশ আছে? যে গিন্নী, একবার যদি বাড়ী থেকে বেরুই, তবেই দম্‌ফেটে মরে যান; আমরা চাকরাণী বই ত নয়। দিদি! আমাদের যে দিকে ফেরাবে, সেই দিকেই ফির্‌তে হবে, এখন তবে আসি দিদি!"

ব্রাহ্মণী তথাপি বলিলেন, "যদি বেশীক্ষণ বস্‌তে না পার, তবে একবার বাড়ীর ভিতরে এসো। হরেনের সংবাদ এসেছে শুনে কর্ত্তা কতই খুসী হবেন। দেখ, পাঁচজনকে দিয়ে থুয়ে খেতে কত সুখ, ভগবান্ এমন দিন ত দেন নি, তা কি কর্‌বো বোন! গোটাকত নাড়ু আছে, খেয়ে যাও।"

আহ্লাদের সহিত আগন্তুক বলিয়া উঠিল, "তা দাও দিদি, অনেকদিন তোমাদের নাড়ু খাই নি।"

ব্রাহ্মণী আগন্তুককে লইয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং শশব্যস্তে কর্ত্তাকে বলিলেন, "ওগো, এই হরেনের পত্র নাও, মঙ্গলা এখানি এনেছে। আজ ওদের বাবু কলিকাতা হ'তে এসেছেন, তিনি এইখানি ওর হাত দিয়ে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" কর্ত্তামহাশয় এতক্ষণ হরেন্দ্রের জন্যই চিন্তান্বিত ছিলেন.

তিনি সহধর্ম্মিণীর হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া, আবরণ উন্মোচন করতঃ নিবিষ্টচিত্তে ক্ষণকাল পাঠ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণীকে আহ্বান করিলেন। ব্রাহ্মণী তখন অন্যগৃহে ছিলেন। স্বামীর হস্তে পুত্রের পত্র সমর্পণ করিয়া তিনি আপন কক্ষে আসিয়া মঙ্গলাকে কতকগুলি নাড়ু খাইতে দিলেন। মঙ্গলা আহার করিতে লাগিল, গৃহিণী তাহার নিকট বসিয়া নানাপ্রকার গল্প করিতেছিলেন। এমন সময় কর্ত্তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "ব্রাহ্মণি! হরেন্দ্রের মাহিনা বাড়িয়াছে, ঈশ্বর এতদিনের পর আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। হরেন্দ্র লিখিয়াছে যে, এবৎসর সে চল্লিশ টাকা করিয়া পাইবে, এবং আর পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তাহার বেতন ষাইট্ টাকা হইবার সম্ভব।" পতিমুখে এই সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া গৃহিণী আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিলেন, "হাঁগা, ষাইট টাকা সে কত?"

বৃদ্ধ তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরে পনের গণ্ডা,—বলি—এখন বুঝেছ।"

ব্রাহ্মণী তখন গদগদস্বরে বলিলেন, "তবে এবার সেই টুক্‌টুকে মেয়েটিকে আমি বউ কোর্‌বই কোর্‌ব। হরেন্ আমার শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এই পঁচিশ বৎসরে পা দিয়েছে। আর আমি কবে আছি—কবে নাই, এই বেলা হরেনের বিয়ে দিয়ে বৌমার মুখ দর্শন কোর্‌ব।—হাঁগা, তুমি কি বল?"

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "সে ত সুখের কথা। আচ্ছা হরেন্দ্র আসুক্, তাহার যা' ইচ্ছা, তাহাই হ'বে। ছেলের বয়স হইয়াছে, এখন কি আর তার অমতে কোন কার্য্য করা ভাল দেখায়।" ব্রাহ্মণী বাক্যব্যয় না করিয়া নিজকক্ষে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণদম্পতির ক্ষুদ্র কুটীরে এইরূপ আনন্দস্রোত বহিতেছে, ইত্যবসরে প্রকৃতির নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অদূরে শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, ক্ষুদ্র পল্লীতে প্রায় সকলেই আহারাদি করিয়া নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিতেছে। বাহিরে মন্দ মন্দ সুশীতল সমীরণ নানাবিধ পুষ্পসৌরভে আমোদিত হইয়া কখন তালবৃক্ষের, কখন আম-বৃক্ষের, কখনও বা কোন অত্যুচ্চ নারিকেল বৃক্ষের পত্র সকল আন্দোলিত করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। নীড়স্থ সুপ্ত পক্ষি-গণের কর্ণে সে শব্দ প্রবেশ করিল। তাহারা সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া, বিপদাশঙ্কায় কলরব করিয়া উঠিল। দুগ্ধপোষ্য বালকেরা মাতার নিকট শয়ন করিয়া নানাপ্রকার উৎপাত করিতেছিল, সেই ধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করাতে তাহারা মাতার নিকট আসিয়া ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। ক্রমে উপর্য্যুপরি শঙ্খধ্বনি চারি-দিক প্রতিধ্বনিত করতঃ পল্লীর সকলকেই ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

ব্রাহ্মণী মনে মনে কত কি ভাবিতেছিলেন। পুত্রের বেতন বৃদ্ধি হইল। এইবার তাহার বিবাহ দিয়া—বধূ লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। আর তাঁহাকে অধিক পরিশ্রম করিয়া দিনযাপন করিতে হইবে না। সহসা শঙ্খধ্বনি তাঁহারও কর্ণে প্রবেশ করিল। মঙ্গলা দাসী নাড়ু খাইতে-ছিল, আর এক একবার ব্রাহ্মণীর সুখ্যাতি করিতেছিল। ব্রাহ্মণী সে কথায় কর্ণপাতও করিতেছিলেন না, কেবল অন্যমনস্কে এক একবার "হুঁ" দিয়া যাইতেছেন। শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তাঁহার চমক্ ভাঙ্গিল। তিনি মঙ্গলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মঙ্গলা! এত রাত্রে শাঁক বাজে কোথায়?"

মঙ্গলা বলিল, "ওগো! বোধ হয়, মিত্তিরদের গিন্নির ছেলে হয়েছে। আমি যখন এখানে আস্‌ছিলেম, তখন তাদের ঝিয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়, সে বল্লে যে, তাদের বড়গিন্নীর ব্যথা হয়েছে।"

আনন্দ সহকারে ব্রাহ্মণী বলিয়া উঠিলেন, "আহা! তা বেশ বেশ। ওর তেমন সোণারচাঁদ ছেলে মারা যা'বার পর আর যে ছেলে হবে, এমন আশাই ছিল না। আহা! জগদীশ্বর মুখ তুলে চেয়েছেন। বেঁচে থাকুক্, লোকের যেন ভালই হয়। হাঁ মঙ্গলা! ওদের মেজো বউয়ের কটি ছেলে?"

"একটী ছেলে, আর একটী মেয়ে।"

"আর ছোট বউয়ের?"

"তাঁর এই সেদিন একটী ছেলে হয়েছে।" এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে মঙ্গলার জলযোগও শেষ হইল। সে বলিল, "রাত হলো দিদি, এইবার তবে আসি।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "এস বোন্! মাঝে মাঝে যদি এক একবার আমাদের বাড়ীতে এস, তা'হলে কত খবর শুন্‌তে পাই।"

এই বলিয়া ঠাকুরাণী, মঙ্গলাসমভিব্যাহারে কুটীরের বহির্ভাগে উপনীত হইলেন। পরে তাহাকে বিদায় দিয়া বাহির দ্বার অর্গলবদ্ধ করতঃ পতির চরণসেবায় নিযুক্ত হইলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই স্বামী নিদ্রিত হইলে, পতিপ্রসাদ ভোজন করিয়া, সাধ্বী পতির চরণতলেই শয়ন করিলেন। পতিসেবা ভিন্ন সতীর এ সংসারে আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

" All the world's a stage.
And all the men and women merely player,
They have their exits and their entrances."

Shakspeare.

এই গ্রামেই প্রবোধচন্দ্র মিত্র নামে একজন ধনবান্ কায়স্থের বাস ছিল। তাঁহারা গ্রামে খ্যাতনামা ও বিলক্ষণ প্রতিপত্তিশালী। ইহাঁরা তিন সহোদর। তন্মধ্যে প্রবোধ বাবুই জ্যেষ্ঠ। মধ্যম নীরদচন্দ্র, এবং কনিষ্ঠের নাম অতুলকৃষ্ণ। এতদ্ভিন্ন হরসুন্দরী নামে প্রবোধবাবুর একটী সহোদরাও ছিল। প্রবোধবাবু কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত বণিকসম্প্রদায়ের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। মাসিক প্রায় সহস্রাধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। সম্প্রতি অবকাশ লইয়া গৃহে আছেন। মধ্যম নীরদচন্দ্র একজন ডাক্তার, নিজ গ্রামেই তাঁহার চিকিৎসালয়।

অল্পদিনের মধ্যেই নিরদ বাবু বিলক্ষণ পসার করিয়াছেন;—আয়ও মন্দ নয়। কনিষ্ঠ অতুলকৃষ্ণ দিল্লীতে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের অধীনে কর্ম্ম করেন। কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে সেই স্থানেই সপরিবারে থাকিতে হয়। কনিষ্ঠ পুত্রের উপর মাতৃস্নেহের প্রবলতা স্বভাবতঃই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহাদের জননী সর্ব্বদা অতুলকৃষ্ণের নিকটেই থাকিতেন।

প্রবোধ বাবুর স্ত্রী বিমলা পূর্ণগর্ভা শুনিয়া তিনি সম্প্রতি চম্পাপুরীতে আসিয়াছেন।

প্রবোধ বাবুর বয়স যখন ১৫।১৬ বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি একজন সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁহার আয়ও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন না, কাহারও অভাব দেখিলে, তৎক্ষণাৎ নিজ অর্থে তাহা পূরণ করিতেন। দানই চরম ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার জ্ঞান ছিল; সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের জন্য এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রবোধ বাবুর পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা বিষম বিপদে পড়িলেন। নীরদ তখন দশ ও অতুল পাঁচ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। কোনরূপে কর্ত্তার শ্রাদ্ধাদি সমাপন হইল বটে, কিন্তু প্রবোধ বাবুর আর লেখাপড়া হইল না। গ্রামের কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক একখানি দরখাস্ত লিখাইয়া প্রবোধ বাবুর পিতা যেখানে কর্ম্ম করিতেন, সেই স্থানে প্রবোধ বাবুকে পাঠাইয়া দিলেন। বণিক সম্প্রদায় তাঁহার পিতাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইলেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া প্রবোধকে পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রবোধ বাবু সেই আয়ে কনিষ্ঠ সহোদরগুলিকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতাগুণে উত্তরোত্তর বেতনও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নীরদ ও অতুল অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন। প্রবোধ বাবুও পুত্রনির্ব্বিশেষে তাহাদের লালনপালন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। পিতা বর্ত্তমানেই প্রবোধ বাবুর বিবাহ হইয়াছিল। অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ, পরে যথাসময়ে সম্পন্ন

হয়। কিছুদিন পরে প্রবোধ বাবুর একটী পুত্র সন্তানও হইয়াছিল। সকলেই শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন, উৎসবে যথেষ্ট ব্যয়ও হইল; কিন্তু বিধাতার কেমন বিচিত্র লীলা! পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতেই সেই শিশু অকালে কালের কবলে পতিত হইল। তদবধি প্রবোধ বাবুর আর কোন পুত্রাদি হয় নাই। সম্প্রতি একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, পাঠক• পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা অবগত হইয়াছেন। নীরদ-চন্দ্রের একপুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম সুরেশ, কন্যার নাম যোগমায়া। অতুলের কেবল একটী মাত্র পুত্র।

মাসিক সহস্রাধিক টাকা আয়, এরূপ লোকের সংখ্যা কলিকাতারূপ মহানগরীতেও বিরল। সুতরাং ক্ষুদ্র চম্পাপুরী গ্রামে মিত্রমহাশয়দিগের নাম, যশ ও প্রতিপত্তি যে যথেষ্ট হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে প্রবোধ বাবুর এক প্রকাণ্ড ভদ্রাশন। তাহারও অনেক অংশ ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল। এতদ্ভিন্ন চারিটি উদ্যান। এই সকল উদ্যান হইতে তাঁহাদের অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত। উদ্যান চতুষ্টয়ের মধ্যে একটি বাটির অন্দরের সহিত সংলগ্ন। ইহাই প্রবোধ বাবুর পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি স্বয়ং ইহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সম্প্রতি উপযুক্ত পুত্রের হস্তে ন্যস্ত হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০—

পরামর্শ।

"Too fairly— for so foul effect."

Shakspeare.

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। চন্দ্রদেব নিশাবসানে কুটীর-প্রাঙ্গণে নিদাঘতাপিতা নিদ্রাবিহ্বলা কুলকামিনীগণের আলুলায়িত কেশ-কলাপ দর্শন করিয়াই যেন লজ্জাভিভূত হইয়া মলিন বেশ ধারণ করিলেন। ইত্যবসরে প্রবোধ বাবুর অন্দর-উদ্যানে একটি কোকিলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে প্রকৃতির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়াই যেন জগৎ-মাতান "কুহু কুহু" রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। নিকটবর্ত্তী জনৈক গৃহস্থের পুত্রবধূ প্রবাসী স্বামীর বিরহে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় নাই, নিশাশেষে তন্দ্রা আসিতে-ছিল মাত্র। কোকিলের পঞ্চমতান তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র অশ্রুজলে তাহার উপাধান সিক্ত হইল। উদ্যানের বৃক্ষ নীরব—নিশ্চল। সহসা পুষ্পসৌরভভারে ভারাক্রান্ত সমীরণ একবার ধীর-পদে আগমন পূর্ব্বক দেবদারু নারিকেল প্রভৃতি অত্যুচ্চ বৃক্ষগুলির সর্ব্বোপরিভাগের পত্র সকল আন্দোলিত করিয়া আপন স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিল। সঙ্গে সঙ্গে বাগানের বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ শ্রুত হইল। বাতাস থামিল, শব্দও আর কর্ণগোচর হইল না। প্রকৃতি আবার নিস্তব্ধা হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। কিন্তু তাহার কারণ কিছুই অনুমিত হইল না। বায়ু সঞ্চালন এবার কারণ নহে। কেন না, তাহা হইলে বৃক্ষপত্র সকল পূর্ব্বেই আন্দোলিত হইত। বোধ হয়, কোন নিশাচর জন্তু নিশাবসান জানিতে পারিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে!

আবার সেই শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট মনুষ্যস্বরও কর্ণগোচর হইল। ক্ষণকাল পরে একজন যেন একটু স্পষ্টরূপে বলিতে লাগিলেন, "কোন সন্দেহ ক'রো না সেজ মা! তুমি তখন দেখো, নফরের মা কেমন মানুষ। যার নুন খাব, প্রাণ দিয়েও তা'র উপকার করবো।" কণ্ঠস্বরে তাহাকে নীরদ বাবুর দাসী মোক্ষদা বলিয়া জানা গেল। মোক্ষদা তার নাম বটে, কিন্তু নফরের মা বলিয়াই ইহলোকে পরিচিত; সুতরাং আমরাও তাহাকে ঐ নামে ডাকিব।

নফরের মার কথা শেষ হইলে অপরের কণ্ঠস্বর বলিল, "আমি কি বল্‌ছি, তোর উপর অবিশ্বাস আছে? না, তোর গুণ আমি জানি না; তাই যদি হবে, তবে এত লোক থাক্‌তে তোকেই বা এ কাজ কোর্‌তে বল্‌বো কেন?" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু দেখিস্ যেন কোন কষ্ট না হয়।"

ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিষ্কার হইল। উষার আলোকে বসুন্ধরা নবশোভা ধারণ করিল। বিহঙ্গমকুল অস্পষ্ট কলধ্বনি করিতে করিতে কুলায় পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কুলবধূগণ স্ব স্ব শয়ন-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্মে মনঃসংযোগ করিল। প্রবোধ বাবুর আজি বড়ই আনন্দের দিন। কাল রাত্রে একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে! এবার যদি ভগবান্ এটীকে দীর্ঘজীবী করেন, তাহা হইলেও কতকটা সুখ।" অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও

প্রবোধ বাবু প্রায়ই সেই মৃত পুত্রের কথা মনে করিয়া দারুণ কষ্ট অনুভব করিতেন। প্রবোধ বাবু ভাবিতেছেন, প্রভাত হইলেই দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া বালকের জন্মলগ্ন দেখাইবেন এবং শুভাশুভ ফল জানিয়া লইবেন। হায় প্রবোধ! বুঝিতেছ না যে, অনন্ত সংসার-চক্রের আবর্ত্তনে এই বিশ্বসংসার বিঘূর্ণিত হইতেছে, তোমার আমার ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখও তাহারই অধীন। সেই চক্রের নিয়ন্তা মহান্ হইতেও মহান্—আমরা যে বুদ্ধিতে সুখ-দুঃখ অনুভব করি, সে বুদ্ধি তাঁহার চরণ স্পর্শও করিতে পারে না।

প্রবোধচন্দ্র কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ ভবিষ্যৎ সুখরাজ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে একজন ভৃত্য ত্রস্তভাবে আসিয়া প্রভুকে জানাইল, "একবার বাটীর ভিতরে আসুন, খোকা কেমন কর্‌ছে।" যুগপৎ শত বজ্রপাত হইলেও যেরূপ ক্লেশ না হয়, প্রবোধচন্দ্র তদপেক্ষাও যেন ক্লিষ্ট হইলেন, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, কথঞ্চিৎ স্থির হইয়া তিনি বাটীর ভিতরে গমন করিলেন; যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। তখনই মিত্র মহাশয়দের বাটীতে সহসা ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। পল্লীর সকলেই জানিত যে প্রবোধবাবুর পুত্র হইয়াছে, কিন্তু হঠাৎ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া সকলেই সেই বাটীতে প্রবেশ করিল।

প্রবোধবাবুর বাটী অতীব বৃহৎ, সুতরাং সূতিকাগৃহ দ্বিতলেই হইয়াছিল। সকলে একেবারে সেই গৃহের সম্মুখীন হইয়া দেখিল, সদ্যোজাত সন্তান উৎকট পীড়ায় অভিভূত এবং সেই পীড়াই রোদনের কারণ। ধাত্রী সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। তাঁহার জননী ও সহধর্ম্মিণী উভয়েই চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে প্রবোধ বাবু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি আর আশা নাই?"

ম্লানমুখে ডাক্তার বলিলেন, "এরূপ পীড়ায় কোন শিশুকেই ত পরিত্রাণ পাইতে দেখি নাই। তবে যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আরও দু একজন ডাক্তারকে ডাকিতে পারেন।"

"অন্য ডাক্তার আনয়নে আর কোন আবশ্যক নাই, তবে মনকে প্রবোধ দেওয়া মাত্র। যাহা হউক, ইহাকে রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি কোন্ ডাক্তারকে আনিতে পরামর্শ দেন?"

প্রবোধ বাবুর এই প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার বাবু পুনরায় বলিলেন, "আমার মতে এই গ্রামের চারি ক্রোশ উত্তরে একটী ভাল ডাক্তার আছেন, তাঁহাকেই সংবাদ দিউন।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে প্রবোধবাবুর স্ত্রী একবার সন্তানকে ক্রোড়ে করিলেন এবং পরক্ষণেই অধিকতর চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রবোধবাবু সেই ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া সূতিকাগৃহের সম্মুখীন হইলেন। ধাত্রী কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিল, "কর্ত্তাবাবু! আর ডাক্তারের প্রয়োজন নাই।" দুদিনের মধ্যেই শিশু ইহলোক ত্যাগ করিল। প্রবোধ বাবুর আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না।

ডাক্তারবাবু প্রস্থান করিলেন। পরে সকলে ধাত্রীর সাহায্যে সদ্যোজাত মৃত সন্তানের সংকার করিল। মিত্রবাটীর সকলেই শোকাকুল! যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাও চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিল না। কেবল সেই বাটীর একটিমাত্র রমণীকে বোধ হইতেছিল, যেন তিনি কৃত্রিম অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—∘:○:∘—

তুমি কি বল ?

'For once again the spirit * * * was waved to see this world."—Light of Asia.

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর ছয় মাস অতিবাহিত হইয়াছে। প্রবোধ-বাবু আপন কক্ষে উপবেশন করিয়া আছেন। বেলা দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, সূর্য্যের প্রখর তেজ এখনও হ্রাস হয় নাই। পবনদেব সূর্য্যের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া জনগণকে আপনার তেজ প্রদর্শন করাইতেছেন। পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণিগণ সেই তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্ব স্ব আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বিটপীশ্রেণী নীরস অবস্থায় বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে। গৃহবাসিগণ গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মাঠে রাখালেরা দূরে গাভী-দিগকে নিঃশব্দে নবদূর্ব্বাদল ভক্ষণ করিতে অবলোকন করিয়া দলবদ্ধ হইয়া কোন এক বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রামলাভ করিতেছে। পথে কোথাও একটী রাখালপত্নী বা রাখালবালক কোন রাখালের আহারীয় আনয়ন করিতেছে। দূরে একটি গ্রামাকুকুর প্রচণ্ড রৌদ্রে সন্তপ্ত হইয়া লোল জিহ্বা বাহির করিয়া এদিক ওদিক গমনাগমন করিতেছে। ইত্যবসরে প্রবোধ-বাবুর সহধর্ম্মিণী মলিনা আহারাদি সমাপন করিয়া স্বামীর নিকট আগমন করিলেন। তখন পতি-পত্নীতে নানারূপ

কথোপকথন আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ প্রবোধবাবু বলিলেন, "মলিনে! তুমিত জান, আমি আপিস্ হইতে অল্পদিনের জন্ত অবকাশ লইয়াছি। কিন্তু আমার আর চাক্‌রী করিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ আমাদের পুত্রকন্যা কেহই নাই। এত দিন কঠোর পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাতে আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের আর কোন চিন্তা নাই। বিশেষতঃ, নীরদ ও অতুল উভয়েই উপায়ক্ষম হইয়াছে; সুতরাং এখন আর কিছুরই অভাব দেখা যায় না। তাই বলিতেছি যে, আর কেন অর্থের চেষ্টা করি? অর্থের জন্য যদ্যপি সমস্ত জীবনই পরিশ্রমে অতিবাহিত করিতে হইল, তবে আর পরকালের কাজ কবে করিব?—কিন্তু তাও বলি, নিষ্কর্ম্মা থাকিলে সময় যেন আর যাইতে চায় না। এই দিনকতমাত্র আমি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতেই আমার যে কত কষ্ট বোধ হইতেছে, তাহা আর তোমাকে কি বলিব। অতএব আমার ইচ্ছা যে, দিন কতকের জন্য একবার পশ্চিমাঞ্চলে যাই। তোমার কি মত?"

"আমি আর কি বলিব? তোমার মতেই আমার মত। কিন্তু তুমিত প্রায়ই বলিয়া থাক যে, পশ্চিম যাইব, কাজে ত কিছুই হয় না।"

প্রবোধ। এবার নিশ্চয় জানিও যে, আমি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই মাতা ও পত্নী লইয়া একবার গয়াধামে গমন করিব। পিতার পরলোক হইলে আমি তাঁহার কোনও কর্ম্ম করিতে পারি নাই। পুত্র হইয়া যে পিতার পারলৌকিক কর্ম্ম না করে, সে নরাধম। ঈশ্বরেচ্ছায় আমার অর্থেরও অনাটন নাই। সুতরাং ইহা না করিলে লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ উভয়তই আমাকে পতিত হইতে হইবে।

মলিনা। সে ত বেশ কথা, আমিও জন্মাবধি কোন স্থানে যাই নাই, যদি অদৃষ্টে থাকে, তবেই হবে।

প্রবোধ। এবার আমার যাবার নিতান্তই ইচ্ছা আছে। দেখি, ভগবান্ কি করেন।

মলিনা। একটা কথা বল্‌ব কি?

প্রবোধ। বল না।

মলিনা। তুমি যে আমাকে কিছু টাকা দিবে বলেছিলে,— দিবে কি?

প্রবোধ। তোমার এখন টাকার দরকার কি?

মলিনা। কেন, আমার কি টাকার দরকার থাকতে নেই, এই মনে কর, তোমার সঙ্গে যদি পশ্চিমেই যাওয়া হয়, তীর্থস্থানে দু চার টাকা খরচ আছে ত? সেখানে গিয়ে কি সদাসর্ব্বদাই তোমাকে টাকার জন্য জ্বালাতন কর্‌বো, তার চেয়ে কিছু টাকা আমার হাতে রাখতে ইচ্ছা করেছি।

প্রবোধ। পশ্চিম যাওয়াত আজই হচ্চে না, যদি আমাদের যাওয়া হয়, তাহা হইলে এখানকার বিষয়-আশয় এক প্রকার বন্দোবস্ত না করিয়াই বা কিরূপে যাই? নীরদ ছেলেমানুষ, এ পর্য্যন্ত সে কখনও বিষয়-আশয় চক্ষে দেখে নাই। কার কাছে কত পাওনা, কার কত দেনা, এ সকল স্থির না করিয়া কিরূপেই বা যাওয়া হয়? কাজেই কিছু বিলম্ব করিতে হইবে। একবার বিষয়টা নীরদকে বুঝাইয়া দিয়া তোমাকে কিছু টাকা দিব।— কেমন, রাজি আছ ত?

মলিনা। তুমি যা বল, তাতেই আমি সম্মত আছি। তবে শীঘ্র শীঘ্র এসকল কার্য্য শেষ করিও।

প্রবোধ। যত শীঘ্র পারি, অবশ্যই করিব। কিন্তু এ সকল কার্য্য

সহজে নিষ্পত্তি হইবে না। আজই আমি নীরদকে একবার ডাকাইয়া পাঠা'ব। কয়েক দিন আমার শরীর বড় ভাল নাই।

মলিনা। কিছু অসুখ হয়েছে কি? কৈ, আমাকে ত কিছু বল না?

প্রবোধ। সেরূপ কিছু নয়, তবে যাহা আহার করি, ভাল পরিপাক হয় না।

মলিনা। তবে আমি এখনই মেজো ঠাকুরপোকে ডেকে দিচ্ছি, তোমার যাহা বল্‌বার বল। তিনি ত ডাক্তারীও জানেন, সহজেই তোমার অসুখের একটা ব্যবস্থা কোরে দিবেন। আমার বোধ হয়, সারাদিন বাড়ী বসে না থেকে যদি একটু একটু সকালে বিকালে বেড়াও, তাহ'লে অনেকটা উপকার পাও। এই বলিয়া মলিনা বাটির ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক মোহিনীর কক্ষে প্রবেশ করিল। মোহিনী নীরদচন্দ্রের পত্নী। তিনি তখন তাহার পুত্র সুরেশচন্দ্রকে দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন। মলিনাকে দেখিয়া বলিলেন, "দিদি! তোমার সব কাজকর্ম্ম সারা হয়েছে?"

মলিনা বলিলেন, "হাঁ ভাই, আমার সব কাজ শেষ হয়েছে, এখন তোমাকে একটা কথা বলতে আমি এখানে এসেছি। আজ মেজো ঠাকুরপো এলে পর তাঁহাকে বলিও, একবার বড় বাবু তাঁকে ডেকেছেন। বোধ হয়, তাঁর শরীর খারাপ হয়েছে—সেই জন্য।"

মোহিনী। দিদি! বস না ভাই, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?

মলিনা। আর ভাই! আজ কর্ত্তা বলেছেন যে, আমরা একবার পশ্চিম বেড়া'তে যাব। তাই ভাবছি আমিও ত কোথাও যাই নাই; যদি নিয়ে যান, তবে একবার আমিও যাই। তা উনিও

বলেছেন যে, মা ও আমাকে সঙ্গে করে নেবেন। আমার কি এমন ভাগ্য হবে বোন্!

মোহিনী। হবে বৈ কি ভাই! ভগবান ত তোমাকে সংসারী হতে দিলেন না, তুমি ইচ্ছা কর্‌লে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পার। আমার ত আর তা হবার যো নাই। ছেলে পিলের ঝঞ্ঝাট বড় ঝঞ্ঝাট। তুমি একরকম বেশ আছ। এই দেখ না, কত-ক্ষণ ধরে সুরেশকে দুদ খাওয়াবার জন্য সাধ্‌লেম, তবুও সবটা খেলেনা।

মলিনা। ও কথা আর বলো না ভাই! যার যেমন অদৃষ্ট, তার তেমন হবে। এখন যাই ভাই, মেজোঠাকুরপোকে কথাটা যেন বল্‌তে ভুলোনা।

মোহিনী। সে কি দিদি! তোমার কথা ভুল্‌বো? তা কি হতে পারে? তিনি এলেই আমি আগে বড় ঠাকুরপোর ব্যারা-রামের কথা তাঁকে বল্‌বো।

ক্রমে সন্ধ্যা আগত হইল। মলিনা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া পুনরায় আপন কক্ষে আগমন পূর্ব্বক নিজ গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্তা হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——oo——

নীরদচন্দ্র।

"A plan—ill devised."

স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের মধ্যম পুত্র নীরদচন্দ্র। পিতার মৃত্যুর পর প্রবোধ বাবুই কনিষ্ঠ সহোদরদ্বয়ের জন্য লেখাপড়া শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। নীরদচন্দ্র আশৈশব একটু উগ্রস্বভাব ছিলেন। বাল্য-সহচরদিগের সহিত যখন তিনি ক্রীড়াদি করিতেন, তখনই তাঁহার অহঙ্কারের ও উগ্রস্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত। সহচরদিগের সহিত ক্রীড়াকালে তিনি প্রায়ই নেতৃ-পদে অধিষ্ঠিত হইতেন। তাঁহার প্রকৃতি উদ্ধত ছিল সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে একটী অসাধারণ গুণও দৃষ্ট হইত তাঁহার মেধাশক্তি অত্যন্ত প্রবলা। অলৌকিক প্রতিভা লইয়া তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল বিষয়েই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া দেখিবার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টিতে মানব-হৃদয়ের সমস্ত ভাবগুলি স্পষ্ট প্রতিফলিত হইত। যাহা একবার দেখিতেন, তাহা কখন ভুলিতেন না। এই গুণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তৎপরে ডাক্তারি পাশ দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল,—দশ টাকা উপার্জ্জনও করিতে লাগি-লেন। কিন্তু স্বভাব অপরিহার্য্য। কিছুতেই তাঁহার প্রকৃতির পরি-বর্ত্তন হইল না। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে দু-চার জন উপকারী বন্ধুও

আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহাদের সহবাসে নীরদচন্দ্র অনেক দিকে উন্নতিপথে অগ্রসর হইলেন। উন্নতির প্রথম সোপান সুরাপান—তাঁহার অভ্যস্ত হইল। যে প্রকৃতির বীজ শৈশবেই নীরদ-চন্দ্রের মনে অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছিল, এখন তাহা ফলে ফুলে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নীরদের এখন কেবল ইচ্ছা, কিসে তাঁহাকে সকলে মান্য করে। কিরূপে দেশের মধ্যে তিনি এক জন গণ্যালোক হইবেন, এই ভাবনাই তাঁহার মনকে অধিকার করিতে লাগিল। সভা স্থাপন, বক্তৃতা দেওয়া, স্ত্রী-স্বাধীনতার সপক্ষতা করা, বাল্যবিবাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে মত দেওয়া, বুঝিয়া চাঁদা দেওয়া প্রভৃতি আধুনিক হুজুগে—আধুনিক ব্যাপারেই তিনি গ্রামের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অদম্য অর্থস্পৃহাও তাঁহার মনকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ডাক্তারীতে যাহা উপার্জ্জন হয়, তাহার দ্বারা সংসারযাত্রা একরকম চলিতে পারে; কিন্তু পৃথিবীতে নাম কিনিতে হইলে কিছু বেশী অর্থের আবশ্যক। এই জন্য যে কোন উপায়েই হউক, অর্থলাভ করাই আপাততঃ নীরদচন্দ্রের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। দেখা যাউক, কি প্রকারে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

নীরদচন্দ্র যেরূপ প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বভাব যদি সুকোমল হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি আদর্শ-পুরুষ হইতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

বৈষয়িক কথা।

"Go we as well as haste will suffer us
To this unlooked-for unprepared pomp"

Shakspeare.

পরদিন অতি প্রত্যুষে প্রবোধবাবু শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে আপিসের কর্ত্তাকে একখানি পত্র লিখিলেন, এবং একটী চাকরকে ডাকিয়া পত্রখানি পোষ্ট-আপিসে দিবার জন্য আদেশ দিলেন।

নীরদবাবু পূর্ব্বরাত্রেই মোহিনীর নিকট তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার পীড়ার কথা কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই তাঁহাকে একটী মুমূর্ষু রোগীর নিকট যাইতে হয়, কাজেই সে রাত্রি আর প্রবোধবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা হয় না। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রবোধবাবু তখন একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। নীরদকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "নীরদ! বোধ হয় আমার উদরের কোনরূপ পীড়া হইয়া থাকিবে, সেইজন্যই তোমাকে ডাকাইয়াছি, আরও অনেক কথা আছে; বসো, একটু বিলম্ব হইবে।"

নীরদ উপবেশনান্তে বলিলেন, "বয়স হইলে লোকের একটা না একটা পীড়া হইয়াই থাকে; সুতরাং সামান্ত পেটের পীড়ার জন্য কতকগুলি ঔষধ খাইয়া শরীরকে কষ্ট দিবার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই। তবে আপনি না হয় একটু একটু সিদ্ধি খাইবেন, তাহাতে এ বয়সে উপকার ভিন্ন অপকারের কোন সম্ভাবনা নাই।"

"তাই হবে,—আর এক কথা আছে। দেখ ভাই নীরদ! বাবার যখন স্বর্গারোহণ হয়, তখন তোমরা নিতান্ত বালক। তিনি আমার হস্তে তোমাদিগকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। আর বিষয়টী যাহাতে রক্ষা হয়, সেবিষয়েও আমাকে বারম্বার উপদেশ দিয়াছিলেন। তোমরা দেখিতেই পাইতেছ যে, এখন আমি আর কার্য্যক্ষম নহি। বিশেষ আমার পুত্রকন্যা কেহই নাই। সেই জন্য আমি কার্য্য হইতে একেবারে অবসর গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছি। আমার পিতা যেমন তোমাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, আমিও সেই আদেশমত প্রাণপণে তোমাদের লালনপালন করিয়াছি। আর পূর্ব্বাপেক্ষা আমা হইতে বিষয়েরও কিঞ্চিৎ আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন তোমাদের অর্থ তোমরা বুঝিয়া লইলেই আমি পরিত্রাণ পাই। আমি দিনকত পশ্চিম যাইয়া শরীর সুস্থ করিবার কল্পনা করিয়াছি।"

জ্যেষ্ঠের কথার প্রত্যুত্তরে নীরদ বলিলেন, "দাদা! ওসকল বিষয় এত শীঘ্র শীঘ্র বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন কি? আপনার পশ্চিম যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে, সুখের বিষয়,—ঈশ্বরেচ্ছায় আপনি সুস্থশরীরে বাটীতে প্রত্যাগমন করুন। তাহার পর এসকল কথা হইবে। আপনি কতদূর যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন?"

"কতদূর যে যাইব, তাহা এখন স্থির করি নাই। তবে

প্রথমতঃ বাবার পিণ্ডদানার্থ একবার প্রয়াগতীর্থে গমন করিব। তৎপরে কাশী, বৃন্দাবন ও অন্যান্য তীর্থও ভ্রমণের বাসনা করিয়াছি।"

নীরদ পুনরায় বলিলেন,"আপনার সঙ্গে আর কে কে যাইবে?"

"সঙ্গে আর কে কে যাবে? মা যাবেন, আর বড় বউ যাবে। আমার এত শীঘ্র যাবার তত প্রয়োজন ছিল না, তবে কি জান, এই সবে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি, এখন যদি আলস্যে দিন অতিবাহিত করি, তাহা হইলে অধিকদিন আর জীবনধারণ করিতে হইবে না। আর মাকেও অনেকদিন বলিয়া আসিতেছি যে, তাঁহাকে আমি নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।"

নীরদ কহিলেন, "আচ্ছা দাদা! আমাদের কত টাকার বিষয় হবে?"

প্রবোধ বাবু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "আমার পৈতৃক বিষয় সবে ত্রিশহাজার টাকা ছিল। এখন তাহা সুদে আসলে প্রায় লক্ষাধিক হইয়াছে। আমার ইচ্ছা, এখন ঐ টাকা একসঙ্গেই থাকে। তবে যদি তোমরা ইচ্ছা করিয়া স্বতন্ত্র কোন বন্দোবস্ত করিতে চাও, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। তোমাদের টাকা—তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার; তোমরা ত এখন বালক নও।"

এই কথা শুনিয়া নীরদ কহিলেন, "আমাদের আবার ইচ্ছা কি? আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। বিষয় আমাদের হস্তে থাকিলে ভাল দেখায় না। আপনি জ্যেষ্ঠ,—পিতার সদৃশ, আপনার নিকট থাকাই ভাল।"

প্রবোধবাবু প্রীত হইয়া কহিলেন, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য। কিন্তু আমি ত আর এখানে এখন বাস করিতেছি না। সুতরাং টাকার প্রয়োজন হইলে তোমরা কি করিবে?—

আমার দেখাই বা কিরূপে পাইবে? আর টাকার অভাবে তোমা-দেরই বা কি হইবে? তাই বলিতেছি যে, এখন যেমন আমার স্বাক্ষরে সকল কার্য্য সমাধা হয়, সেইরূপ আমার অবর্ত্তমানে তোমার দ্বারাই সেই সকল সম্পাদিত হইবে; অর্থাৎ বিষয় একই রহিল, কিন্তু এখন হইতে তোমাকেই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।"

মনের আনন্দে নীরদ বলিয়া উঠিলেন, "তা বেশ ত, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন্। ইহাতে আর আমার অমত কি? তবে অতুল এখানে নাই, তাহার মতামত কিছুই জানিতে পারা গেল না; যদি সে কোনরূপ অমত করে!"

প্রবোধবাবু কহিলেন, "অতুল আমাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ। বিশেষ সে তোমাকে একান্ত ভক্তি করে। সে যে আমাদের কথায় বিরুক্তি করিবে, তাহা সম্ভবে না। তবে এসকল বিষয় জানাইয়া তাহাকে একখানি পত্র লেখ।"

নীরদ বলিলেন, "যে আজ্ঞা।—আমার হাতে একটী মুমূর্ষু রোগী আছে; একবার সেইখানে যাইতে হইবে। এখন তবে আসি। আবার বৈকালে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

এই বলিয়া নীরদবাবু ধীরে ধীরে আপন কক্ষে গমন করিলেন। সংসারক্ষেত্রে নীরদচন্দ্র তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একটী উপযুক্ত সহায় পাইয়াছিলেন। যে মন্ত্রে নীরদচন্দ্র দীক্ষিত, সেই মন্ত্র মোহিনীরও জপমালা। মিত্র-সংসারে তিনিই একমাত্র গৃহিণী হইবেন, আর সকলে তাঁহার পদানত হইয়া থাকিবে, এই উচ্চ আশা রমণীহৃদয়ে সযতনে রোপিত ও রক্ষিত হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য, এই পথ পরিষ্কার করিবার জন্য মোহিনী না পারে এমন কার্য্য এ জগতে অতি বিরল।

বড়বাবুর সঙ্গে মেজবাবুর কি কথাবার্ত্তা হয়, ইহা শুনিবার জন্য মোহিনী উৎসুকা হইয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। স্বামী আসিবামাত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা! বটঠাকুর কি বল্লেন্?" সহধর্ম্মিণীর মুখে ঐ প্রশ্ন শুনিয়া নীরদবাবু বলিলেন, "মেজ বউ! এতদিন আমি জানিতাম না যে, বিষয়টী আমাদের পৈতৃক। আমার ধারণা ছিল যে, উহা দাদার নিজের; কিন্তু আজ দাদা নিজমুখে বলিলেন যে, বিষয়টী আমাদের সকলেরই। দাদার ইচ্ছা, আমিই বিষয়কর্ম্ম দেখি। প্রথমতঃ আমি তাতে মৌখিক আপত্তি করি, কিন্তু দাদার পীড়াপীড়িতে শেষে রাজি হইয়াছি। দেখা যাক, ক্রমশঃ যদি সমস্ত বিষয়টাই হস্তগত হয়—কি বল মেজবউ?"

"তাত ঠিক কথা! তুমিই দেখ্বে বই কি। এক ভাই চিরকাল দেখ্বে নাকি? তোমারও ত সব জানাশুনা দরকার। হাঁগা! তা কত টাকার বিষয় হবে?"

পুনরায় নীরদবাবু পত্নীর প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপেই তাঁহাদিগের কথোপকথন চলিতে লাগিল। নীরদ বলিলেন, "তা মন্দ নয়, প্রায় লক্ষ টাকা। দেখ এই ত বিষয়, তা আবার যদি তিন ভাগ হয়, তাহা হইলে এক এক অংশে কতই বা হবে। দাদার ছেলে মেয়ে কেউ নাই, একমাত্র বড় বউ,—তা থাক, ও মেয়ে মানুষ, অত শত বুঝ্তে পার্বে না; সুতরাং দাদার বিষয়টী আগে হস্তগত করা যাক তার পর অতুল।—সে ত ছেলে মানুষ। তাতে আবার সে আমারই একান্ত বশীভূত; ডাক্তারী করে আর কতই বা আর হবে? বিষয়ের লোভ বড় ভাল নয়। দেখি কত দূর কি হয়।"

মোহিনী। মেজবাবু, আর একটা কথা বল্বো কি?

বিস্মিত হইয়া নীরদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?—বলেই ফেল না, শুনা যাক।"

"বলি কি, আমার ভাই নদের চাঁদের এখন কোন কাজ কর্ম্ম নাই। আহা! তা'রা খেতে পায় না। কিন্তু নদের চাঁদ খুব চালাক, তাত তুমি জান। তুমি তাকে যা বল্‌বে, সে তাই কর্‌তে পার্‌বে। সে তোমার অনেক কার্য্যে সহায় হতে পার্‌বে। তাই বলি, যদি তার একটা কোন উপায় কর্‌তে পার, বড়ই ভাল হয়।—আমার বাপের বাড়ীর নামটাও বজায় থাকে। কি বল মেজবাবু?"

প্রিয়তমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া নীরদবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, তাকে আমার সহিত একবার দেখা কর্‌তে বলিও। দেখি, যদি কোনরূপ সুবিধা কর্‌তে পারি।"

এইরূপ কথোপকথনে বেলা পাঁচটা বাজিল। সূর্য্যের উত্তাপ ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। নিষ্কর্ম্মা লোক সকল নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে যথেচ্ছ বিরাম লাভ করিয়া, হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিবার জন্য মাঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালকেরা বিদ্যালয়ের ছুটীর পর গৃহে একবার দেখা দিয়াই আপন আপন সঙ্গীদিগকে লইয়া খেলাকরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। রাখালগণ গোধন লইয়া শ্রুতিমধুর গান করিতে করিতে গৃহাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল! ধেনুরাজি হম্বা রবে আপন আপন বৎসগণ সমভিব্যাহারে গৃহে ফিরিতে লাগিল। কোথাও বা কোন শ্যামাসুন্দরী গোপবালা আলুলায়িত কেশে গোদোহন করিতেছিল, নিকটে বৎসটী দণ্ডায়মান থাকাতে গাভী এক একবার সাদরে তাহার গাত্র লেহন করিতেছে। আর এক একবার গোপকন্যার আলুলায়িত কেশরাশির প্রতি

একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। আকাশে দু-একটী নক্ষত্রমালা উঁকি মারিতেছিল। এইরূপ সময়ে নীরদবাবু পুনরায় জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে বৈঠকখানায় উপনীত হইলেন।

প্রবোধবাবুর সম্প্রতি কোন কার্য্য না থাকাতে তিনিও আহারাদির পর বিশ্রাম করিবার জন্য ক্ষণকাল নিদ্রিত হইয়াছিলেন। বেলা অবসান দর্শনে তিনিও নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সায়ংকালীন কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে নীরদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীরদকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ নীরদ! তবে তাহাই ঠিক হইল। বিষয় এখন হইতে তোমার নামে রহিল। আমি যাহা যাহা করিতাম, আগামী কল্য হইতে তোমাকেই সেই সমস্ত করিতে হইবে। আর একটী কথা এই যে, আমি আমার লাইফ ইন্‌সিওর (Life Insure) করিয়াছি।—সে আজ প্রায় সাত বৎসরের কথা। কিন্তু আমি যে বিদেশ যাইতে মনস্থ করিয়াছি, সে কথা তাহারা জানে না। তাহাদের না জানাইয়া আমি এখন কোথাও যাইতে পারি না। তাই বলিতেছিলাম, একবার সেইখানে একখানা চিঠী লিখিতে হইবে।"

নীরদ বাবু তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকার লাইফ ইনসিওর করিয়াছেন?"

"ষাইট হাজার টাকার। আমার পশ্চিম যাত্রায় তারা আপত্তি না করিলেই বাঁচি।"

এইকথা শুনিয়া নীরদ বলিলেন, "সে বিষয়ে বোধ হয় কোন চিন্তা নাই। আমি আজই সেই আফিসে একখানি দরখাস্ত করিব। এখন রাত্রিও হইয়াছে আহারাদিও প্রস্তুত। আপনি কি আহার করিতে আসিবেন?"

"তোমরা বসগে, আমি যাচ্চি। কিন্তু দেখ যেন চিঠীখানি লিখিতে ভুলিও না।"

"আজ্ঞা না।—সে কি কথা? আপনার কাজ ভুলিব?"

এই বলিয়া নীরদবাবু আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। পথে পুত্র সুরেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে পাঠশালার দু-একটী সঙ্গীকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। পিতাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আসিল। নীরদবাবু সুরেশকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, যে, তাঁহার সহধর্ম্মিনী সকলের আহারাদির উদ্‌যোগ করিতেছেন। সুতরাং তখন আর কোন কথা হইল না।

আহারাদি সমাপনান্তে মোহিনী নিজ গৃহে আগমন করিলে নীরদবাবু বলিলেন, "তাইত মেজবউ! দাদা এতদিন লাইফ ইনসিওর করে রেখেছেন, তারও ত কিছুই জানিতাম না। টাকা ত কম নয়,—যাইট হাজার টাকা।"

মোহিনী চমকিত হইয়া বলিলেন, "সে আবার কি? তুমি ও সব ইংরাজী কথা ছেড়ে দিয়ে সহজ কথায় বল। যাইট হাজার টাকা কি হয়েছে?"

নীরদ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আহা! এ আর জান না! দাদা কোন স্থানে মাসে মাসে কিছু কিছু টাকা জমা রাখেন। যখন উনি মরে যাবেন, তখন একেবারে যাইট হাজার টাকা বড় বউ পাবে।"

মোহিনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অত টাকা দিদি কি করবে। ছেলে নাই, মেয়ে নাই অত টাকায় ওর কি দরকার।"

নীরদ বলিলেন, "তাত বটেই। তাই বলে সহজে কি ঐ টাকা

বড় বউ আমাদিগকে দিবেন। যা হোক, ও টাকা কোন রকমে হস্তগত করতেই হবে। কিন্তু দাদা জীবিত থাক্‌তে ত হবে না। তাই ভাবছি, কি করি?"

"তোমার বাবু সকল বিষয়েই ভাবনা। অত বড় ডাক্তার মানুষ,—গ্রামশুদ্ধ লোকের নিকট তোমার যশ সুখ্যাতি, আর তুমি কি না সকল কাজেই ভাব।"

মৃদুহাস্য করিয়া নীরদবাবু বলিলেন, "ভাবতে হয় না, বল কি? টাকার কথা,—যে সে কথা নয়। শুনেছ ত, দাদা পশ্চিম যাচ্ছেন। সেই জন্য বিষয় এখন সমস্তই আমার হাতে রহিল।"

"সেত ভালই হলো। ও টাকার আবার ভাগ কি? ঐ ত টাকা, ওকে আবার ভাগ করলে থাকবে কি?"

একটু যেন উত্তেজিত হইয়া নীরদবাবু বলিয়া উঠিলেন, "সে কি আর তুমি বল্‌বে, তবে বুঝ্‌বো? আমি তা অনেকদিন বুঝিয়াছি। তবে দাদার ভাবনা বড়ই ভাবনা। তা বলে কি অত টাকার লোভ ত্যাগ করা যায়, দেখা যাক্ কতদূর কৃতকার্য্য হ'তে পারি। তবে এই সময়ে বড় বউ যদি কোথাও যায় তা হলে সোণায় সোহাগা হয়। ভাল, মেজবউ! তোমার ভাইকে যে আস্‌তে বলেছিলাম, তার কি হলো?—শীঘ্রই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সংবাদ পাঠাও।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—o—

সুখের সংসার।

"Of all the Blessings in the earth the best is a good wife"

দিল্লী সহর এখন ভারতে ইংরাজরাজত্বে যেমন কলিকাতা প্রধানা রাজধানী, সেইরূপ মুসলমানদিগের অধিকারকালে দিল্লীই সর্ব্বপ্রধানা নগরী ছিল। এইস্থানে আকবর সাহ, জাহাঙ্গীর, সাহাজাহান প্রভৃতি খ্যাতনামা সম্রাট্‌গণ মহাসুখে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই স্থানেই নবাবসরকারে অতুলবাবু কর্ম্ম করেন। তাঁহার স্ত্রী প্রিয়বালাও পতির সমভিব্যাহারে ছিলেন। অতুলবাবুর বেতন দুই শত টাকা। তিনি মাসিক এক শত টাকা তাঁহার মাতার নিকট প্রেরণ করেন, অবশিষ্ট এক শত টাকার দ্বারা নিজের ব্যয়ভূষণ নির্ব্বাহিত হয়। তাঁহাকে দেখিতে গৌরবর্ণ, বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে। তাঁহার মুখশ্রী পরম সুদৃশ্য।

প্রিয়বালা পূর্ণযৌবনা। দেখিতে শ্যামবর্ণ, বয়স প্রায় অষ্টাদশ বৎসর। দেবদেব মহাদেব কৃষ্ণের যে শ্যামল মোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন, যে শ্যামলবর্ণ কৃষ্ণার জন্য অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া পরিশেষে কৌরব ও অপরাপর রাজন্যবর্গের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ সেই প্রকার শ্যামবর্ণ। আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল যেন নীলোৎপলকে উপহাস করিতেছে।

তদুপরি ঈষৎ বঙ্কিম ভ্রূযুগল, দর্শনে বোধ হয় যেন, মন্মথ পুষ্পধনুতে ফুলশর যোজনা করিয়াছেন। আগুল্ফ বিস্তৃত কেশ-রাশি মসৃণ, চিক্কণ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, যদিও প্রিয়বালা গৌরবর্ণা নহেন, তথাপিও তিনি যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রিয়বালার রূপ যেমন, গুণ ও তাহার অনুরূপ। যে যে গুণ থাকিলে নারিজাতিকে গুণবতী বলা যায়, প্রিয়বালা সেই সেই সমস্ত গুণেই বিভূষিতা ছিলেন। স্বামী পরম দেবতা এবং স্বামির বাক্যই বেদবাক্য বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কখন কোন কারণেও তিনি স্বামীকে কোনরূপ কষ্ট দিতেন না। পতির কিসে সুখ হইবে, কিসে পতি সুস্থশরীরে থাকিবেন, কিসে তাঁহার মনঃকষ্ট নিবারিত হইবে, এই সকল বিষয়েই প্রিয়বালার চিত্ত একান্ত আশক্ত। অতুলবাবু তাদৃশী গুণবতী ভার্য্যা পাইয়া ইহ জগতেই স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র সতীশ, বয়ক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র। পিতামাতার গুণে যে, পুত্রও পরিনামে সর্ব্বগুণে গুণবান্‌ হইবে, তাহার আভাস পাওয়া যায়।

প্রিয়বালা যে কেবল স্বামীভক্তি জানিতেন এমন নহে। গুরু-গণের মান রক্ষা করিয়া তিনি সকল দিক বজায় রাখিতে পারি-তেন। তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বেই অতুল বাবুর পিতার স্বর্গারোহন হয়, সুতরাং প্রিয়বালা তাঁহার শ্বশুরমহাশয়কে দেখিতে পান নাই, শাশুড়ীকে যথেষ্ট ভক্তি ও সমাদর করিতেন। তাঁহার শাশুড়ী যখন মধ্যে মধ্যে দিল্লীতে আসিয়া বাস করিতেন, তখন প্রিয়বালা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে শাশুড়ীর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইতেন, এবং যাহাতে তাঁহার কোনরূপ অভাব বা ত্রুটি না হয়, সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

দিল্লীর যে স্থানে, তাঁহাদের বাস, সেখানে আর কোন বাঙ্গালী বাস করিতেন না, কেবল কতকগুলি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু সেই স্থানে থাকিতেন। তাঁহারাও যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী। সুতরাং তাঁহাদের সহিত অতুলবাবুর বিশেষ প্রণয় জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের অন্তঃপুর মহিলাদিগের সহিত প্রিয়বালারও সদ্ভাব ছিল।

একদা অতুলবাবু কর্ম্মস্থান হইতে বাটী আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিবার পর স্বীয় পত্নীকে বলিলেন, "প্রিয়বালা! আজ মেজদাদার পত্র পাইয়াছি। বোধ হয়, আমাদের কিছুদিনের জন্য চম্পাপুরে যাইতে হইবে। বড়দাদা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। মা ও বড় বৌকে লইয়া তিনি শীঘ্রই পশ্চিম আসিবেন। বিষয়াদির কিরূপ ব্যবস্থা হইল, দাদাই বা ইতিমধ্যে কেন পেন্‌সন্ গ্রহণ করিলেন, এসব সবিশেষ জানিবার জন্য একবার সেখানে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রাতেই পত্র পাইয়াছিলাম। আমিও আজ এক মাসের ছুটী লইয়াছি। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া কল্যই স্বদেশ যাত্রার বাসনা করিয়াছি। কেমন, তুমি কি বল?"

প্রিয়। আমি আর কি বলিব? তোমার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা, তাও কি তুমি জান না? আচ্ছা, তবে আমাদের এ বাটীতে কে থাকিবে?

অতুল। কেন বাটীতে চাবী দিয়া আমরা সকলেই যাইব। পাড়ার সকলকে বলিয়া যাইব, তারা এক একবার আমাদের বাটীর তত্ত্বাবধান করিবে।

প্রিয়। তা হলেই বেশ হবে। আমি ভাবিতেছিলাম, বুঝি আমাদের ঝিকে এখানে রাখিয়া যাইব।

অতুল। তাও কি হয়? তাহা হইলে আমাদের সতীশের বড় কষ্ট হইবে।

প্রিয়। তাই বলিতেছিলাম।—কেননা, সতীশ শ্যামা না হইলে একদণ্ডও থাকিতে পারে না। শ্যামা না গেলে তার বড় কষ্ট হবে। হাঁগা, তা পাড়ার সকলে এক একবার আমাদিগের বাটী দেখিতে রাজী হবে কি?

অতুল। তা হবে বই কি। ইহারা সকলেই অতি সজ্জন। বিশেষ, আমি এখানে একমাত্র বাঙ্গালী আছি বলিয়া উহারা আমায় যথেষ্ট মান্য করে। কেন, তোমার সহিত ওদের মেয়েদেরও আলাপ আছে ত?

প্রিয়। তা আছে বই কি। এখন ত তাহারা বেশ। কিন্তু আমরা এখান হইতে চলিয়া গেলে কি আর সেরূপ দেখিবে?

অতুল। সে সকল আমি ঠিক করিব। আর যদি তেমন তেমন দেখি, তাহা হইলে না হয় দুইজন দ্বারবান্ রাখিয়া যাইব।

প্রিয়। সেই কথাই ভাল। তুমি যেমন ভাল বুঝিতে পারিবে, আমি কি তেমন পারিব?"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে সতীশচন্দ্র কতকগুলি ক্রীড়নক লইয়া ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। পিতামাতা উভয়কেই নীরব দেখিয়া একেবারে মাতার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া আধ আধ স্বরে কত কি কথা বলিতে লাগিল। অতুল বাবু কিয়ৎক্ষণ কোন কথা বলিলেন না, অবশেষে সতীশকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "সতীশ বাবু! আমরা যে কাল দেশে যাইব, তুমি আমাদের সহিত যাইবে কি?" সতীশ বাবু অত কথা বুঝেন না, তাহার মাতাই তাহার হইয়া উত্তর করিলেন, "ওকে না লইয়া গেলে ত আমি যাইব না। আমি না গেলে আর একটী

লোকেরও যাওয়া হইবে না, অতএব সতীশ যাইবে। কেমন সতীশ?" তখন সতীশ কেবল মাত্র "হুঁ" এই উত্তর দিয়া পিতা-মাতার আনন্দ বৃদ্ধি করিল, কিন্তু সে তাঁহাদের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিয়াছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। অদূরে রেকাবিতে খাদ্যদ্রব্যের উপর তখন তাহার বিশেষ মনঃসংযোগ ছিল।

যাহা হউক স্বদেশ যাত্রা স্থির হইলে অতুল বাবু ও প্রিয়বালা অপরাপর দাসদাসীগণের সাহায্যে আবশ্যকীয় সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া একে একে যথাযথরূপে সজ্জিত করিলেন। এই সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে তাহাদের আর সে রাত্রি নিদ্রা হইল না। পর দিবস অতি প্রত্যূষেই তাঁহারা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

—০:০:০—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০—

নদের চাঁদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর প্রায় তিন মাস অতীত। অতুল বাবু পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে চম্পাপুরেই রহিয়াছেন। কিন্তু প্রবোধ বাবু এখনও পশ্চিম যাইবার সুবিধা করিতে পারিতেছেন না। তিনি একজন কর্ম্মক্ষম লোক ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে অফিসের কার্য্য ব্যতীত অন্যান্য অনেক কার্য্য দেখিতে হইত। সে সকল কার্য্য একেবারে শেষ না করিয়া তিনি কোনরূপেই যাইতে স্বীকৃত নহেন। এতদ্ব্যতীত তিনি যেস্থানে তাঁহার জীবন বিমা করিয়াছিলেন, সেখান হইতে অদ্যাপি কোন চিঠী পত্র উপস্থিত হয় নাই। এই সকলই তাঁহার পশ্চিম যাত্রার বিলম্বের প্রধানতম কারণ। কিন্তু তাঁহাদের পশ্চিম যাত্রা প্রায় এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য প্রবোধ বাবুর স্ত্রী একবার পিত্রালয়ে যাইবার জন্য পতিকে অনুরোধ করিলেন। প্রবোধ বাবুও হাস্যমুখে ভার্য্যাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া আপনার কার্য্যকলাপ তৎপর হইয়া সমাধা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে উত্তেজিত করেন। প্রবোধ বাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা বাক্যে বলেন, "মা! আমাদের যাইবার সমস্তই স্থির হইয়াছে, সে বিষয়ে আপনার কোন চিন্তা নাই। এবার আমরা নিশ্চয়ই যাইব।" এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহার মাতার আর

কোন সন্দেহ রহিল না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, এবার নিশ্চয়ই তীর্থযাত্রা ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

অতুলবাবু একমাসের অবকাশ লইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠের অনুরোধে তাঁহাকে আরও কিয়দ্দিনের জন্য অবকাশ লইতে হইয়াছে। অতুলকে সমভিব্যাহারে করিয়া তীর্থযাত্রায় বহির্গত হওয়াই প্রবোধ বাবুর একান্ত বাসনা।

মোহিনী নন্দেরচাঁদকে আসিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু বাটীতে অনুপস্থিত থাকা নিবন্ধন, সে সংবাদ পায় নাই। সংপ্রতি পুনরাগমন করাতে তাহার জননী তাহাকে একবার নীরদ বাবুর বাটীতে যাইতে কহিলেন। নন্দেরচাঁদ জনক জননীর আদরের ধন, পিতার জীবদ্দশায় সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত, পিতার মরণান্তেও তাহার সে স্বভাবের অন্যথা হয় নাই।

নন্দেরচাঁদ দেখিতে বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট;—দেহ স্থূল, বর্ণ কৃষ্ণ, মস্তকের কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ বটে, কিন্তু পাতলা পাতলা; নাসিকা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, হস্ত আজানু-লম্বিত বয়স অনুমানে ত্রিশ। অপরের চক্ষে যেরূপ বোধ হউক না কেন, নন্দেরচাঁদ স্বয়ং আপনাকে পরম সুন্দর পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করে;—রূপের গরিমা তাহার অন্তরে সদাই বিরাজমান। যাহা হউক, জননীর অনুরোধে নন্দেরচাঁদ আশু নীরদ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলে মোহিনীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি পরম আদরে ভ্রাতাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিলেন "ভাই! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

বিশেষ একটী কাজের জন্য তোমার ভগিনীপতি অনেকদিন হইতে তোমার অনুসন্ধান করিতেছেন।"

"এতদিন কাজের চেষ্টায় ছিলাম। এখন পয়সা না হইলে সংসার চলা ভার। আমাদের কি আর সে দিন আছে?"

ভ্রাতার নির্ব্বেদবাক্য শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ ব্যথিতচিত্তে মোহিনী বলিয়া উঠিলেন, "সে কাজ করিতে পারিলে আর তোমার কোন চিন্তাই থাকিবে না। কেমন করিতে পারিবে ত?"

উত্তেজিতভাবে নদেরচাঁদ বলিয়া উঠিল, 'দিদি! বল কি? কাজ করিতে পারিব না, তবে তোমার ভাই হইয়াছি কেন? কত বড় বড় লোকের কত মহা মহা কাজ শেষ করিয়া দিয়াছি, আর তুমি দিদি, তোমার একটা কাজ পারিব না, এই কি তোমার ধারণা?"

অস্ফুটধ্বনিতে ধীরে ধীরে মোহিনী বলিলেন, "ভাই! চুপ কর, মৃদুস্বরে সব কথা বল। আজি কালি এ বাড়ীর যে ভাব হইয়াছে, কে কোথা হইতে কাণ পাতিয়া শুনিবে।"

"দিদি! তুমি এত ভয় করো না। লোকে বলে নদেরচাঁদ কোন কাজের নয়, কিন্তু নদেরচাঁদ যে মনের মত কাজ পায় না বলিয়া কাজ করে না, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। যা হউক, দিদি! তুমি নীরদ বাবুকে বলিও যে, আমি বিলক্ষণ কাজের লোক।"

সুখী হইয়া হাসিতে হাসিতে মোহিনী বলিলেন, "সেই জন্যই ত আমি তোমাকে ডাকিয়াছি;—তুমি কাজের লোক, তা আমি জানি। যাহা হউক, তোমার কোন চিন্তা নাই, যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ তোমার কিসের ভাবনা! এই

দেখ না, এই বাড়ীতেই তোমার একটা সুবিধা করিয়া দিতেছি।”

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নদেরচাঁদ বলিল, “দেখ, তোমার ইচ্ছা। দিদি! আমি ত আর তোমাকে পর ভাবি না, তুমি যা ভাল বুঝ্‌বে, তাহাই কোর্‌বে।”

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, সহসা নীরদ বাবু আসিয়া উপস্থিত। নদেরচাঁদকে দেখিয়াই তিনি হাসিতে, হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হে নদেরচাঁদ! ভাল আছ ত? এতদিন কোথায় ছিলে? তোমার যে দেখা পাওয়া ভার; ব্যাপারখানা কি?”

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে নদেরচাঁদ বলিল, “আজ্ঞে হাঁ, এক রকম ভালই আছি। কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাওয়াতেই যথাসময়ে আপনার শ্রীচরণ দর্শনে বঞ্চিত ছিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে আসিতে বলিয়াছিলেন কেন?”

“কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।—বলি, একটু স্থির হও, উতলা হইও না, উতলার কাজ নয়।—তাই ত, নদেরচাঁদ। তোমার বয়স কাঁচা,—পারিবে ত?”

পতির মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই অমনি মোহিনী বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ গো হাঁ, নদেরচাঁদ নিশ্চয় পারবে। আমি ওকে বেশ জানি, আমরা এক মায়ের পেটের সন্তান, আমাকে দেখে তুমি ইহার স্বভাব জান্‌তে পার্‌লে না, তবে তুমি আবার পুরুষ কিসের? এই বুদ্ধিটুকুও ঘটে নাই।”

মৃদু হাস্য হাসিয়া ধীরে ধীরে নীরদ বাবু বলিলেন, “নদের-

চাঁদ যদি পারে, সে ত ভাল কথা। আপনার লোক, দুই পয়সা পায় আর বেশী গোলযোগও হয় না।"

উত্তেজিত ভাবে মোহিনী আবার বলিয়া উঠিলেন, "পারবে, পারবে,—নিশ্চয় পারবে। লোক দেখে চিন্‌তে পার না? কি কাজ বল, না পারে আমি বুঝবো।"

আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া নীরদ বাবু তৎক্ষণাৎ নদের-চাঁদকে অতি সন্নিধানে ডাকিয়া তাহার কাণে কাণে অতি গুপ্তভাবে কতকগুলি গুপ্তকথা বলিয়া পুনরায় ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "নদেরচাঁদ। দেখিও, সাবধান, যেন কোন প্রকারে প্রকাশ না হয়।"

নদেরচাঁদ উত্তর দিতে না দিতে মোহিনী অগ্রেই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি বল গা! সে কথা কি মানুষে প্রকাশ করে! তাতে আবার নদেরচাঁদ আমার ভাই।"

তখন ধীরে ধীরে নদেরচাঁদ নীরদ বাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, "আজ্ঞে, আমাকে কিছু শিখাতে হবে না। আমি সব বুঝিয়াছি। এতু সামান্য কাজ, ইহাতে আবার ভয় কি! আমি ইহা অপেক্ষা কত বড় বড় কাজ হাসিল করিয়াছি। তবে—হাঁ,—সাবধান হওয়া চাই বৈ কি।"

সুখী হইয়া নীরদ বাবু বলিলেন, "পারিলেই ভাল। ইহাতে তোমার লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। এখন ও সব কথার আর আবশ্যক নাই, সকলই স্থির রহিল, যাহা যাহা করিতে হইবে পশ্চাৎ বলিয়া দিব। আর একটী কথা,—তোমার বোধ হয় কিছু অগ্রিম টাকা আবশ্যক হইতে পারে।—কেমন, চাই ত? আমি জানি তুমি ছেলে ভাল, তোমা দ্বারাই আমার সমস্ত কাজ শেষ হইবে। তা—কত টাকা এখন তোমার আবশ্যক বল ত?"

"আজ্ঞে, কিছু না।"—মৃদু মৃদু বাক্যে নদেরচাঁদ বলিল, "আজ্ঞে, কিছু না। আমার এখন টাকার প্রয়োজন নাই। তবে যদি দেন, পঞ্চাশটী হইলেই চলে;—আমি অদ্য যাই, পুনরায় কল্য আসিব।"

ব্যস্তভাবে মোহিনী বলিয়া উঠিল, "না না, আজি আর যায় না, কল্য যাইবে।"

নীরদও মোহিনী যাইতে নিষেধ করিয়া কার্য্যস্থলে বহি-র্বাটীতে প্রস্থান করিলে নদেরচাঁদ ভগ্নীকে বিরলে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দিদি! এ কাজ করার কারণ কি?"

"সে কথা তোমার এখন শুনিয়া কাজ নাই, পরে জানিতে পারিবে।"

প্রত্যুত্তর শুনিয়া নদেরচাঁদ পুনরায় বলিল, "আচ্ছা দিদি, আমার প্রতি যদি কেহ সন্দেহ করে?"

"সে ভাবনা তোমার নাই। কাজ ত সমাধা হউক, তাহার পর কোনরূপ গোল হয়, তোমার ভগিপতি আছেন। তোমার কোন চিন্তা বা ভয় নাই। এত ভয় করিলে কি কাজ হয়?"

এই কথা শুনিয়া নদেরচাঁদ আবার বলিল, "দিদি! এ সব কাজে বড় ভয় হয়। সেই জান ত,—একটা সামান্য কাজ করিয়া কি পর্য্যন্ত বিপদে না পড়িয়াছিলাম। সে কি কম নাকাল! তাই বলি, দিদি পরামর্শ সকলেই দিতে পারে, কিন্তু শেষ রক্ষা বড় গোল।"

কিঞ্চিৎ চমকিত হইয়া তাচ্ছল্যভাবে মোহিনী বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! তুমি বুঝি সেই কথা বলিতেছ?—সেই—যখন গিণ্টির গহনা বন্ধক দিতে যাও? কেন?—সে সব ত মিটিয়া গিয়াছে?"

"হাঁ দিদি! তোমার আশীর্ব্বাদে মিটিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কত হাতে পায়ে ধরিয়া যে মীমাংসা করি, তাহা ভাবিয়া দেখ। নচেৎ কি নিস্তার ছিল? এতদিন হয় ত দুই তিন বৎসরের জন্য জেলে যাইতে হইত।"

হঠাৎ নদেরচাঁদের কথায় বাধা দিয়া মোহিনী বলিয়া উঠিলেন, "চুপ কর ভাই চুপ কর। এদিকে বুঝি কে আসিতেছে। আমি একবার দেখি।"

"তবে দিদি আমিও একবার বহির্ব্বাটীতে যাই। অনেকক্ষণ এখানে আছি, আমার হাই উঠিতেছে।" এই বলিয়া নদেরচাঁদ বাহির্ব্বাটীতে প্রস্থান করিল। দেখিতে দেখিতে সুরেশ আসিয়া উপস্থিত। মোহিনী তাহাকে আহারীয় প্রদান করিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

এদিকে অতুল বাবুর অবকাশ প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তথাপি জ্যেষ্ঠের পশ্চিমযাত্রার সুবন্দোবস্ত ঘটিয়া উঠিল না। প্রবোধ বাবুর সহধর্ম্মিণী অদ্যাপি পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছেন। অতুল বাবু সপরিবারে তথায় গিয়া একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। অবকাশ প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল দেখিয়া তিনি প্রবোধ বাবুর পরামর্শে পুনরায় অতিরিক্ত একমাসের অবকাশ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু প্রত্যুত্তরে একপক্ষের মাত্র অবকাশ মঞ্জুর হইয়া আসিল। প্রবোধ বাবু তদ্শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যস্ত হইয়া যাবতীয় কার্য্য সুবন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নীরদ বাবুও নিশ্চিন্ত নাই, তিনি স্বীয় ঔষধালয়ের ভার অন্যের প্রতি ন্যস্ত করিয়া প্রবোধ বাবুর কার্য্যের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

নীরদ বাবুর পুত্র সুরেশের সহিত অতুল বাবুর পুত্র

সতীশের ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। উহারা উভয়েই সমবয়স্ক, সুতরাং স্বভাবতই উভয়ের প্রণয় জন্মিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে এরূপ সৌহার্দ্য জন্মিয়াছে যে, সর্ব্বদাই একত্র আহার একত্র শয়ন ভিন্ন তিলেকের জন্যও স্থানান্তরিত হয় না। একের অদর্শনে অন্যের হৃদয়ে কিছুতেই তৃপ্তি সঞ্চার হয় না। কেহ কোন আহা-রীয় পাইলে উভয়ে সমভাগ করিয়া ভোজন করে। বলিতে কি, তাহাদিগের এইরূপ অকৃত্রিম প্রণয় দেখিয়া অতুল বাবুর ও তদীয় সহধর্ম্মিণীর আনন্দের অবধি রহিল না। এ আনন্দের আরও একটী বিশেষ কারণ ছিল। একদিন অতুল বাবু কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট বলিয়াছিলেন যে, জ্যেষ্ঠের পশ্চিমযাত্রা আপাততঃ স্থগিত থাকিলে, অধিকন্তু ইতিমধ্যে নিজের অবকাশ নিঃশেষ হইলে তিনি তদীয় স্ত্রী ভূষণাকে চম্পাপুরেই রাখিয়া যাইবেন। এই কারণে ভূষণার হৃদয়ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল। একমাত্র সতীশের জন্যই তাঁহার বিশেষ চিন্তা; যদি সতীশের মন প্রফুল্ল থাকে, তাহা হইলে এস্থানে কিছুদিন অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে তাদৃশ কষ্টকর হইবে না।

নবম পরিচ্ছেদ।

মহাপ্রস্থান।

"Mad World! Mad composition!"

Shakespeare.

দেখিতে দেখিতে অতুল বাবুর অবকাশের দিন নিঃশেষ হইয়া আসিল, তথাপি প্রবোধ বাবুর পশ্চিমযাত্রার সুবন্দোবস্ত হইল না। প্রবোধ ও নীরদ উভয়ে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও সকল কাজ সুনিষ্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা অতুল বাবু জ্যেষ্ঠের পরামর্শে পুনরায় একমাস অবকাশ প্রাপ্তির জন্য আবেদন প্রেরণ করিলেন; কিন্তু আশালতা ফলবতী হইল না। আশু প্রত্যুত্তর আসিল যে, যথাসময়ে কার্য্যস্থানে উপস্থিত না হইলে অতুলকে পদচ্যুত হইতে হইবে। কাজে কাজেই প্রবোধ বাবু আর বৃথা অতুলকে গৃহে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা না করিয়া গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। কিন্তু অতুলের জননী, ভূষণা ও সতীশকে যাইতে দিতে স্বীকৃত হইলেন না। অগত্যা অতুল চম্পাপুরেই পুত্রকলত্র রাখিয়া কথঞ্চিৎ বিষণ্ণমনে, কার্য্যস্থানে যাত্রা করিলেন। গমনের পূর্ব্বে একবার প্রবোধবাবুর সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। মলিনা অতুল বাবুকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। একে তাঁহার সন্তানাদি জীবিত ছিল না, তাহাতে শৈশবাবধি

অতুলকে পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং অতুলের প্রতিই তাঁহার সমধিক পুত্রস্নেহ পূর্ণ মাত্রায় জন্মিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বেই প্রবোধ বাবুর অসুখের কথা বলা হইয়াছে। নীরদ একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, প্রত্যহ সন্ধ্যা-কালে তাহা সেবন করিতে হয়। প্রবোধ বাবু বহুদিনাবধি যথানিয়মে ঔষধ সেবন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কিছুমাত্র উপকার বা শান্তিচিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। শারীরিক অস্বাস্থ্যই তীর্থযাত্রার বিলম্বের একটী প্রধানতম কারণ। বাড়ীতেই ঔষধালয়, সুতরাং প্রত্যহই প্রবোধ বাবুর জন্য ঔষধ প্রস্তুত হইত এবং নীরদ স্বয়ং তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দিতেন।

অতুল বাবু কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিবার পর একদা প্রবোধ বাবু সান্ধ্যসমীরণ সেবনান্তে নিভৃত কক্ষে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে নফরনামক জনৈক পরিচারক ঔষধিহস্তে সম্মুখে উপনীত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও? নফর? ঔষধ কোথায়?"

"আজ্ঞে,—এই এনেছি" এই বলিয়া ঔষধপাত্রটী প্রবোধ বাবুর হস্তে প্রদান করিলে তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেজ বাবু দেখিয়া দিয়াছেন?"

"আজ্ঞে, হাঁ" বলিয়া ভৃত্য তথা হইতে প্রস্থান করিলে প্রবোধ বাবুও ঔষধ সেবন করিলেন। অনতিবিলম্বেই নীরদ বাবু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন প্রবোধ বাবু ও নীরদ উভয়ের কথোপকথন চলিতে লাগিল। প্রবোধ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদ! কৈ, ইন্সিওরেন্স আপিসের পত্র ত পাওয়া গেল না?"

"দাদা! আপিসের কাজ প্রায় ঠিক সময়ে সমাধা হয় না। তা—দুই একদিন বিলম্ব হইলে আর হানি কি? অতুল ত চলিয়া গিয়াছে। এখন আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। যদি আমার প্রতিই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দেন, তাহা হইলে একটা লেখাপড়া করিলে ভাল হয় না? নচেৎ আমার কথায় সকলের বিশ্বাস না হইতে পারে।"

অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ প্রবোধ বাবু বলিলেন, "অবশ্য—অবশ্য লেখাপড়া চাই। বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে হইলে তোমার যাহা যাহা প্রয়োজন, আশু সমাধা করিয়া লও।"

"আমি একখানি ষ্ট্যাম্প লেখাপড়া করিয়াছি, আপনি একবার দেখিবেন কি?"

মুহূর্ত্তমাত্র মৌনভাবে থাকিয়া প্রবোধ বাবু উত্তর করিলেন, "আচ্ছা,—থাকুক, কল্য দেখা যাইবে।"

"বেশী কিছু লেখা নয়, আপনি ইচ্ছা করিলে এখনই দেখিতে পারেন। আমি অদ্য পূর্ব্বাহ্নেই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, আপনাকে দেখাইতে স্মরণ ছিল না।"

প্রবোধ বাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আচ্ছা, কাগজখানি কোথায়?"

"আমার গৃহেই আছে, আমি এখনই আনিতেছি," এই বলিয়া নীরদ বাবু দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক অনতিবিলম্বেই কাগজ হস্তে পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন, "দাদা! এই দেখুন!"

প্রবোধ বাবু কহিলেন, "আমি রাত্রে ভাল দেখিতে পাইব না, তুমি পড় আমি শুনি।"

নীরদ বাবু কহিলেন, "আপনি স্বয়ং পড়িলেই ভাল হইত, যাহা হউক, ইহাতে যেরূপ লেখাপড়া হইয়াছে, তাহার স্থূল

মর্ম্ম এই যে, "আমাদের বিষয়—যাহা আমি এপর্য্যন্ত তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছিলাম, ইহার সুদ ও আসল যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তাহা আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ নীরদ চন্দ্র মিত্র আমার স্বরূপ হইয়া মাসে মাসে অথবা তাহার নিজ সুবিধামত বিনা আপত্তিতে আদায় করিবে। আমি আপন ইচ্ছায় সুস্থ শরীরে এই ক্ষমতা দিলাম।"

সরল অন্তঃকরণে প্রবোধ বাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বেশ লেখাপড়া হইয়াছে। এ লেখাপড়া তুমিত করিয়াছ ?"

"আমার একটী উকীল বন্ধু আছেন, তাঁহার দ্বারাই লিখাইয়াছি। এখন তবে কাগজখানি আমার নিকটেই রাখি ?"

প্রবোধ বাবু বলিলেন, "দেও, একেবারে স্বাক্ষরটা করিয়া দি। কল্য আমার মনে না থাকিতে পারে। এমন কাজ যত শীঘ্র সমাধা হয়, ততই ভাল।" এই বলিয়া নীরদের হস্ত হইতে কাগজখানি লইয়া স্বাক্ষর করতঃ তৎক্ষণাৎ পুনঃ প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "নীরদ! কল্য হইতে সমস্ত কাজ কর্ম্মের ভার তোমার উপরই রহিল,—তুমিই দেখিবে। তবে এখন যাও, রাত্রি হইয়াছে, আমিও শয়ন করি।"

নীরদ বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে প্রবোধ বাবু শয্যাতলে শয়ন করিয়া নানাবিধ চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে অকস্মাৎ নিদ্রাদেবী তাঁহাকে অচেতন করিয়া ফেলিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই নন্দেরচাঁদ মৃদুপদসঞ্চারে ধীরে ধীরে সেই কক্ষে উপনীত হইল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "এই বার মনের মত কাজ পাইয়াছি। এ কাজে বিলক্ষণ লাভ আছে বটে, কিন্তু ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পাইলে প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে। দুরাত্মা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে

করিতে প্রবোধ বাবুর সন্নিহিত হইতে লাগিল। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিল, "আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? আহা! ইহারই নাম বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! যাহা হউক, টাকায় না হয় এমন কাজ জগতে নাই।" এই বলিয়া পকেট হইতে এক খানি রুমাল বহির্গত করত প্রবোধ বাবুর নাসারন্ধ্রের ভিতর যেমন সঞ্চালন করিতে লাগিল, অমনি ক্ষণকালের মধ্যেই প্রবোধ বাবু গোঁ গোঁ শব্দে ধরাশয্যায় পতিত হইলেন। নদেরচাঁদও সেই অবসরে একশিশি ঔষধ ঢালিয়া দিয়া দ্রুত-পদে প্রস্থান করিল।

মলিনার পিতৃগৃহ গমনের পর হইতেই প্রবোধবাবু বহির্ব্বাটীতে শয়ন করিতেন; কিন্তু একাকী থাকিতেন না, নফর নামক ভৃত্য তাঁহার আদেশে সেই গৃহে থাকিত। সে প্রত্যহ আপনার নিয়মিত কার্য্য শেষ করিয়া প্রবোধবাবুর শয়ন গৃহে আগমন পূর্ব্বক শয়ন করিত।

নফর এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্য। কোন বিশেষ কাজ উপস্থিত হইলে প্রবোধবাবু নফরের প্রতিই তাহার ভার দিতেন। নফর শৈশবাবধি প্রবোধবাবুর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছে, সুতরাং প্রবোধবাবুকেই পিতৃবৎ জ্ঞানে ভক্তি ও সম্মাননা করিত এবং প্রবোধ বাবুর কার্য্যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। প্রবোধ বাবুর সহধর্ম্মিণী মলিনাও তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ফলকথা, নফরকে তাঁহারা প্রকৃত নফর বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। নফর তাঁহাদিগের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিল।

গৃহস্থের গৃহে বিশেষতঃ বহুপারিবারিক সংসারে দৈনিক কার্য্য প্রতিদিন প্রকৃত সময়ে বা ঠিক সময়ে সমাধা হয় না। হয় ত কোন দিন রাত্রি নয় ঘটিকার মধ্যেই আহারাদি সমাহিত

হইয়া যায়, আবার হয় ত কোন দিন রাত্রি দুই প্রহর হইয়া পড়ে। এই সকল কারণেই নফর প্রত্যহ এক সময়ে শয়ন করিতে আসিতে পারিত না। আমরা যে দিনের ঘটনা বর্ণন করিতেছি, সে দিন সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে নফরের রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছিল। সে ব্যস্তসমস্ত ভাবে প্রবোধ বাবুর কক্ষে আসিয়া দেখিল, গৃহ তিমিরাবৃত; আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। তখন সে বহির্গমন পূর্ব্বক গৃহান্তর হইতে একটী আলোক লইয়া কক্ষমধ্যে যেমন পুনঃ প্রবেশ করিল, অমনি তাহার শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল;—ভীষণ দৃশ্য দর্শনে তাহাকে চিত্রপুত্তলিকাবৎ স্তম্ভিত হইতে হইল। প্রবোধ বাবু খট্টাশয্যা হইতে ভূপতিত হইয়া নিস্পন্দ—নিশ্চেষ্ট ভাবে লুণ্ঠিত হইতেছেন! তদ্দর্শনে নফর বাক্‌শক্তি রহিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল অবস্থান পূর্ব্বক দ্রুতগতি প্রবোধ বাবুর জননীর নিকট গিয়া সংবাদ দিল। বৃদ্ধা মণিহারা ফণিনীর ন্যায় পাগলিনী বেশে ছুটিয়া আসিলেন;—দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ের ধন ধরাশয্যায় পড়িয়া বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তদ্দর্শনে বৃদ্ধা বক্ষে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। "হা হতবিধে! তোমার মনে কি এই ছিল? হা প্রবোধ! একবার অভাগিনীর সহিত কথা কও, তাপিত প্রাণে প্রবোধ পাই। এই কি তোর বৃন্দাবনে যাওয়া! অভাগিনীকে ফেলিয়া কোথায় গমন করিলে?" এইরূপে রোদন করিতে করিতে অকস্মাৎ বৃদ্ধা মূর্চ্ছিতা হইয়া ধরাশায়িনী হইলেন।

বৃদ্ধার রোদনধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্র বাটীর সকলেই সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোহিনী ও ভুবনা দাসদাসী-গণের সাহায্যে বৃদ্ধাকে তথা হইতে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

এদিকে নীরোদ বাবুও সেই সংবাদ যথা সময়ে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একজন ভাল ডাক্তার আনাইয়া সত্বর তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়ের কিয়ৎক্ষণ পরামর্শ হইল। নীরদ বাবু বলিলেন যে, আমার বোধ হয়, দাদার কোন হৃদ্‌রোগ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তিনি যে কেন ইহা আমাদের জানান নাই, তাহা আমি অবগত নহি। কেমন, আপনার কি বোধ হয়? নীরোদ বাবুর কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি স্পষ্টই দেখিতেছি যে আপনার ভ্রাতার হৃদ্‌রোগ ছিল এবং সেই রোগেই তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। যাহা হউক, আর কোন গোলযোগের প্রয়োজন নাই। যাহা হইবার অবশ্যই হইবে। আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও ঘটনা চক্রের গতি ফিরাইতে পারিব না।" পরে নীরদবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নীরদ বাবু! আপনি স্বয়ং একজন ডাক্তার। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই আপনার শ্রুতি গোচর হইয়া থাকে। অতএব ইহার জন্য আপনার ন্যায় ধীর প্রকৃতির লোকের এতাদৃশ চঞ্চল হওয়া উচিত নহে। আপনি শীঘ্র শীঘ্র উদ্যোগ করিয়া মৃতদেহের সৎকার করিতে আদেশ দিন। আর কতকাল এরূপ করিয়া সময় নষ্ট করিবেন। যাহা গিয়াছে তাহাত আর ফিরিয়া পাইবেন না। তবে মৃতদেহ অধিকক্ষণ গৃহে রাখিয়া সকলকে যাতনা দেওয়া উচিত নহে। আপনি যত শীঘ্র পারেন সৎকারের উদ্যোগ করুন। নতুবা কোন গোলযোগের সম্ভাবনা নাই। এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নীরোদ বাবু তাঁহার কথামত প্রবোধ বাবুর মৃতদেহ সৎকারের আদেশ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন ও মলিনাকে পিত্রালয় হইতে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

By Heaven I'd do.

Shakespeare.

পারিবে ত?

প্রবোধবাবুর বৃদ্ধা জননীর আর সংজ্ঞা লাভ হইল না। তিনি অচেতনভাবে শয়ন করিয়া থাকেন আর মধ্যে মধ্যে এক একবার "প্রবোধ প্রবোধ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। মোহিনী ও ভূষণা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই রোগের বিন্দুমাত্রও উপশম হইল না। উত্তরোত্তর পীড়ার বৃদ্ধি দেখিয়া নীরদ বাবু একজন সুবিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তারকে আনয়ন করিলেন। ডাক্তার মহাশয় বহুক্ষণ যাবৎ রোগপরীক্ষা পূর্ব্বক ঔষধের বন্দোবস্ত করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ কহিলেন, "নীরদ বাবু! আমি ঔষধ দিলাম বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় রক্ষা পওয়া দুরূহ। বৃদ্ধ বয়সে এরূপ রোগে প্রায়ই জীবিত থাকিতে দেখা যায় না।"

ডাক্তার এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে বাটীর সকলেই ব্যাকুলিত চিত্তে রোদন করিতে লাগিল। নীরদবাবু প্রবোধ বচনে সকলকে সান্ত্বনা করিয়া স্বয়ং জননীর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে ঐরূপ সেবা করিতে হয় নাই। প্রবোধ বাবুর মাতা প্রিয় পুত্র প্রবোধ চন্দ্রের বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও সংসারের

অপর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং প্রবোধ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ মানসে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

নীরোদ বাবু এককালে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও জননীকে হারাইয়া প্রথমতঃ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সকল শোক বিস্মৃত হইয়া আবার সংসারিক কর্ম্মে মনঃ সংযোগ করিলেন। অতুলকে যথাসময়ে এই দৈব দুর্ঘটনার বিষয় আদ্যোপান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

নীরোদ বাবু বাহিক যতই কেন দুঃখিত হউক না, তিনি আন্তরিক অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, জ্যেষ্ঠকে কোনরূপে শেষ করিতে পারিলে বিষয় তাঁহারই হইবে। কিন্তু তাঁহার মাতা যে ইহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল না। যাহা হউক, ইহাতেও তিনি কম আনন্দিত নহেন।

যথাসময়ে প্রবোধ বাবুর ও তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। মিত্র মহাশয়দের ইতিপূর্ব্বে যতগুলি কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে, সে সকল গুলিই অত্যন্ত সমারোহের সহিত হইয়াছিল। কিন্তু একার্য্যে সেরূপ কিছুই নাই। নীরোদ বাবু একাকী, সুতরাং তিনি সকল কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করিবেন। বিশেষ নীরোদ বাবুর স্ত্রী মোহিনীর কথায় নীরোদ বাবু অল্পব্যয়েই সমস্ত সমাধা করিলেন। অতুল বাবুর নিকট হইতে ইতিপূর্ব্বে একখানি পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে নীরোদ বাবু জানিতেন যে, শ্রাদ্ধের সময় অতুল বাবু উপস্থিত হইতে পারিবেন না, তবে যদি অবকাশ পান, পরে আসিতে পারেন। সুতরাং নীরোদ বাবুর সকল বিষয়েই সুবিধা হইয়াছিল।

নন্দেরচাঁদ একটী কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। সে কর্ম্ম আবার

যে সে কর্ম্ম নহে ;—বিশেষ সাবধানের সহিত সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। সেইজন্ত নদেরচাঁদ নীরোদ বাবুর অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তাঁহার যে ভয় ছিল, এখন আর তাহার সে ভয়ের কিছুই রহিল না। নদেরচাঁদ এইরূপে ভগ্নী-পতির অনুগ্রহ পাইয়া আপনাকে ক্ষুদ্র নবাব বলিয়া ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও বড় ভ্রূক্ষেপ করিত না, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। আর তাহার কার্য্যে কোন লোকও, কিছু বলিতে সাহস পাইত না। কেন না নীরোদ বাবু ও মোহিনী তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করেন। এখন নদেরচাঁদের উপরই একরূপ সংসার রক্ষার ভার অর্পিত হইল।

একদিন নদেরচাঁদ বহির্ব্বাটীতে উপবেশন করিয়া আছে এমন সময়ে একজন ডাক হরকরা সেই স্থানে আসিয়া বলিল, "মহাশয়! নীরোদ বাবুর নামে একখানা চিঠী আছে নিন্। আর চারিটা পয়সা বেশী দিতে হবে।"

নদেরচাঁদ। বেশী দিতে হবে কেন? টিকিট দেওয়া রয়েছে ত।

ডাক। আজ্ঞে ওজনে কিছু বেশী আছে। সেই জন্য আরও পয়সা দিতে হইবে।

নদেরচাঁদ। তবেই ত গোল। বেটারা গেল কোথায়? কাহাকেও যে দেখিতে পাই না। বেটারা খাবে আর ঘুমাবে, কাজের সময় পাওয়া যায় না। আমি হ'লে এতদিনে বেটাদের সব দূর করে দিই—" এই বলিয়া নব! নবু! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

নব প্রবোধ বাবুর প্রিয় ভৃত্য, সুতরাং তাহারই উপর এখন সকল কর্ম্মের • ভার পড়িয়াছে। যখন

নদেরচাঁদ তাহাকে আহ্বান করিতেছিল, তখন সে গো-দোহনে নিযুক্ত ছিল। অনেক ডাকাডাকির পর নব বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই নদেরচাঁদ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বলিল, "হ্যাঁরে নবা! এতক্ষণ কি কর্‌ছিলি? আমার কথা কি তোর খাতিরে আসে না?

নব। আজ্ঞে আপনার কথা শুনিতে পাই নাই।

নদেরচাঁদ। না শুন্‌তে পাননি। আমার ডাকে পাড়াশুদ্ধ লোক ব্যতিবস্ত হইয়া পড়িল, আর তুই বেটা বলিস্ কি না শুনতে পাইনি। এখন দিদির কাছ থেকে চারিটা পয়সা নিয়ে আয়' বলিস্ মেজ বাবুর একখানা চিটি এসেছে।

নবকুমার 'যে আজ্ঞে' বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল ও তৎক্ষণাৎ এক আনা পয়সা লইয়া নদেরচাঁদের হস্তে দিয়া আপনা আপনি কি বলিতে বলিতে অপর কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। নব প্রস্থান করিলে পর নদেরচাঁদ হরকরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ চিটি খানা কোথা হতে আস্‌ছে।"

ডাক। আজ্ঞে দেখুন না, কোথাকার শীলমোহর আছে।

নদেরচাঁদ। এ ত আমি বুঝতে পারি না। তুমি দেখত বাপু।

ডাক। আজ্ঞে এখানি দিল্লী হইতে আসিতেছে।

নদেরচাঁদ। ওঃ বুঝেছি বুঝেছি, এখানি অতুল বাবুর নিকট হইতে আসিতেছে।

যথাসময়ে নদেরচাঁদ সেই পত্র নীরোদ বাবুর হস্তে প্রদান করিল। নীরোদ বাবু পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন, দেখ নদেরচাঁদ, ঈশ্বর আমাদের সহায়। তা না হইলে এমন সময়ে এ চিটি আমার নিকট আসিবে কেন।

অতুল লিখ্‌ছে, এখন তাহার কাজের এত গোলযোগ যে, সে কোন ক্রমেই বাটীতে আসিতে পারিবে না। যাহা হউক, এতক্ষণে আমার মন কতকটা স্থির হ'ল। এমন সময়ে যদি অতুল এখানে এসে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমাদের সকল কাজই নষ্ট হইবে। নন্দেরচাঁদ তোমাকে সে দিন যে কাজের কথাটা বলিলাম, তাহার কি করিলে? পারিবে ত?

"আজ্ঞে হাঁ, খুব পারব। আপনি ত স্বচক্ষে দেখ্‌লেন নন্দের চাঁদ কেমন কাজের লোক, আবার আপনি সন্দেহ করেন?"

নীরোদ। সন্দেহ নয়হে, এটা তার চেয়েও শক্ত কাজ। জান ত কত বিপদ। সেই জন্য তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি।

নন্দেরচাঁদ। মনের মত কাজ পেলে যতই কেন শক্ত কাজ হউক না সহজেই শেষ করিতে পারি। টাকায় কিনা হয়?

নীরোদ। ওহে তাতে তোমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখ যেন শেষে গোল না হয়। আর তোমার ভয়েরই বা কারণ কি? আমি যখন তোমার সহায় রহিলাম তখন তোমার ভয় কিসের?

নন্দেরচাঁদ। সে আর বোল্‌তে। আপনি আমার দিকে রহিলে আর কাহাকে ভয়? আচ্ছা আপনাদের বাগানে যাওয়া কবে হবে?

নীরোদ। সেই বিষয়টা একদিন ধার্য্য করে বলে দেওয়া যাবে। এখন তোমার টাকার কিছু বরাত আছে?

নন্দেরচাঁদ। আজ্ঞা ছিল বটে কিন্তু—

নীরোদ। কিন্তু কেনহে। এই নাও, এখন একশত টাকা। যদি ইহার মধ্যে আরও কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমাকে জানাইও।

নদেরচাঁদ। যে আজ্ঞা। নীরোদ বাবু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, নদেরচাঁদ একাজ ঠিক শেষ করিবে।

নীরোদ। বেশ! বেশ! দেখা যাবে। আর পারেই তোমারি ভাল। এখন চল, কাল যা হয় পরামর্শ করা যাইবে।

নদেরচাঁদ। আজ্ঞা আমি এখন এখানেই ক্ষণেক অপেক্ষা করিব। একজন লোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। আপনি অগ্রসর হউন। নীরোদবাবু প্রস্থান করিলে পর নদেরচাঁদ মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিল, নীরোদ বাবু বাস্তবিকই আমার দুঃখে দুঃখী, তা না হইলে উনি কিরূপে জানিতে পারিবেন যে, আমার হাতে টাকা নাই। এরূপ ভগ্নীপতি না হইলে আমাদের মত লোক গুলির দশা কি হইবে। যাহা হউক আর ও সকল অসৎ চিন্তায় প্রয়োজন নাই। অনেক দিনের পর টাকা গুলি পাওয়া গেছে, একটু আমোদ করা যাউক। এই বলিয়া নদেরচাঁদ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অতুল বাবু দিল্লী যাইবার সময় শ্যামা নাম্নী পরিচারিকাকে তাঁহার স্ত্রী পুত্রের পরিচর্য্যা করিবার জন্য রাখিয়া যান। শ্যামার বয়স হইলেও যৌবনস্বভাবসুলভ চপলতার হ্রাস হয় নাই। শ্যামাকে দেখিলেই বোধ হয় যে, সে যৌবনকালে একজন সুন্দরী ছিল। কিন্তু তা বলিয়া শ্যামার চরিত্র বিষয়ে কোন দোষ আছে এরূপ মনে করিবেন না। নদেরচাঁদ অনেক দিন হইতেই শ্যামাকে পাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। হাতে টাকা পাইয়া নদেরচাঁদ একবার

শ্যামাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া পুনরায় নীরোদ বাবুর বাটীর বাহিরে আসিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় নবকুমার তাহার নিকট আসিয়া বলিল যে, বহির্দ্বারে তাহাকে কে অন্বেষণ করিতেছে। নদেরচাঁদ শশব্যস্তে যেমন সেই স্থানে গমন করিবে, অমনি বাহির হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "হাঁরে নদেরচাঁদ! তুই এখানে ভগ্নিপতির বাটীতে থাকিয়া সুখভোগ করিতেছিস্, আর বাটীতে তোর মার যে শক্ত ব্যারাম—বাড়ী যাবি না—আয়।" নদেরচাঁদের অবস্থা তখন ভাল ছিল না। বহুদিন পরে আজ তাহার হাতে টাকা পড়িয়াছে, সুতরাং সে যে টাকার সদ্ব্যবহার করিবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? সেই জন্যই সে আজ কিঞ্চিৎ পরিমাণে মদিরা পান করিয়া বড়ই ফূর্ত্তি অনুভব করিতেছিল। এমন সময়ে মাতার পীড়ার কথা তাহার ভাল লাগিবে কেন? সে সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "কে হে তুমি! বড় লোক দেখে বুঝি মো সাহেবি কোর্‌তে এসেছ। সে সব হবে না হে। এ কিছু আর আমি পৈতৃক বিষয় পাইনি যে, দশ পোনেরটা মো সাহেব রাখিব। এ আমার নিজের রোজ-গারের টাকা। এখানে ওসব কিছু হবে না, সরে পড়।"

আগন্তুক নদেরচাঁদের পিতৃব্য। নদেরচাঁদ অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলে তাহার পিতৃব্যই তাহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন। আপাততঃ নদেরচাঁদের মাতা ভয়ানক পীড়িত, সেই জন্য তাহার পিতৃব্য তাহাকে সেই সংবাদ দিতে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু নদেরচাঁদের মস্তিষ্ক তখন সুরাদেবীর কৃপায় বিঘূর্ণিত হইতেছিল। সেই কারণে সে ভাল করিয়া কণ্ঠস্বর বুঝিতে

পারে নাই। তাহার পিতৃব্য তাহার মুখে ঐকথা শুনিয়া বলিলেন, "নদেরচাঁদ! তুই কাকে কি বলিতেছিস্, আমি যে তোর কাকা।" নদেরচাঁদও অল্পে ছাড়িবার নহে, সেও বলিয়া উঠিল, "দেখ বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। পয়সা হইলে অমন অনেক বাবা খুড়ো হয়ে থাকে, বলছি চলে যাও, এখানে কিছু হবে না! নদেরচাঁদ কি তেমন পাত্র?" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। আগন্তুক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রত্যাশায় রহিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে, নদেরচাঁদ আর প্রত্যাগমন করিল না, তখন তিনি মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নীরোদ চন্দ্র স্বীয় উদ্দেশ্য অনেক পরিমানে সাধিত করিয়া আনিয়াছেন। বিষয় হস্তগত করিবার জন্য প্রধান কণ্টক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সুকৌশলে ইহ জগত হইতে অপসৃত করিয়া দিলেন। প্রবোধ চন্দ্রের এরূপ আকস্মিক ব্যারাম ও মৃত্যু সকলেই যে বিশ্বস্তমনে বিশ্বাস করিয়াছিল তাহা নহে। অনেকেরই মনে ধারণা হইয়াছিল যে, ইহার ভিতরে কিছু না কিছু গোলযোগ আছে। এখন নীরোদ চন্দ্র প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। সেই জন্যই প্রতিবেশীরা কেহই তাঁহার সমক্ষে এ বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করিতে সাহস করে নাই। নীরোদ চন্দ্রের অসাক্ষাতে তাহারা এই সব কথা লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন করিত, এবং নীরোদ চন্দ্র যে এই ঘটনার মধ্যে আছেন এরূপ মত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। নীরোদ চন্দ্রও কি তাহা জানিতেন না? এতদূর নিষ্ঠুর কার্য্য কি তাঁহার হৃদয়কে একটুও চঞ্চল করে নাই? অবশ্য তাঁহার মন

এক একবার অতীত ঘটনা স্মরণ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িত। তখনই আবার অপরিমিত অর্থতৃষ্ণা আসিয়া তাঁহার মনকে অন্যপথে লইয়া যাইত। তিনি মনে করিতেন, স্বইচ্ছায় যখন কালসর্পকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, তখন ইহাতে আর পশ্চাৎপদ হইবার প্রয়োজন কি? তিনি কি করিতেছেন? ইহার চরম পরিণতি কি? এপর্য্যন্ত একদিন ভাবিবার অবকাশ পান নাই, অথবা মনকে ভাবিতে অবকাশ দেন নাই। যদি কখন কোন কার্য্য দ্বারা নীরোদ চন্দ্রের মনে একটু ভাবান্তর লক্ষিত হয়, অমনি মেজ বউ মোহিনী শক্তি দ্বারা সে টুকু অপসারিত করিয়া দেয়। সত্যই যখন আমরা কোন পাপকার্য্য করিতে যাই, তখন কি একবার ভাবিয়া দেখি, যে কি করিতে যাইতেছি, ইহার ফলাফল কি? যদি তাহাই ভাবিবার শক্তি থাকিবে, তাহা হইলে হয়ত সে কার্য্য করিতাম না। মানব নিতান্ত দুর্ব্বল, প্রলোভনে স্থির থাকিতে পারে না। কোনজন প্রলোভনের বস্তু সম্মুখে আসিলেই অমনি "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে" ঝাপাইয়া পড়ে। তখন তাহার হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়া যায়। ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে পারে না, অথবা বুঝিয়াও বুঝিতে চায় না। দারুণ মোহে মত্ত হইয়া পড়ে। প্রলোভনের বস্তুটি হস্তে আসিয়া পড়িলেই অতি ধীরে জ্ঞানের বিকাশ হইবে, অতি ধীরে স্বীয় কুকার্য্যের জন্য অনুতাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রমে অনুতাপ বৃদ্ধি হইলে এরূপ কাজ আর করিব না বলিয়া মনঃ স্থির করিতে চেষ্টা হয়। কিন্তু তাহা কতক্ষণ; দুদিন পরেই দেখিবে, মনের সেই দৃঢ়তা হ্রাস হইয়েছে আবার একটি পাপ কার্য্যে মন অগ্রসর হইতেছে।

হায় [illegible] যদি মানব হৃদয়কে এত দুর্ব্বল করিয়া গড়িয়াছ, তবে [illegible] কেন সৃষ্টি করিয়াছ? [illegible]র পথ এত মসৃণ কেন? প্রবৃত্তিই বা তোমাকে কে দিতে বলিয়াছিল? জগতে এত বিচিত্রতার সমাবেশ কেন? এক ভাবেই ত চলিতে পারিত? দয়াময়! ইচ্ছা করিয়া মানব মনে এত কষ্ট দেও কেন? ইহাও কি তোমার মহত্ত্বের পরিচায়ক! অথবা আমরা ক্ষুদ্রজীব সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবী একটী ক্ষুদ্র কলিকা মাত্র, যাহার মধ্যে মানব একটী ক্ষুদ্রাদপি অণুমাত্র। মানব তোমার বিশ্বসৃষ্টির মহিমা কি বুঝিবে? আমরা যাহাকে কার্য্য বলিয়া মনে করি, এবং পাপপুণ্য বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখি, তোমার কাছে বোধ হয়, তাহা কিছুই নয়!

দেখা যাউক আমাদের নীরোদচন্দ্র তাঁহার অর্থলিপ্সার জন্য আরো কতদূর অগ্রসর হন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এই ত সুযোগ।

"The earth had not a hole to hide this deed."

Shakespeare.

গ্রীষ্মকাল। বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। রৌদ্রের উত্তাপ ক্রমেই বাড়িতেছে। রাখালগণ গরুর পাল লইয়া এক এক গাছি লাঠি হস্তে মাঠের দিকে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। গোপগৃহিণীগণ দুগ্ধভাণ্ড হস্তে লইয়া বাড়ী বাড়ী দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। কুলবধূগণ গৃহকর্ম্মে মনঃ সংযোগ করিতেছে। বৃদ্ধা রমণীগণ স্নানের উদ্যোগ করিতেছে। বাড়ীর কর্ত্তারা একে একে পরিচারকদিগকে আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করিতে আদেশ করিতেছেন। বালকেরা তাঁহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া "আমায় সন্দেশ! আমায় মিঠাই!" এইরূপ অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিতেছে। কর্ত্তামহাশয়গণ একএকবার ভৃত্যকে হিসাব বুঝাইয়া দিতেছেন, আর এক একবার ছেলেদের শান্ত করিতেছেন। যুবকেরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া আপন আপন কর্ম্মে মনঃসংযোগ করিতেছেন। এইরূপ সময়ে অতুল বাবুর পুত্র সতীশ ভূষণার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "মা! জ্যেঠাইমারা কোথায় যাচ্ছেন?"

ভূষণার স্বামী অতুলবাবু অনেক দিন হইল দিল্লী গিয়াছেন। কিন্তু ভূষণা এপর্য্যন্ত তাঁহার কোনও সংবাদ পান নাই। যাইবার কালীন ভূষণাকে বলিয়া যান যে, তিনি মধ্যে মধ্যে পত্রাদি লিখিয়া তাহাদের সংবাদ লইবেন, কিন্তু ভূষণা অনেক দিন পর্য্যন্ত কোনও সংবাদ না পাওয়াতে বড়ই চিন্তিতা ছিলেন। এমন চিন্তা আজ তাঁহার নূতন নহে। এই চিন্তাই তাঁহার কালস্বরূপ হইয়াছে। অবসর পাইলেই অতুল বাবুর চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে আপনা আপনিই উদয় হইয়া থাকে।

পুত্রের কথায় ভূষণার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি বলিলেন, "সতীশ! তোমার জেঠাইমারা আজ ঠাকুর দর্শনে যাচ্ছেন। কেন, তোমার যাবার ইচ্ছা হয়েছে? তুমি যাবে?"

সতীশ। চল না মা, আমার যেতে বড়ই সাধ হয়েছে।

ভূষণা। যাবে বই কি বাবা।

সতীশ। কবে যাবো মা। আজ তুমি ওদের সঙ্গে চল না মা।

ভূষণা। ওদের সঙ্গে কি করে যাবো বাবা। ওরা কি আমায় নিয়ে যাবে?

সতীশ। কেন নিয়ে যাবে না মা! আমরা ত ওদের কিছুই করি নি। আর সুরেশ দাদা যদি আমায় দেখে, তা হলে আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আচ্ছা মা, বাবা কবে আস্‌বেন?

ভূষণা। শীঘ্রই আস্‌বেন। তিনি এলেই আমরা যাব। এই কথা শেষ হইতে না হইতে নীরোদ বাবুর পুত্র সুরেশ তথায় আসিয়া সতীশকে বলিল, "সতীশ! আয়, মা ডাক্‌চেন।"

ভূষণা। কেন বাবা সতীশকে তোমার মা ডাক্‌ছেন?

সুরেশ। আমরা আজ ঠাকুর দেখ্‌তে যাবো কিনা, তাই ও আমাদের সঙ্গে যাবে।

সতীশ। মা যাবো গা, বল না।

ভূষণা। যাও বাবা! কিন্তু দেখো যেন কোন দুষ্টুমি ক'য়োনা।

সতীশ। না মা, কখনই দুষ্টুমি কোর্ব্ব না। সুরেশ দাদা এস। এই বলিয়া সুরেশের হস্তধারণ পূর্ব্বক সতীশ তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ভূষণাও পূর্ব্বমত চিন্তায় নিযুক্ত হইলেন।

ভূষণা ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পরিচারিকা শ্যামা সেই স্থানে আসিয়া বলিল, "হাঁগা মা! সতীশ সুরেশের হাত ধোরে কোথায় যাচ্ছে ?"

ভূষণা। আজ মেজ দিদিরা ঠাকুর দেখ্‌তে কোথায় যাবেন, তাই সতীশকে নিয়ে যাবার জন্য সুরেশ এখানে এসেছিল।

শ্যামা। ওমা, মায়া দেখে যে আর বাঁচি না। আর বাবু তুমিও খুব মা, কোলের ছেলে ছেড়ে দিলে। আমি অমন আদর দেখ্‌তে পারি না।

ভূষণা। কেন শ্যামা, আজ যে তুই এমন কথা বলছিস্!

শ্যামা। ওগো তার অনেক কথা। তোমার মেজ দিদি তোমার উপর যেমন হিংসা করে, লোকে সতীনের উপরও তত হিংসা করে না। তার উপর ছেলেকে যে এত মায়া, এত ভালবাসা আমার ভাল ঠেকে না। এই দেখুন না কেন, এখনও এক বৎসর হয় নাই অমন ভাসুর আর খাশুড়ি স্বর্গে গেলেন, সে শোক করা দূরে থাক, আজ কিনা ওঁর মার ব্যারাম আরোগ্য হয়েছে বোলে মহা সমারোহে ঠাকুর দর্শনে যাচ্ছেন। তোমায় ও একবারও ডাকেনি। তুমিই

কেবল মেজ দিদি করে বেড়াও, কিন্তু তোমার মেজ দিদি তোমার উপর বিষ।

ভূষণা। যাক্ শ্যামা ওদের ভাল ওরা বুঝুক। আমাদের কথায় কাজ কি, তবে সতীশকে ছেড়ে দিয়েছি আর ত ফিরিয়ে আনা যায় না।

শ্যামা। না না, তাও কি হয়? তাহা হলে এখনি নানা কথা হবে। তুমি মেজ মাকে যে ভাল ভাল কর, আমিত কিছুই দেখ্‌তে পাই না।

ভূষণা। যাক্ ও সব কথায় প্রয়োজন নাই। আমার যিনি মন্দ কোর্‌বেন জগদীশ্বর তাঁর বিচার কোর্‌বেন। আমি মানুষ হয়ে তার কি কোর্‌ব বল। আচ্ছা শ্যামা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি ত আজ অনেক দিন হ'ল গেছেন, আজ পর্য্যন্তত একখানাও চিঠী পেলাম না, এর তাৎপর্য্য কি জানিস্? যে মানুষ বলে গেলেন যে, সেখানে গিয়াই চিঠি লিখিব, তিনি অনেকদিন পর্য্যন্ত একখানা পত্রও লিখিলেন না; এর মানে কি? শ্যামা! তাঁর ত সেখানে কোনও অসুখ হয় নাই?

শ্যামা। বালাই বালাই অসুখ হবে কেন? ভগবান করুন তিনি নিরোগী থাকুন, আমার মাথায় যত চুল, তত পরমায়ু হউক। প্রায়ইত মেজবাবুর নিকট তাঁর পত্র এসে থাকে। তুমি তার কিছু জান না নাকি?

ভূষণা। কৈ শ্যামা! আমিত কিছুই জানি না। তাঁর চিঠি আসে, তোকে কে বল্লে?

শ্যামা। কেন গো, বল্‌বার কি আর লোক নাই। এই মেজবাবুর গুণধর শালাই বল্লে, তা শালাই বলো, আর পুষ্যিপুত্তুরই বল। এই যে আজই বল্লে যে, কাল দিল্লী হতে

একখানা চিঠি এসেছে। চিঠি আসে বৈ কি, ছোটো মা! তা না হলে সে বল্‌বে কেন?

ভূষণা। আর আমাদের খরচের কিছু এসেছে জানিস?

শ্যামা। সে কথা বল্‌তে পারি না।

ভূষণা। মেজঠাকুরত একদিনও আমাদের জানান্ নি যে, তাঁর চিঠি এসেছে, তিনি ভাল আছেন? তা হলেও একটু সুস্থির থাকি।

শ্যামা। কি জানি কেন শুনান না। আমার বোধ হয় সেটীও তোমার মেজ দিদির কৌশল। ওমা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা অনেক হয়ে গেল।

ভূষণা। কেন শ্যামা! তুই আজ কোথায় যাবি নাকি?

শ্যামা। হাঁগো ছোটো মা। আমার ভাসুরপো দেশ থেকে এসেছে, তাই একবার তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবো। আর আমার বাড়ীতে কতকগুলি জিনিসও পাঠিয়ে দিব মনে করেছি।

ভূষণা। এখানে তোর ভাসুরপো কোথায় এসে রয়েছে?

শ্যামা। কেনগো, ও পাড়ায় যে আমার বুনঝির শ্বশুর বাড়ী। সে সেইখানেই আছে।

ভূষণা। তবে কখন্ আস্‌বি?

শ্যামা। আস্‌তে একটু দেরি হবে মা। অনেক দিন দেখা হয় নাই। পাঁচ দণ্ড কথা কইবো, দেশের ভাল মন্দ খবর শুন্‌বো। তবে যত শীগ্গির পারি আমি আস্‌বো। আর তুমি একলা এখানে থেক না, ঘরে যাও।

শ্যামা প্রস্থান করিলে পর ভূষণা সন্দিগ্ধ মনে আপন শয়নকক্ষে গমন করিলেন। প্রথমেই ভূষণার মনে এই চিন্তার

উদয় হইল, সত্যই কি মেজদিদি তাঁহার উপর হিংসা করে, মেজ দিদি কি তাঁহার শত্রু। ভূষণা অনেকক্ষণ কথাটা নিজের মনে তোলাপাড়া করিলেন। অনেক ঘটনার সহিত কথাটা মিলাইয়া দেখিলেন, কিছুতেই তাঁহার মনে এ সন্দেহটা আধিপত্য লাভ করিতে পারিল না। ভূষণা নিতান্ত সরলা। তাই তিনি সংসারের এত জটিল চক্র বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন-না। অবশেষে শ্যামার উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া ভূষণার এ চিন্তা নিবৃত্ত হইল। অবসর পাইয়া আর একটী চিন্তা ভূষণার হৃদয় অধিকার করিল। সেইটাই ভূষণার প্রধান চিন্তা। যে স্বামী তাঁহাকে এত আদর—এত যত্ন করিতেন, এতদিন তিনি কোন সংবাদ লইলেন না কেন? সহসা যেন ভূষণা চমকিত হইয়া উঠিলেন। যেন কোন ভাবী বিষয়ের আশঙ্কা তাঁহার মনকে উদ্বেলিত করিয়া দিল। অস্ফুটস্বরে ভূষণা বলিলেন, "স্বামিন্, প্রাণেশ্বর, এমন সময়ে তুমি কোথায়? তোমা ছাড়া ভূষণার আর এ জগতে কে আছে? যে চরণ-ছায়াতে এতদিন এ জীবন বাঁচিয়াছে, আজ যেন তাহাতে বঞ্চিত হই না। যদি কোন বিপদ ঘটে, তোমার চরণ যুগল ধ্যান করিয়া তাহা হইতে যেন উত্তীর্ণ হই।"

প্রায় একটা বাজিয়াছে। মিত্র মহাশয়দের বাটীতে লোকজনের কোন সমাগম দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই ঠাকুর দর্শনে প্রস্থান করিয়াছেন। ভূষণাই কেবল একাকিনী আপন শয়নকক্ষে বিষম চিন্তায় নিযুক্তা। শ্যামা এখনও আসে নাই। সুতরাং ভূষণা ভিন্ন বাটীতে সে দিন অন্দর মহলে আর কেহ ছিল না। ভূষণা পূর্ণযুবতী। তাহার পক্ষে এরূপ একাকিনী অবস্থায় থাকা বিপদজনক, তাহাতে আর সন্দেহ

কি? কিন্তু ভূষণা তাহা বোঝে নাই। তিনি অনন্যমনে অতুল বাবুকে চিন্তা করিতেছিলেন। এরূপ সময় সহসা নদেরচাঁদ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "হাগা, তোমার ঘরে দেশালাই আছে? দিদির ঘরে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখতে পেলাম না, তাই তোমার নিকট এসেছি। হাগা দিদিরা সব গেলেন কোথায়?"

ভূষণা। দিদিরা আজ ঠাকুর দর্শনে গিয়াছেন। আমি দেশালাই দিতেছি।

নদেরচাঁদ। তাইতে কাকেও দেখ্‌তে পাচ্ছিনা বটে। আমি মনে মনে ভাব্‌ছিনুম যে এরা গেল কোথায়?

এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া নদেরচাঁদ পালঙ্কের উপর উপবেশন করিল। ভূষণা পূর্ব্বে কখন নদেরচাঁদকে এরূপ ব্যবহার করিতে দেখেন নাই। আজ তাহার এতাদৃশ ব্যবহারে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। পাঠক! বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, নদেরচাঁদ কি উদ্দেশে ভূষণার-গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। পালঙ্কের উপর বসিয়াও নদেরচাঁদ তৃপ্ত হইল না। সে আরো একটু অগ্রসর হইয়া ভূষণার পার্শ্বে বসিবার উপক্রম করিল। ভূষণা এইবার সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। একবার ভাবিলেন খুব চীৎকার করিবেন, কিন্তু তখনই মনে পড়িল, অন্দর মহলে কেহ নাই। অনন্যোপায় হইয়া ভূষণা সাহসে ভর দিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "একি! একি! তুমি যে বড় পালঙ্কের উপর বসিলে, উঠে যাও! উঠে যাও! তোমার ত এরূপ ব্যবহার কখন দেখি নাই। আজ তুমি আমার প্রতি ওরূপ আচরণ করিতেছ কেন? উঠ, উঠ, শীঘ্র বাহিরে যাও!

নদেরচাঁদ। কেন, আমার কি বসিতে নাই। এতে দোষ কি?

ভূষণা। দোষ থাক আর নাই থাক, তুমি শীঘ্রই এখান হতে উঠে যাও, এখন যদি কোন লোক দেখ্‌তে পায় তবে আমাকে কি মনে কোর্‌বে বল দেখি। আমি এ সব বড় ভাল বুঝি না।

নদেরচাঁদ। কি বল প্রাণেশ্বরী, তুমি এখনো লোকের কথায় ভয় পাও। দেখ ভূষণা! তোমা বিহনে আমার প্রাণ যায়, তা কি তুমি আমার আকার প্রকার দেখে বুঝ্‌তে পাচ্চ না।

ভূষণা। তুমি ওসব কি বোল্‌ছ। কোন নেশা করেছ নাকি, উঠে যাও বল্‌ছি। আমার ঘরের বাহিরে শীঘ্র যাও, আমি দেয়াশালাই দিতেছি।

নদেরচাঁদ। ভূষণা! বৃথা কেন আমায় তিরস্কার কর। যে অবধি আমি তোমার ঐ চন্দ্রবদন দর্শন করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমি তোমার নেশায় বিভোর হইয়াছি। আমি তোমার প্রেমের দাস। সর্ব্বদা তোমারই মুখকমল চিন্তা করি। ভূষণা! আর আমায় কষ্ট দিও না, প্রেম দানে অধীনের প্রাণ বাঁচাও, এই আমার বাসনা।

ভূষণা কি উত্তর দিবেন প্রথমতঃ তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। প্রকাণ্ড বাটী। অন্দর মহলে একটীও লোক নাই। ভূষণার উত্তর দিতে যতই বিলম্ব হইতেছে, নদেরচাঁদ ততই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। ভূষণার সর্ব্বশরীর ক্রোধে ও লজ্জায় কম্পিত হইতে লাগিল. সুন্দর বপু ঘর্ম্মসিক্ত হইল। মুক্তা সদৃশ ঘর্ম্মবিন্দু সকল কপালে সজ্জিত

থাকাতে ভূষণার তৎকালীন লজ্জা ও ক্রোধযুক্ত শরীর সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সেই সৌন্দর্য্যে নদেরচাঁদ আরও অধীর হইয়া উঠিল। ভূষণার হস্ত ধারণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

নদেরচাঁদের অবস্থা দেখিয়া ভূষণার মনে আরও ভয়ের উদয় হইল। কিন্তু ভূষণার বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখরা ছিল। তিনি কিরূপে এই নরপিশাচের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এইরূপ চিন্তার অধিকক্ষণ সময় ছিল না। কেননা নদেরচাঁদ কেবলই তাঁহাকে ধরিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিছু ক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর ভূষণা যখন দেখিলেন যে, নদেরচাঁদ ছাড়িবার পাত্র নহে, যখন দেখিলেন,—মিষ্ট কথায় নদেরচাঁদ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল না, তখন তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, নদেরচাঁদ তাঁহাকে একাকিনী জানিয়া এই কার্য্য করিতেছে। ভূষণার বিলম্ব করিবার একটু উদ্দেশ্য ছিল। শ্যামা যে তাহার কোন আত্মীয়ের বাটী গিয়াছে, তাহা নদেরচাঁদ জানিত না। শ্যামা আসিলেই গোলযোগ মিটিয়া যাইবে এই অভিপ্রায়ে ভূষণা কিছুক্ষণ বৃথা সময় ক্ষেপন করিলেন।

নদেরচাঁদ এই বিলম্বের কারণ অন্যরূপ বুঝিয়াছিল। সে জানিত ভূষণা সাধ্বী। সুতরাং একেবারে তাহার কথায় সম্মত হওয়া অসম্ভব। সেই জন্যই ভূষণা মনে মনে নানা প্রকার আন্দোলন করিতেছে। ক্ষণেক এইরূপ চিন্তা করিয়া নদেরচাঁদের সাহস হইল, সে তখন বলিয়া উঠিল, "প্রাণপ্রিয়ে! কেন এ পদানত দাসের উপর ওরূপ কোপ দৃষ্টি করিতেছ?

আমার প্রাণ যে তোমা বিনা এ সংসারে আর কিছুই জানে না।

ভূষণা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার উত্তর দিতে বিলম্ব হওয়াতেই নদেরচাঁদ আশা পাইয়াছে। ভূষণা মনে মনে লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "নদেরচাঁদ! আমি তোমার জননীস্বরূপ, আর তুমি আমার সন্তানস্বরূপ। তোমার মুখে কি ওসব কথা সাজে। কেন আজ তুমি ওরূপ করিতেছ, ভাল বলচি, এখান হইতে চলিয়া যাও।" নদেরচাঁদ ভাবিল, ভূষণা একটু নরম হইয়াছে, আর কিছুক্ষণ পরে আয়ত্বাধীন হইতে পারে। অতএব সেও কিছু নম্রভাবে বলিল, "ভূষণা আবার তুমি ঐ কথা মুখে আনিতেছ। প্রাণেশ্বরী! তুমি প্রেমিকা। তোমার হৃদয় কখনই এরূপ কঠিন হইবেনা। দেখ তোমার জন্য আমার প্রাণ যায়, আমি পায়ে ধরিতেছি, আমায় কৃপা করিয়া জীবন দান কর। ভূষণা! এই ক্ষুদ্র প্রাণের তুমিই অধিকারী। এস হৃদয়েশ্বরি! কৃপা করিয়া একবার আমার হৃদয়ে উপবেশন কর।"

এবার ভূষণার সহ্য হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ দ্রব্যগুলির উপর এরূপভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি কোন বস্তুর অন্বেষণ করিতেছেন। সুযোগও তেমনি ঘটিয়া উঠিল। সম্মুখে একখানি কর্ত্তরিকা ছিল, ভূষণা সেই খানি হস্তে উঠাইয়া লইয়া একেবারে বেগে নদেরচাঁদকে মারিবার জন্য তাহার দিকে ধাবমান হইলেন।

নদেরচাঁদ যখন দেখিল যে, ভূষণা কর্ত্তরিকা লইয়া তাহার দিকেই ধাবমান হইতেছেন, তখন প্রথমতঃ তাহার ভয় হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সে যেমন ভূষণার বামহস্ত ধারণ করিতে

যাইবে অমনি ভূষণা দক্ষিণ হস্তস্থিত কর্ত্তরিকা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন। এইরূপ প্রহার খাইয়া নদেরচাঁদ তৎক্ষণাৎ হস্ত ছাড়িয়া দিল, এবং চীৎকার করিতে করিতে বাটীর অন্দর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

ভূষণার তখন বিবেকশক্তি নাই। ভাল মন্দ জ্ঞান নাই। লজ্জা সরমের ভয় নাই। কেবল কিরূপে নদেরচাঁদকে হত্যা করিবে, এই চেষ্টা। সুতরাং নদেরচাঁদ যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিল, ভূষণাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই অস্ত্র হস্তে সেই দিকে ধাবমানা হইতে লাগিলেন। কেশ আলুলায়িত, পরিধান বসনের অনেক ব্যতিক্রম, ভূষণার এ রণবেশ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। নদেরচাঁদ আহত হইয়া বড়ই ভীত হইল। তাহার প্রাণের আশা বিলক্ষণ আছে। এবয়সে তাহার মরিতে সাধ নাই। সেইজন্য ভূষণাকে দেখিয়াই নদেরচাঁদ "ওরে বাবারে মেরে ফেল্লে রে" বলিয়া পলাইতে লাগিল। ভূষণাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "দাঁড়া দাঁড়ারে নরপিশাচ! আজ তোকে খুন করিব! তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তাতে আমার জীবন যায় সেও ভাল। যদি জগদীশ্বর থাকেন, যদি যথার্থ ধর্ম্ম থাকে, যদি আমি স্বামী ভিন্ন অপরের চিন্তা ভ্রমেও না করিয়া থাকি, তাহা হইলে ইহার যথার্থ বিচার হইবেই হইবে!"

ক্রমে উভয়ে বাটীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল। দৈবযোগে একটী পথিক সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। তিনি নদেরচাঁদের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। নদেরচাঁদ সহসা কিছু বলিতে পারিল না। একটী মিথ্যা কথা সাজাইয়া তাহাকে বলিল। পথিক তাহাতে বিশ্বস্ত হইয়া

একজন পুলিশ কর্ম্মচারিকে আহ্বান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ভূষণ দেখিলেন যে, তাহার শীকার পলায়ন করিয়াছে। তখন তাঁহার বিবেক আসিল, ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা আসিল। লজ্জাও সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। তখন ভূষণ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কি ভয়ানক কার্য্য করিয়াছেন। এতক্ষণ ক্রোধে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল, এখন আপনার অবস্থা বুঝিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।
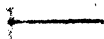
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

খুন।

"Measure for Measure."

Shakespeare.

শ্যামা যথাসময়ে আপনার কার্য্য সম্পাদন করিয়া বাটী আগমন করিল। আসিয়াই দেখিল, বাটীর বহির্দ্বারে ভয়ানক গোলযোগ। জমাদার পাহারাওয়ালা প্রভৃতিগণের কোলাহলে ও প্রতিবেশীদিগের কথাবার্ত্তায় যেন রথ-দোল পড়িয়া গিয়াছে। শ্যামা এ সকল ব্যাপারের কিছুই জানিত না, সে দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, নীরোদ বাবুর সেই গুণধর শ্যালক নদেরচাঁদ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে আর এক একবার চীৎকার করিয়া "রাক্ষসীই আমায় খুন কোর্‌লে" এইরূপ কাতরোক্তি করিতেছে। কিন্তু তাহার কারণ কিছুই জানিতে না পারিয়া একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা বাছা, এখানে এত গোল-যোগ কিসের ?"

পাহারাওয়ালা তাহার কথা শুনিয়া বলিল, "খুন হয়েছে, দেখ্‌তে পাচ্চনা।"

শ্যামা। কে খুন হ'লো।

পাহা। নদেরচাঁদ বাবু! তুমি ত এ বাড়ীর দাসী, তুমি জান না ইনি কে ?

শ্যামা। বাবু ত বেশ কথা কচ্ছে, তবে আবার খুন কিসের?

পাহা। বাবু মরে নাই, আঘাত পেয়েছেন। বাবু তোমাদের কে হয়?

শ্যামা। আমাদের মেজবাবুর সম্বন্ধী। আচ্ছা কে আঘাত করেছে?

পাহা। তুমি এখানে কতদিন চাকরি কোচ্ছ?

শ্যামা। তা প্রায় ৭ বৎসর হবে। কেন গা?

পাহা। ঐ যে স্ত্রীলোকটী দ্বারের পার্শ্বে লুকাইয়া আছেন, উহাকে তুমি চিন্‌তে পার?

শ্যামা পাহারাওয়ালার কথায় একবার দ্বারের পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই ভূষণার অশ্রুবিক্ত বদনকমল দেখিতে পাইল এবং তৎক্ষণাৎ পাহারাওয়ালাকে বলিল, উনিই আমার মনিব, কেন গা পাহারাওয়ালা সাহেব! কি হয়েছে গা?

ভূষণাও শ্যামাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন। সুতরাং শ্যামা পাহারাওয়ালার উত্তরের আশা না করিয়াই একেবারে ভূষণার নিকট গমন করিয়া তাহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভূষণা শ্যামাকে পাইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "শ্যামা! আর দেখ্‌চিস্ কি? সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমি নরেনচাঁদকে খুন কোরেছি।

শ্যামা। আহা, কেঁদোনা, চোখের জল মুছে ফেল। হাঁগা ছোট মা! ব্যাপারখানা কি বলনা গা, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনা।

ভূষণা। আর বুঝ্‌বি কি, আমি খুন করেছি, আমায় ধরিয়ে দে, তারপর আমার অদৃষ্টে যাহা হয় হবে।

শ্যামা। এমন কথা বলনা মা। তুমি অবার খুন করেছ কবে, কাকেই বা খুন কল্লে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে জমাদার সাহেব শ্যামাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "এ মাগি, ওখানে কি হচ্ছে! গোল ক'র না।" শ্যামা তখন বলিয়া উঠিল, "কেন সাহেব! পোড়ালোক খুন করবে আর আমরা বুঝি বাড়ী যেতেও পাব না আর মনিবের সঙ্গে কথাও কবনা। যে খুন কল্লে তার কিছু না কোরতে পেরে শেষে বুঝি যত রাগ আমার উপর। যাও সাহেব, তোমার আমি কি ধার ধারি।"

জমাদার সাহেব অত কথার কিছুই শুনিতে পাইলেন না। তিনি তখন আপনাদের লেখা পড়া লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। পরে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে একখানি গাড়িভাড়া করিয়া আনিতে বলিয়া আবার আপন কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

গাড়ী আনয়ন করিতে তাহার কিছু বিলম্ব হইল। শ্যামা সেই অবসরে একবার এদিকে ওদিকে লক্ষ্য করিল কিন্তু কাহা-কেও দেখিতে পাইল না, অবশেষে হতাশ হইয়া ভূষণাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ভূষণাকে কোন কথা বলিলেই তিনি আপনার কার্য্য স্মরণ করিয়া কেবল আপনাকেই অযথা তিরস্কার করেন আর অনবরত অশ্রুপাত করিতে থাকেন। সুতরাং শ্যামা ভূষণাকে তথায় একাকিনী রাখিয়া কোন আত্মীয় লোকের বাটী গমন করিল, কিন্তু অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে যায়; সেখানেও শ্যামা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ক্ষুণ্ণমনে যেমন বাটির দিকে আসিবে অমনি নীরোদ বাবুকে সপরিবারে আগমন করিতে দেখিতে পাইল।

নীরোদ বাবুকে দেখিতে পাইয়া শ্যামা তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে

তাঁহার নিকট গমন করিল এবং বাটীর সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে জ্ঞাপন করাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। নীরোদ বাবু প্রথমতঃ তাহার কোন কথাই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন নাই, অবশেষে যখন শ্যামা ভূষণার নাম করিল, তখন তাঁহার আর বুঝিতে বাকি রহিলনা। তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার কৌশল এরূপে নিষ্ফল হইবে।

নীরোদ বাবুর স্ত্রী মোহিনীই এই কৌশলের প্রধান পরামর্শ-দাত্রী। তাঁহারই পরামর্শে কোন স্বত্র করিয়া ঠাকুর দর্শনে গমন করিবার ছলে ভূষণাকে একাকিনী বাটিতে রাখিতে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে নদেরচাঁদ এই ভয়ানক পাপকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। ভূষণা কিন্তু এই সকল বিষয়ের কিছু মাত্রও অবগত ছিলেন না। শ্যামা অনেকবার অনেক প্রাকার ষড়যন্ত্রের কথা তাঁহাকে শুনাইয়াছিল কিন্তু দাসীর কথায় আদৌ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। যাহা হউক নীরোদ বাবু তৎক্ষণাৎ আপন পরিবারবর্গকে সেই স্থানেই রক্ষিত করিয়া স্বয়ং বাটির বহির্দ্বারে আগমন করিলেন। জমাদার সাহেব তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাবুকে চেন?" শ্যামা উত্তরে বলিল, "কেন চিন্‌ব না সাহেব। উনি যে এই বাটীর মেজবাবু"

নীরোদ বাবু আপনার কথা শুনিয়া জমাদারকে আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন এবং একে একে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন। ইত্যবসরে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন জমাদার সাহেব শ্যামা, ভূষণা, নদেরচাঁদ ও নীরোদবাবুকে লইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

"Hell is empty and all the devils are here!"

Shakespeare.

"ধর্ম্মের জয় আর অধর্ম্মের পরাজয়" ইহা সকল স্থানেই হইয়া থাকে। বিচারে অনেক কূটতর্ক উপস্থিত হইলেও নদের-চাঁদের দোষ সাব্যস্ত হইল এবং ভূষণা যে আত্মরক্ষার্থ সেই অসমসাহসিক কার্য্য করিয়াছেন তাহাও প্রকাশিত হইয়া পড়িল। বিচার শেষ হইলে শ্যামা প্রফুল্ল বদনে তাঁহাকে লইয়া গৃহাভিমুখে আগমন করিল।

নীরোদ বাবু নদেরচাঁদকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইলেন। তাঁহারই পরামর্শে নদেরচাঁদের সেইরূপ অবস্থা হওয়াতে মনে বড়ই অসুখ বোধ হইল। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নাই। নদেরচাঁদ যেরূপ আহত হইয়াছিল তাহাতে যদিও তাহাকে চিকিৎসালয়ে প্রেরিত হইল তথাপি তাহার জীবনের কোন আশা রহিল না। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া ক্ষুণ্ণমনে বিচারালয় হইতে বাটি প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার স্ত্রী মোহিনী ও অপরাপর লোক সকল তাঁহার পূর্ব্বেই বাটী আগমন করিয়াছিলেন।

নীরোদবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলে মোহিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা, কি হ'লো। নদেরচাঁদ কোথায়? আর শ্যামা যে বড় হাস্‌তে হাস্‌তে ছোটবৌকে নিয়ে এল? এর ব্যাপার কি?

নীরোদ। ব্যাপার আর কি? নদেরচাঁদ চিকিৎসালয়ে আরোগ্যলাভ করিতে গিয়াছে। বিচারে তাহারই দোষ প্রমাণ হইল। আর ছোটবৌ আত্মরক্ষার জন্য তাহাকে আঘাত করিয়াছে তাহাও নিষ্পত্তি হইল। সুতরাং আমাদেরই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু আমিও তেমন পাত্র নয় যে সহজে ছাড়িব।

মোহিনী। হাঁগা, আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এ মোকর্দ্দমার কি আপীল হয় না? যদি হয় ত একবার দেখনা, জব্দ হয়ে যাক্। আবাগী আর কারো উপর নজর না দিয়ে শেষে কি না আমার ভায়ের উপর নজর দিলে। তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ যাতে আবার মোকর্দ্দমা হয়।

নীরোদ। সে কি আর না চেষ্টা করিছি। কিন্তু ফৌজদারির যে আপীল হয় না। আর আমার আপীলের প্রয়োজনই বা কি? যার জন্য এত ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল সেই কার্য্যে কৃতকার্য্য হয়েছি। তবে এক দুঃখের মধ্যে নদেরচাঁদ আহত হলো সে আর আমার দোষ কি? আমি ত সকল বন্দোবস্তই ঠিক করেছিলাম, কেবল নদেরচাঁদ কতকগুলি ভাল সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারে নাই বলিয়াই ত মোকর্দ্দমা মিটে গেল, তা না হলে কি আর রক্ষা ছিল।

মোহিনী। তুমিই কেন সাক্ষী দিলে না, তা হলে ত নদেরচাঁদের জিত হ'ত।

নীরোদ। তুমি বল কি! তাও কি মানুষে পারে? হাজার হউক বাহিরে চক্ষু লজ্জাত আছে, আর আপনার লোকত সকলেই জানে।

মোহিনী। ওমা! কি আমার আপনার লোক গা! আর

হলেই বা, সত্য কথা বল্‌বে তার আবার আপনার পর কি? তুমি ত আর কতকগুলি মিথ্যা কথা সাজিয়ে বল্‌ছ না? সত্য কথা বাপের বিরুদ্ধে বলা যায়, তা অন্য ত পরের কথা। ছি ছি! এটা পার্‌লে না। এ রকম কত শত হয়ে গেল আর আমাদের বেলাই হ'ল না। ঐ শীলেদের সুশীলার দেবর তার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়ে তাহার পাওনা টাকা ভাগ কর্‌তে দিলেনা। সেওত তার চরিত্র দোষ দেখাইয়াছিল। তখনত কোন লোকে কোন কথা বলে নাই। আর আমাদের বেলাই যত কথা।

নীরোদ। তা বলুক। সেটা তার ভাল হয় নাই। দেশ শুদ্ধ লোক তাহাকে সেই কার্য্যের জন্য ছি ছি কোরতে লাগিল।

মোহিনী। তা কল্লেই বা। লোকে বল্লে বলে তার গায়ে ত আর আঘাত লাগে নাই, আর বিষয়ও ত পেলে।

নীরোদ। অমন বিষয় পেলেই কি আর না পেলেই কি? লোকে তাহার যেরূপ অখ্যাতি করছে, তা শুন্‌লেও কষ্ট হয়। আর তুমি শোন নাই যে এই সকল ঘটনা জানাইয়া অতুলকে আমি একখানি পত্র লিখেছি। শীঘ্রই ইহার সংবাদ আস্‌বে। দেখনা সেই বা কি উত্তর দেয়। তার পর অন্য পরামর্শ করা যাবে।

মোহিনী। সে আর কি কোর্‌বে। তাহার স্ত্রীকে কি জলে ফেলে দেবে না দূর করে দেবে। তাহার স্ত্রী বড় না তুমি বড়?

নীরোদ। মোহিনী! তুমি অতুলের স্বভাব জান না। আমি তাহাকে উঠ্‌তে বল্‌লে উঠে, বস্‌তে বল্‌লে বসে। সে আমার

হাত ধরা। আর একটা কথা তোমার বল্‌তে ভুলেছি। আমি মধ্যে মধ্যে ছোট বৌএর চরিত্র দোষের বিষয় জানাইয়া থাকি। তার কি এতদিনে কোন ফল হয় নাই।

মোহিনী। হাঁগা সত্য নাকি, কৈ এতদিন ত আমায় এ সকল কথা শোনাও নাই। তবে বুঝি তুমি আমাকেও সকল কথা খুলে বল না, তা বল্‌বে কেন। আমি ত আর তোমার আপনার নয়।

নীরোদ। না তুমি আমার পর। আর পরের জন্যই এই-সকল ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তোমার কেমন অল্পেই রাগ হয়। কি জান, সকল কথা তোমায় ঠিক সময়ে বল্‌তে পারা যায় না। যদি কোন্ সূত্রে কেহ শুন্‌তে পায় তা হ'লে সকলই গোল হয়ে পড়্‌বে। বিশেষ শ্যামাকে তুমি বোধ হয় এখনও চেন না। শ্যামা বড় ভয়ানক মেয়ে। শ্যামার জন্যইত ছোট বৌএর জিত হ'লো।

মোহিনী। বটে, আচ্ছা আমি যদি মোহিনী হই, তা হলে শ্যামাকে যে কোন উপায়ে পারি জব্দ কোর্‌বই কোর্‌ব। দেখি সে কত বড় মেয়েমানুষ আর আমিই বা কত বড়। এই-রূপ কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া সেদিন আর কোন কথা না বলিয়া আহারাদি সমাপন করত শয়ন মন্দিরে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য সেদিন মোহিনীর নিদ্রা হয় নাই। কিরূপে শ্যামাকে জব্দ কোর্‌বো সেই চেষ্টাই তাঁহার বলবতী ছিল।

পর দিন প্রাতঃকালে দিল্লী হইতে এক পত্র আসিল। নিরোদ বাবু শিরোনামা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, অতুল বাবুই তাঁহাকে সেই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পত্রের মর্ম্ম অবগত

হইয়া নীরোদ বাবু আহ্লাদিত মনে একেবারে মোহিনীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মোহিনী! আজ এই পত্রখানি অতুলের নিকট হইতে পেয়েছি। অতুল যাহা লিখেছে তাহাতে আমার আশাতীত ফললাভ হয়েছে। কিন্তু কি কোরে যে ছোট বৌকে এই সকল কথা বোল্‌বো তাহাই চিন্তা কোচ্চি।

মোহিনী। হাঁগা ছোট ঠাকুরপো কি লিখিছে?

নীরোদ। কেন! সে লিখেছে যে পত্রপাঠ "সেই কুল-কলঙ্কিনী ছোট বৌকে বাড়ী হতে দূর কোরে দিবেন"।

মোহিনী। আহা! এমন দিন কবে হবে গা। আবাগী বাড়ী থেকে কবে বেরোবে গা। আমার যে আর সহ্য হয় না। আমার ভাইয়ের উপর নজর। আহা! নদেরচাঁদ আমার কিছুই জানেনা, বড় ভালমানুষ। তার শরীরে আঘাত! আবাগী মরেনা গা!

নীরোদ। তাইত ভাবছি যে, এই সর্ব্বনেশে ঘটনা কেমন করেই বা বলি, এ সকল কথা বড় সামান্য নয়। ঘরের বৌকে বাড়ী থেকে বার করে দিলে পাঁচ জনেই বা আমায় কি বল্‌বে।

মোহিনী। এতে আর তোমায় কি বল্‌বে। যাঁহার স্ত্রী সেই যখন দূর করে দিতে লিখেছেন, তখন আর আমাদের দোষ কি?

নীরোদ। সে ত বুঝ্‌লাম। কিন্তু অতুল যদি এখানে থাক্‌ত, তাহলে কোন গোলযোগ ঘটিত না। এখন যদি আমি ছোট বৌকে বাটী হতে দূর কোরে দি, তা হ'লে লোকে বোল্‌বে আমি তাড়াইয়া দিলাম। অতুল যে একাজ করেছে

তা কি লোকে বুঝবে। তারা আমারই দোষ ধোর্‌বে। আর বল্‌বে যে ছোট ভাই যদি রাগের ভরে একটা কথা বলে, তা হ'লে বড় ভাইয়ের এ কার্য্য করা ভাল হয় নাই। সেই জন্য সাত পাঁচ চিন্তা করছি। কিন্তু কি করি তাহার কিছুই স্থির কোর্‌তে পাচ্চি না।

মোহিনী। পোড়া লোকে এতে কেন আমাদের দোষ দিবে। আমরা যদি নিজের কথায় এ কায করি, তবে ত তাহারা দুষ্‌তে পারে, নতুবা তাহাদের এ সকল কথায় প্রয়োজন কি? আর তাতেও যদি তাহারা না বুঝে ত কি কর্‌বো, তাদের মুখ ত আর চাপা দিতে পারবোনা। কিন্তু যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁহারা ঠিক বুঝবেন যে ভাইয়ের পরামর্শ ক্রমেই তাহার স্ত্রীকে বাটী হতে দূর কোরে দেওয়া হ'ল। তুমি অত ভয় পেওনা। তুমি যদি এ কাজ না পার আমায় দাও, আমি ঠিক বোল্‌বো এখন।

নীরোদ। বেশত! বেশত! তা তুমি যদি একবার বলে দেখ্‌তে পার ত বড়ই ভাল হয়, কেন না মেয়েদের কথা মেয়েদের দিয়াই বলা ভাল। আমারও তাই ইচ্ছা। কিন্তু দেখো, পার্ব্বে ত?

মোহিনী। তা পার্ব্বোনা কেন? একি আর এত শক্ত কাজ। আমি ত আর নিজে বল্‌চি না। তারই স্বামী তাকে দূর করে দিতে বলছে। সেই কথাটা বলা বই ত নয়, সে আমি বেশ পার্ব্বো। এমনই ভাল কথায় বুঝাইয়া দিব যে তুমি যেন আর তখন আমায় দোষ দিও না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

একাকিনী।

"The wills above be done."

Shakespeare.

হরেন্দ্রকুমার এবং তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে আমরা অনেক দিন ছাড়িয়া আসিয়াছি। ব্রাহ্মণীর ইচ্ছা বোধ হয় এতদিনে ফলবতী হইল। আজ মহাধূম। হরেন্দ্রকুমারের বিবাহ! এত দিন অর্থের অকুলান বশতঃই হরেন্দ্র বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন এখন তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে আয়ের অনেক সুবিধা হইয়াছে জানিতে পারিয়া পিতা মাতার অনুরোধে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইবার ইচ্ছা হইল।

চম্পাপুর গ্রামের সাত আট ক্রোশ উত্তরে অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন সদাশয় ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাহার একমাত্র কন্যা ও দুগ্ধপোষ্য একটী বালক ভিন্ন পিতা বলিতে আর কেহই ছিল না। সেইজন্য অবিনাশ বাবুর সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল যে, জামাতাকে গৃহে রাখিয়া তাহার তত্বাবধান করিবেন। কিন্তু সেরূপ পাত্র না পাওয়াতে অবিনাশ বাবু অগত্যা হরেন্দ্রকুমারকেই কন্যা সমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। হরেন্দ্রকুমার বহুদিন অগ্রে আপন মাতার মুখে সেই কন্যার রূপের কথা শুনিয়াছিলেন এবং সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া অবিনাশ বাবুর কন্যা শশীকলাকেই বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হরেন্দ্রকুমার কলিকাতায় চাকরি করিতেন। তাঁহার মাতুলই তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম করিয়া দেন। সেই কর্ম্ম পাইয়া অবধি হরেন্দ্রকুমার আর কখনও বাটী আইসেন নাই। এবার বিবাহ উপলক্ষে প্রভুর নিকট হইতে অবকাশ লইয়া বাটীতে আগমন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই পাঠকগণ হরেন্দ্রবাবুর পরিবারের বিষয় অবগত ছিলেন কিন্তু আজ বিবাহ উপলক্ষে সেই অল্প পরিসর কুটীর আত্মীয়বর্গে পরিপূর্ণ হইল। স্ত্রীলোকের ও শিশুদিগের কলরবে এক অপূর্ব্ব অস্পষ্ট ধ্বনি উঠিতে লাগিল। ঘন ঘন শঙ্খনাদে পল্লী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রতিবাসী ও নিমন্ত্রিত কুলকামিনীগণের উলুধ্বনিতে কুটীর পূর্ণ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরও আজ উল্লাসে হাসিল।

শুভদিনে শুভক্ষণে হরেন্দ্রকুমারের বিবাহ শেষ হইয়া গেল। পরদিন বরকন্যা গৃহে আগমন করিল। মহা আনন্দে ব্রাহ্মণী নববধুকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া মনের আশা পূর্ণ করিলেন। ব্রাহ্মণেরও আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

হরেন্দ্রকুমারের বিবাহ উপলক্ষে নীরোদ বাবু ও তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে মোহিনী ও পুরুষের মধ্যে নীরোদ বাবুর পুত্র সুরেশ ও অতুল বাবুর পুত্র সতীশ ইহারাই ব্রাহ্মণ বাটীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন।

মোহিনী সেদিন আর ভূষণাকে সেই মর্ম্মভেদী কথা বলিবার সাবকাশ পান নাই। পরদিন অতি প্রত্যুষে মোহিনী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভূষণার অন্বেষণে গমন করি-

লেন। পথে আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাকে ভূষণার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "ছোট মা বোধ হয় গৃহে আছেন। কেন গা, তোমার কি কিছু প্রয়োজন আছে? মোহিনী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া একেবারে ভূষণার কক্ষে উপনীত হইয়া বলিলেন, "ছোট বৌ! একলা বসে কি ভাব্‌ছ?"

ভূষণা। এস দিদি এস! আমি আর ভাব্‌বো কি বল।

মোহিনী। না বোন, বোস্‌ব না। এখন কি বস্‌বার সময়, তবে একটা কথা আছে তাই তোমায় বল্‌তে এসেছি। কিন্তু সে কথা যে কেমন করে বল্‌বো তাই ভাব্‌ছি। আবার এদিকে না বোল্লেও নয়। আমি কি কর্‌ব বল।

ভূষণা। মেজ দিদি, কি কথা ভাই শীঘ্র বল, আমার স্নেকপাল।

মোহিনী। কি করে বলি ছোট বৌ। সে কথা শুনে অবধি আমার মন বড়ই খারাপ হয়েছে। কাল এক খানা চিটী দিল্লী থেকে এসেছে। উনি সেখানি পড়ে সেই সর্ব্বনেশে কথা তোমায় শোনাতে বলেছেন।

ভূষণা। সর্ব্বনেশে কথা! কি সর্ব্বনাশ মেজ দিদি! মেজ দিদি তোমার কথা আমার বড় ভাল বোধ হচ্ছে না, কি কথা শীঘ্র বল?

মোহিনী। ছোট বৌ, আমার ত ভাই সে কথা বল্‌তে সাহস হয় না। তবে যদি না বলি তাতেও বিপদ। কথা এই যে, তোমায় দিন কতক অন্য কোন স্থানে গিয়া থাকতে হবে। এ কথা কিছু আমি বল্‌ছি না। এই চিটীখানি নাও, দেখ, ইহাতে কি লেখা আছে।

ভূষণা পত্রখানি মোহিনীর নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। পত্র পাঠ করিতে করিতে তাঁহার প্রফুল্ল কমল সদৃশ সুন্দর আনন অশ্রুজলে সিক্ত হইল! তাঁহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি সমস্ত পত্র পাঠ না করিয়াই পত্রখানি মোহিনীর হস্তে পুনর্ব্বার অর্পণ করিলেন। মোহিনী পত্র পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌ, আমার ভাই কিছু দোষ নাই, আমাদের উপর রাগ কর্‌লে কি হবে ভাই। আমরা কি কোর্‌ব বল?

ভূষণা। তোমাদের দোষ কি। দোষ আমার অদৃষ্টের, নতুবা যিনি আমার চরিত্রে কথনও কোন দোষ পান নাই, তিনি কিনা আজ আমাকে কলঙ্কিনী বল্লেন। ইহাতে আমার মরণই মঙ্গল। তুমি তোমার কার্য্য কোরেছ, এখন আমিও তাঁহার আদেশ মত কার্য্য কোর্‌ব।

মোহিনী। এখন তুমি কি কোর্‌বে।

ভূষণা। কি আর কোর্‌ব। যথায় দুই চক্ষু যায় তথায় যাব। এ সংসারের সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। আমি কলঙ্কিনী! কলঙ্কিনীর এ সংসারে স্থান নাই। তাই আমি মনে কেরেছি যেখানে আমার চক্ষু যাবে সেই খানেই যাব।

মোহিনী এই কথা শুনিয়া মনে মনে আনন্দিতা হইল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ভূষণাকে সেইরূপে রাখিয়া ধীরে ধীরে আপন কক্ষে গমন করিলেন।

মোহিনী প্রস্থান করিলে পর ভূষণা অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু যত ঐ চিটির কথা তাঁহার স্মরণ পথে উদিত হইতে লাগিল, ততই তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। একবার সতীশের কথা মনে পড়িল, তখনি

মনে হইল শ্যামা রহিল। অবশেষে দৃঢ়সংকল্প হইয়া বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সকলের অজ্ঞাতসারে সেই পাপ পুরী হইতে প্রস্থান করিলেন। ভূষণা যতই কেন গোপনে গৃহ পরিত্যাগ করুন না কেন একজন তাহা দেখিতে পাইয়াছিল। তাঁহাদেরই বাটীর নাপিতানীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু তখন তাহাকে কোন কথা না বলিয়াই ভূষণা তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে অন্য দিকে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন। নাপিতানী একে ধূর্ত্ত তাহাতে তাহার এক সন্তান ছিল। যদি কোন সূত্রে তাহার একটী কর্ম্মের সংস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে পরে তাহাকে আর নাপিতের কার্য্য করিতে হইবে না, এই আশায় সে সেই দিনই মোহিনীর নিকট আগমন করিল।

মোহিনীর সহিত নাপিতানীর অধিক প্রণয়। এই পৃথিবীতে সমান বয়স, সমান উদ্দেশ্য, সমান মানী প্রভৃতির একটী হইলেই তাহার সহিত প্রণয় কিছু অধিক হইয়া থাকে। মোহিনীর মন যেরূপ ক্রূরা নাপিতানীরও তদ্রূপ, সুতরাং এই দুই জনের প্রণয় যে অধিক হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? নাপিতানী মোহিনার নিকট আসিয়া বলিল, "মেজ মা! তোমাদের ছোট বৌ কোথা গেল গা?" নাপিতানীর মুখে ঐ কথা শুনিয়া মোহিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাপ্‌তে বৌ! তুই কোথা থেকে সংবাদ পেলি যে, আমাদের ছোট বৌ পালিয়েছে।"

নাপিতানি। ওগো কথায় বলে নাপিত ধূর্ত্ত। আমরা সেই নাপিতের মেয়ে, আমাদের নজর থেকে সহজে কি কিছু যেতে পারে। আমি আজ দুপুরের সময় যখন হাট থেকে আস্‌ছি, তখন দেখি কিনা তোমাদের ছোট বৌ তাড়াতাড়ি

কোথা যাচ্ছে। আমি মনে করি বুঝি এখানেই কোথা যাচ্ছে, তাই যেমন আমি তার কাছে যাব, অমনি সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হাঁগা তা কি হয়েছিল। ঝগড়া কেন হ'লো।

মোহিনী। ঝগড়া কোথা নাপতে বৌ। সেদিনকার ব্যাপার ত তুই জানিস্, তাই আমাদের উনি একখানা পত্র ছোট ঠাকুরপোকে লিখেছিলেন, তাতে তিনি বলেন যে, "অমন কুল-কলঙ্কিনীর মুখ দর্শন করিতে নাই, উহাকে পত্র পাঠ মাত্র বাটী হ'তে দূর কোরে দিবেন" তাই আজ সকালে সেই পত্র খানি আমি ছোট বৌকে দেখাই। তিনি পত্র পোড়েই সমস্ত বুঝ্‌তে পারলেন, তাই বোধ হয় কাহারও পরামর্শ না লয়ে কোথায় চলে গেছেন।

নাপিতানী। তাইত গা, বল কি। ভদ্রলোকের বৌ! তোর কি অমন করে যাওয়া ভাল দেখায়।

মোহিনী। তা নয় নাপতে বৌ। ওর পেছনে নিশ্চয়ই মানুষ আছে, তা না হলে কি তার এত বড় সাহস হয়। এই তুইই বল না কেন তোর কি কোথাও আপনার মতে যেতে সাহস হয়।

নাপিতানী। না মেজ মা, আমার এত তেজ নাই যে আমি একলা কোথাও যাই।

এমন সময়ে সুরেশ চন্দ্র ও সতীশ পাঠশালা হইতে পড়িয়া আসিল। সুরেশ চন্দ্র আপনার মাতার কাছে আসিল। সতীশও তাহার মাতার কক্ষে গমন করিল। কিন্তু বালক তথায় তাহার মাতাকে দেখিতে না পাইয়া পুনর্ব্বার সুরেশের নিকট আসিয়া বলিল, "দাদা মা কোথায় ভাই।" মোহিনী সেই স্থানেই ছিলেন। তিনি সতীশকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন,

"সতীশ! বাবা! তোমার ভয় কি। তোমার মা কোথায় গেছে, দুদিন পরে আবার আস্‌বে।

সতীশ জ্যেঠাই মা! তবে কি আমি আর মাকে দেখ্‌তে পাব না। মা কি আর আস্‌বে না।

মোহিনী। আস্‌বে বইকি বাবা! তোমার মন কেমন কচ্ছে! এখনি তোমার মা আস্‌বে। কতক্ষণ তোমার মা তোমায় ছেড়ে থাকবে বল। কেঁদো না বাবা কেঁদো না।

সতীশ। হাঁ জ্যেঠাই মা! মা কি তবে ঝগড়া করে গেছে?

মোহিনী। না, কার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌বে।

সতীশ। তবে ঘরময় গহনা ছড়ান কেন। কোথা গেছে তবে?

মোহিনী। তা গেছে গেছে তোমার ভয় কি বাবা! আমরা আছি, তোমার সুরেশ দাদা আছে। আর কেঁদো না বাবা। ক্ষিদে পেয়েছে কিছু খাবে?

সতীশ। না জ্যেঠাই মা, আমি এখন কিছু খাব না। আগে বল, আমার মা কোথা গেছে তার পর খাব।

মোহিনী। খাবে বই কি বাবা। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে কিছু খাও, তা না হলে যে তোমার অসুখ কর্‌বে। দাঁড়াও, আমি খাবার ও দুধ এনে দিচ্চি। মা তোমার এখনি আস্‌বে। আর এমন মাও কখন দেখিনি যে, এমন সোনারচাঁদ ছেলে ফেলে যায়। এই বলিয়া মোহিনী দুগ্ধ ও খাবার আনয়ন করিতে প্রস্থান করিলেন, নাপিতানীও তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সুরেশও সতীশের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে [illegible] করিতে লাগিল। সতীশ বুঝিবার পাত্র নয়। সে [illegible] কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপন মনে রোদন [illegible] লাগিল।

ইত্যবসরে মোহিনী দুইটী পাত্র করিয়া দুগ্ধ ও যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনিয়া সুরেশের হস্তে দিয়া বলিলেন, তুমি খাও আর সতীশকে দাও। মাতার কথামত সুরেশচন্দ্র সতীশকে একটী দুগ্ধপাত্র প্রদান করিল; মোহিনী তাহা দেখিয়া তৎপর বলিয়া উঠিলেন, "সুরেশ! ওটা তুমি খাও আর এটে সতীশকে দাও।" সুরেশ তৎক্ষণাৎ অন্য পাত্র লইয়া সতীশকে বলিল, "খাও ভাই খাও, আর কেঁদ না, তোমায় ঐ রকম দেখ্‌লে আমার মন কেমন করে।" সতীশ দুগ্ধপাত্র হস্তে লইয়া সুরেশকে বলিল, "দাদা! তুমি দিলে ভাই, কিন্তু আমার খেতে ইচ্ছা নাই। তুমি বোলছ আমি তোমার কথা কি করে না শুনি। তুমি আমায় যা বল, আমি তাই করিতে পারি, কিন্তু ভাই আজ আমার মন যে কেমন কচ্ছে তা আমি তোমায় বল্‌তে পারি না। কেমন করে খাব ভাই।" সুরেশ সেই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি না খেলে যে ভাই আমিও খেতে পারি না, আগে তুমি খাও তবে আমি খাব, তুমি না খেলে আমারও যে ভাই খাওয়া হবে না। তবে কি তুমি আমায়ও ভালবাস না। আমি যখন যা দিই তখনই তুমি আমার কথায় তাহা খাও, আজ কেন ভাই আমার কথা এখনও শুনছো না।'

দুইটী ভ্রাতায় এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে শ্যামা বাহির হইতে সতীশকে আহ্বান করিল। সতীশ এতক্ষণ মাকে দেখিতে না পাইয়া শ্যামা দাসীর অন্বেষণ করিতেছিল, কিন্তু তাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে সতীশ মনে করিয়াছিল যে শ্যামা তাহারই মাতাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। বাহির হইতে শ্যামার কণ্ঠস্বর পাইয়া সতীশ দুগ্ধপাত্র হস্তে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন যে যেমন অতুল বাবুর শ্যামানাম্নী এক বিশ্বাসী পরিচারিকা ছিল, নীরোদ বাবুরও সেইরূপ "নফরের মা" নাম্নী এক দাসী ছিল। যখন ভূষণা বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যায়, শ্যামা তখন কোন কার্য্যে গিয়াছিল, সুতরাং ভূষণার গৃহত্যাগের বিষয় সে কিছুই জানিত না। শ্যামা যখন বাটীতে আসিল, তখন নফরের মা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "বলি ও শ্যামা! তোদের গিন্নি কোথায় গেল।"

নফরের মা পূর্ব্বে কখন এরূপ ভাবে তাহাকে সম্ভাষণ করিত না, আজ সহসা এরূপ প্রশ্নে তাহার বড়ই রাগ হইল, কিন্তু তখন কোন কথা না বলিয়া একেবারে ভূষণার কক্ষে উপনীত হইল। ভূষণা পূর্ব্বেই বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং শ্যামা ভূষণাকে তথায় দেখিতে না পাইয়া অপরাপর দাস-দাসীকে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। সকলেই এক কথা বলিল। তাহারা বলিল, "ছোটমা আজ বেলা দুই প্রহরের পর বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোথায় চলে গেছেন।" এই সংবাদ জানিবার জন্যই সে সতীশকে ডাকিয়াছিল।

সতীশকে নিকটে ডাকিবার আরও একটী কারণ ছিল। যে দিন দিল্লী হইতে নীরোদ বাবুর নামে একখানি পত্র আইসে, সে দিন সে গুপ্তভাবে নীরোদ বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মোহিনী এই উভয়ের পরামর্শ শুনিয়াছিল। সেই কথা শুনিয়া অবধি শ্যামা মোহিনীর হৃদয় সকলই বুঝিতে পারিয়াছে। সেই দিন হইতেই শ্যামা সতীশকে আপনার নিকট হইতে অন্য কাহারও কাছে যাইতে দিত না। আজ কোন কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে যাওয়াতেই মোহিনী সতীশকে নিকটে পাইয়াছে। শ্যামা থাকিলে তিনি কখনই তাহাকে পাইবেন না ভাবিয়া আজই অভীষ্টসিদ্ধির সুযোগ খুঁজিল।

সে যাহা হউক শ্যামার স্বরে মোহিনীও ভীত হইলেন। তিনিও সতীশের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মোহিনী ও শ্যামার চারি চক্ষু এক হইল। শ্যামা সতীশের হস্তে দুগ্ধ পাত্র দেখিয়া তাহার আর বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। সে তৎক্ষণাৎ সতীশের হস্ত হইতে সেই দুগ্ধ পাত্র বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করত সতীশকে বলিতে লাগিল, "সতীশ! আর তোর দুধ খেয়ে কাজ নাই, তুই আমার কাছে আয়।"

মোহিনীর এ সকল আর সহ্য হইল না। সামান্য পরিচারিকা তাঁহার অপমান করিল। তাঁহার প্রদত্ত দুগ্ধপাত্র ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল, এ অপমানের কিরূপে প্রতিশোধ লইবেন তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া শ্যামাকে বলিলেন, "শ্যামা তোর যে বড় অহঙ্কার দেখতে পাই। আমি ছেলেকে দুধ খেতে দিলাম আর তুই বেটী দাসী হ'য়ে কিনা সেই দুধ ফেলে দিলি। এত তেজ তোর কিসে বল্‌ত।"

শ্যামাও এতদিন কোন কথা না বলিয়া নিরুপদ্রবে সকলই সহ্য করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজ তাহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। আজ ভূষণার জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইতেছে। যে সতীশকে সে আশৈশব লালন পালন করিয়া আসিতেছে, আজ তাহাকে মোহিনী বিষ-মিশ্রিত দুগ্ধ প্রদান করিয়া তাহার প্রাণহানি করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, সুতরাং শ্যামা আর চুপ করিয়া রহিল না; ক্রোধে বলিয়া উঠিল, "ওগো তোমার আর অত মায়া দেখাতে হবেনা। তোমার যত মায়া তাহা এক কথায় জানা গেছে। তোমরা মনে করেছ যে তোমাদের মনের কথা কেহই জান্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু ইহা বেশ জেন

যে, যত দিন শ্যামা দাসী এ বাটীতে থাকবে, ততদিন এদের কিছু বড় করতে পারবে না। আর যদি কিছু বেশী বাড়াবাড়ী কর, তাহলে আমি এখনি সে দিনকার সেই পরামর্শের কথা সকলের নিকট প্রকাশ কোরে দিব। আরও কি তোমাদের আশা মিটেনা? অমন বাপের মত বড় ভাই তাহাকে খুন, যাহার গর্ভে দশমাস দশদিন থাকিয়া পৃথিবী দেখলে, সেই মাকে পর্য্যন্ত কৌশলে হত্যা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ভূষণার মাথায় কলঙ্কের ডালি অর্পণ, এ সকল তোমারই পরামর্শ। আবার শেষে কি না এই দুধের ছেলেকে বিষ দান। হা জগদীশ্বর! এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে। কিন্তু তুমি বেশ মনে জেন যে, যতদিন শ্যামাদাসী আছে, ততদিন সতীশের একগাছি কেশেরও অনিষ্ট করতে পারবে না।" পরে সতীশকে ডাকিয়া হস্ত ধারণ করত অগ্রসর হইতে লাগিল।

মোহিনী শ্যামার কথা শুনিয়া প্রথমতঃ লজ্জিত পরে ভীত ও অবশেষে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "শ্যামা এখনি আমার বাটী হতে দূর হ। নতুবা তোর কপালে আজ অনেক কষ্ট আছে। আমার যা খুসী তাই কোরব তোর তাতে কি? তুই আমাদের সমান লোক? দাসী দাসীর মত থাক, দাসী হয়ে বড় কথা কেন? ভাল চাস্ ত এখনি দূর হ।"

শ্যামা সেই কথার আর কোন উত্তর না করিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে গমন করিল।

ভূষণার নিকট হইতে প্রহার খাইয়া দিন কয়েক নদের-চাঁদকে চিকিৎসালয়ে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাহার ক্ষত স্থান গুলি আরোগ্য হইয়া যাওয়াতে নদেরচাঁদকে অগত্যা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। তথা হইতে

নিষ্কৃতি পাইয়া মনে মনে কত কি চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় নীরোদ বাবুর বাটীতে আগমন করিল। যখন সে বাটীতে প্রবেশ করে, তখন শ্যামা দাসী সতীশের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আপন মনে গালাগালি দিতে দিতে বাটী হইতে বহির্গত হইতেছিল। শ্যামার মুখে গালাগালি শুনিয়া নদেরচাঁদ তাহার কারণ বুঝিতে পারিল না। সে তৎক্ষণাৎ মোহিনীর কক্ষে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দিদি! শ্যামা কাহাকে গালি দিতেছে।" মোহিনী শ্যামার নিকট অপ্রতিভ হইয়া ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইতেছিলেন, সহসা নদেরচাঁদকে দেখিতে পাইয়া তিনি বলিলেন, "নদেরচাঁদ! তুই থাক্‌তে আমার এত অপমান হয়, আমার যেমন অদৃষ্ট তা না হ'লে কি আর চিরকালই কষ্ট ভোগ করি। এমন ঘরে পোড়েছি যে একদণ্ডের জন্য আমার সুখ হ'ল না। এমন স্থানেও বাপ-মায় বিবাহ দেয়।" নদেরচাঁদ তখন ক্রোধ-ভরে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আমার নাম যদি নদেরচাঁদ হয় তবে এর প্রতিশোধ নিশ্চই তুলিব। কে তোমায় অপমান করে, বলনা, দেখি তাহার ঘাড়ে ক'টা মাথা।"

মোহিনী। কেন সেই বাঁদির বাঁদি শ্যামা দাসী আমার বড়ই অপমান করেছে, শ্যামা দাসী যদিও সতীশকে লইয়া বাটীর বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন সে দেখিল যে, নদেরচাঁদ আবার বাটীতে প্রবেশ করিল, তখন সেও ফিরিল এবং কিছু অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিল।

মোহিনীর কথা শুনিয়া শ্যামা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে সেখান হইতে তখনই বলিয়া উঠিল, কেন কর্‌বে না? আমায় গালাগালি দিলে আমি বুঝি চুপ করে থাক্‌বো।

এমন খাতির রাখিনা। উনি কে যে আমায় দু কথা বল্‌বে। আমি কি ওর মাহিনা খাই ?"

শ্যামা যে গুপ্তভাবে থাকিয়া তাহাদের কথোপকথন শুনি-য়েছে ইহা মোহিনীর সন্দেহ হয় নাই। সহসা শ্যামার কণ্ঠস্বর পাইয়া সাহস ভরে নদেরচাঁদকে বলিলেন, "ঐ শোন, বেটীর স্পর্দ্ধা দেখেছ। দাওত বেটীকে বাটী হ'তে দূর করে"

শ্যামাও সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়, সেও বলিয়া উঠিল, "কেন হবে না ? তোমার খেয়ে ত আর নয়। কে বার করবে করুক না, আমি ত পালাই নাই।"

এইরূপ কথায় কথায় আবার বিবাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু এবার শ্যামারই পরাজয় হইল। নদেরচাঁদ প্রহার করিতে করিতে শ্যামাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নদেরচাঁদ মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি! ভূষণা কোথা গেছে ?"

মোহিনী। নদেরচাঁদ তুমি কি এ সকল কথার কিছুই জাননা ?

নদেরচাঁদ। কোন কথা দিদি ? আর আমি আজ নবে ডাক্তারখানা থেকে আস্‌ছি। এত দিন সেই স্থানেই ছিলাম। কিরূপেই বা বাহিরের সংবাদ জান্‌তে পার্‌বো।

মোহিনী। আরে ভূষণাকে তার স্বামী বাটী থেকে বাহির কোরে দিতে লিখেছিলেন। তা মেজবাবু ত সে কথা বল্‌তে কোন মতেই রাজী হন না, অবশেষে আমি বল্লেম যে, যাহার স্ত্রী সেই যদি দূর করে দেন, তাতে আমাদের কি ? সেই কথা শুনে তিনি আমারই উপর ঐ ভার দিলেন। আমিও তাঁহার কথা মত সেই সকল কথা ছোট বৌকে বলি। ছোটবৌ আমার সেই কথা শুনে রাগ করে কোথায় চলেগেছে।

নদেরচাঁদ। বলকি দিদি, বাটী থেকে একলা কোথা গেল?

মোহিনী। কে জানে কোথা গেল। সে কি আর একা গেছে অবশ্য পেছনে লোক না থাক্‌লে কি আর একাজ হয়।

নদেরচাঁদ। তাই আমিও বলছি। তা যা'ক এখন তোমার হ'লো ভাল, ভুষনা গেছে আপদ গেছে আর এখন সেই শ্যামা ও সতীশ এ দুজনেও গেছে। এখন আর ভয় কাকে। নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর। আর আমাকে তোমাদের প্রসাদ দাও।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—o—

হরেন্দ্রকুমার।

"Lend to my woes a patient ear"

Shakespeare.

শ্যামা প্রহার খাইয়া প্রায় চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সতীশের হস্ত ধারণ করিয়া কোনরূপে তাহার এক আত্মীয়ের বাটী গমন করিল, সেখানে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া পরদিন সতীশের সহিত কলিকাতা-অভিমুখে আসিতে লাগিল। এখন যেমন এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার নানাবিধ উপায় আছে, তখন এরূপ ছিল না। সুতরাং প্রায় ২০।২৫ দিন পরে শ্যামা ও সতীশ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামা আরও অনেকবার কলিকাতায় আসিয়াছিল; সুতরাং ইহার প্রায় সকল স্থানই তাহার পরিচিত ছিল। সে কোথাও বৃথা কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে একটী হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথাকার অধ্যক্ষ শ্যামার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে তথা হইতে কোনরূপে ছাড়িয়া দিলেন না। শ্যামা অনেক আপত্তি করিল, কিন্তু অধ্যক্ষ তাহার কিছুই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, এরূপ অবস্থায় রোগীকে ছাড়িয়া দিলে আমার পর্য্যন্ত শাস্তি হইতে পারে। তখন শ্যামা বলিল যে, যদি সতীশকে রাখেন, তাহা হইলে আমি থাকিতে

পারি। অধ্যক্ষ অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং তাহাকে একটী স্বতন্ত্র কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। শ্যামা যদিও যথেষ্ট প্রহার খাইয়াছিল, তথাপি তাহার শরীরের অনেক অংশ অক্ষত ছিল। এই কারণ বশতঃ সে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া উঠিল। শ্যামা আরোগ্যলাভ করিলে একদিন সে ডাক্তারের বিনা অনুমতিতে আপনার অভিলষণীয় কোন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে স্থানীয় ভৃত্যকে প্রেরণ করিল। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও সে কোনমতে তাহা আনিতে না পারিয়া হতাশ মনে প্রত্যাগমন করিলে শ্যামা সতীশকে তাহার নিকট রাখিয়া নিজেই ধীরে ধীরে গমন করিল। সতীশও তাহার সহিত যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শ্যামা নিষেধ করাতে সে অগত্যা নিরস্ত হইল। যদিও সতীশের বয়স ছয় বৎসরের অধিক হইবে না, তথাপি এই বয়সে তাহার বিশেষ জ্ঞান হইয়াছিল। অন্যান্য সমবয়স্ক বালকের ন্যায় দৌরাত্ম্য বা কোন উৎপাত করিত না।

শ্যামা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিল না, সুতরাং ক্ষুণ্ণমনে যেমন প্রত্যাগমন করিবে, অমনি কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে, তাহার এরূপ বোধ হইল। যদিও সে অনেকবার কলিকাতায় আসিয়াছিল, তথাপি তাহার পরিচিত লোক এস্থানে অতি অল্পই ছিল। সহসা তাহার নাম শুনিয়া সে এদিক ওদিক অবলোকন করিতেছে, এমন সময়ে হরেন্দ্রকুমারকে দেখিতে পাইল।

যখন হরেন্দ্রকুমার বিবাহ করিতে চম্পাপুরে যান, সেই সময়ে তিনি শ্যামাকে অনেকবার মিত্র মহাশয় দিগের বাটীতে দেখিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি উহাকে তাহা-

দেরই দাসী বলিয়াই জানিতেন। সহসা তাহাকে কলিকাতায় দেখিয়া হরেন্দ্রকুমার শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্যামা! তুই এখানে কেন?" শ্যামাও হরেন্দ্রকুমারকে জানিত, কেন না তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে সেও অনেকবার তাঁহাদের বাটীতে গিয়াছিল, অনেক কর্ম্ম করিয়াছিল। সে আরও জানিত যে, হরেন্দ্রবাবু কলিকাতায় কর্ম্ম করেন ও তাঁহার সহিত অতুল বাবুর বিশেষ সৌহার্দ্দ আছে, সুতরাং তাঁহাকে সকল কথা গোপন না করিয়া প্রকাশ করিলে তাহাদের ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই জানিয়া সে বলিল, "হরেন বাবু! সে অনেক কথা, আমি শুনিয়াছি যে, আপনার সহিত আমার মনিব অতুল বাবুর বিশেষ আলাপ আছে। যদি আমি আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলি, আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া অতুল বাবুকে জানাইতে পারিবেন?" হরেন্দ্রবাবু আনন্দ সহকারে সম্মতি সূচক উত্তর প্রদান করিলে শ্যামা বলিল, "আমি আপাততঃ এই ডাক্তার-খানায় চিকিৎসার জন্য বাস করিতেছি। সেখানে অতুল বাবুর পুত্র সতীশও আছে। আমি রোগমুক্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও তথা হইতে বাহির হই নাই। আজ আমি কোনরূপে একবার বাহিরে আসিয়াছি, সুতরাং বিলম্ব করিলে বিপদ ঘটিবে। আপনি আমায় আপনার বাসার ঠিকানা বলুন। ডাক্তার বাবু ছাড়িলে আপনার নিকট যাইয়া সকল কথা ব্যক্ত করিব।" হরেন্দ্র বাবুও তখন বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, শ্যামার কথায় সম্মতি প্রদান করিয়া বাসস্থানের ঠিকানা বলিয়া দিলে শ্যামা পুনরায় চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করিল। হরেন্দ্র-কুমারও নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে আপন কর্ম্মে গমন করিলেন।

এক সপ্তাহ পরে একদিন প্রাতঃকালে ডাক্তারখানার অধ্যক্ষ শ্যামার নিকটে আসিয়া বলিল, "দেখ, প্রায় দুইমাসকাল এখানে থাকিয়া তুমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছ। অন্য কোথাও থাকিলে আরোগ্য হইতে প্রায় চারি মাসকাল লাগিত। যাহাহউক, আজ হইতে তোমায় আর এই চিকিৎসালয়ে থাকিতে হইবে না, তুমি স্বচ্ছন্দে যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার।"

এতদ্‌শ্রবণে শ্যামা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে অগন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে সতীশের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে চিকিৎসালয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

শ্যামা বাহিরে আসিয়া কোন চিন্তা না করিয়া একেবারে হরেন্দ্র বাবুর বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য অন্বেষণ করিতে লাগিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে সেবিষয়ে কৃতকার্য্য হইল বটে, কিন্তু হরেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। তিনি ইতিপূর্ব্বেই কর্ম্মস্থানে গমন করিয়াছিলেন।

শ্যামা হতাশ হইল না। সতীশকে যৎসামান্য জলখাবার খাওয়াইয়া নিজে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল এবং হরেন্দ্রকুমারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। বেলা প্রায় ছয়টার সময় হরেন্দ্রকুমার গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শ্যামাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে তাহার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যামাও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপনার আরোগ্য সংবাদ দিল। পরে হরেন্দ্রকুমার তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শ্যামাকে ডাকিয়া মিত্র পরিবারের সমস্ত খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যামা তখন ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল। শ্যামা নিজের পরিচয়ই অগ্রে বলিতে লাগিল।

"যখন আমার বয়স প্রায় ১০ দশ বৎসর, তখন আমার বিবাহ হয় এবং বিবাহের একমাস পরেই আমি বিধবা হই। বিধবা হইলাম এই অপরাধে আমার মাতাও আমাকে যৎপরোনাস্তি অন্যায় তিরস্কার করিতে লাগিলেন। আমি কি করি, আমাদের অবস্থা তখন এত মন্দ যে, প্রতিদিন আহার ঘুটিত না। এই সময়ে শুনিতে পাইলাম যে, অতুল বাবু দিল্লীতে কর্ম্ম পাইয়াছেন তিনি এক জন দাসীর অন্বেষণ করিতেছেন। আমার মার সহিত প্রবোধ বাবুর মাতার জানাশুনা ছিল, সুতরাং আমিই অতুল বাবুর দাসী হইয়া দিল্লী গমন করিলাম। সেই অবধিই আমি উঁহাদের দাসী আছি। আমি উঁহা-দের বিষয় অনেক জানি, এবং আমাকে উহাঁরা অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সে যাহাহউক, এবার যখন আমরা দিল্লী হইতে চম্পাপুরে আসি, তখন শুনিলাম যে, বড় বাবু কাজ ছাড়িয়া দিয়াছেন ও পশ্চিম যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। এক-দিন বড় বাবুর পেটের পীড়া হয়, তাহাতে মেজ নীরোদবাবু, যিনি ডাক্তার, প্রবোধ বাবুকে চিকিৎসা করেন। ইতিমধ্যে বড় মা কোন কার্য্যের জন্য বাপের বাড়ী যান।

"ইহার পর একদিন আমি বাড়ীর বারান্দায় সতীশকে নিয়ে বেড়াচ্ছি, সহসা কে যেন আস্তে আস্তে কথা কচ্ছে শুনিতে পাইলাম, তখন ভয়ানক অন্ধকার, বাড়ীর সেখানে তখন কোন মেয়ে ছেলে যাইবার সময় নয়। আমি স্বরে মেজমা ব'লে বুঝিতে পারিলাম। কোন গোলযোগ না করে আমি সতীশকে কোলে করিলাম ও একটু নিকটে যাইয়া সকল কথা শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু সব কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। এক-বার বড় বাবুর নাম করে, একবার নীরোদ বাবুর শ্যালক

নদেরচাঁদের নাম করে। কিন্তু সেই দিন রাত্রেই প্রবোধ বাবুর মৃত্যু হয়, ইহার ভিতর অবশ্য কোন গূঢ় রহস্য আছে।

"তার পর একদিন অতুল বাবুর স্ত্রীকে কোন কথা না বলিয়া বাড়ী থেকে সকলে ঠাকুর দর্শন করিতে যান। সেদিন আমিও বাটীতে ছিলাম না। সেই সুযোগে নদেরচাঁদ অতুলবাবুর স্ত্রীকে একাকিনী পেয়ে অত্যন্ত অপমান করে। অবশেষে তিনি আত্মরক্ষার জন্য অনন্যোপায় হইয়া একখানি অস্ত্রদ্বারা নদেরচাঁদকে আঘাত করিয়া অব্যাহতি পান। শেষে তাঁহাকে কি কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল? কিন্তু বিচারে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইল। আমার বোধ হয়, ইহাও নীরোদ বাবুর ষড়যন্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"এই ঘটনার দু একদিন পরে একদিন আমি কোন কার্য্যে গিয়াছি, আসিয়া শুনিলাম, অতুল বাবুর স্ত্রী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। নীরোদ বাবুর স্ত্রী মোহিনীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন যে, অতুল বাবু তাহার কলঙ্কের কথা শুনিয়া তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতে বলিয়াছেন, তাই সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমি আর কোন কথা না বলে এদিক ওদিক অন্বেষণ করিয়া আসিলাম, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া সতীশকে সঙ্গে রাখিবার জন্য বাড়ী গেলাম।

সতীশকে সঙ্গে রাখিবার একটী কারণ ছিল। একদিন আমি বাহিরে আছি, মেজমা তাহা জানেন না। খানিক পরে নীরোদ বাবু ও মেজমা কি পরামর্শ করিতে করিতে সেদিক দিয়া চলিয়া গেলেন। তখন অল্প অল্প অন্ধকার ছিল, সুতরাং আমাকে কেহই দেখিতে পাইলেন না, আমিও তাঁহাদের অনু-

সরণ করিলাম। সকল কথা শুনিতে পাইলাম। তাঁহারা গোপনে সতীশকে হত্যা করিবার কৌশল করিতেছেন।

"এ সংসারে অর্থই সকল অসুখের সামগ্রী। কেন যে উঁহাদের অত কৌশল, অত পরামর্শ তখন আমি সকলই বুঝিতে পারিলাম। প্রথমে মনে করিলাম, সতীশকে হত্যা করিয়া নীরোদ বাবুর লাভ কি? তারপর যখন দেখিলাম যে, বিষয়ে সতীশের এক অংশ আছে, তখন সকলই বুঝিতে পারিলাম।

"তারপর আমি ত তাড়াতাড়ি সতীশকে আনিতে যাই, এমন সময়ে দেখি, নীরোদ বাবুর ছেলে সুরেশ সতীশকে এক পাত্র দুগ্ধ পান করিতে দিতেছে। আমি তখনই সন্দেহ করিলাম, সতীশকে নিকটে ডাকিয়া দুগ্ধপাত্র কাড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। এই অপরাধে নদেরচাঁদ আমাকে যথেষ্ট প্রহার করিয়া বাটি হইতে দূর করিয়া দিল। আমি মার খাইয়া সতীশের সঙ্গে আস্তে আস্তে অনেকদিনের পর কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। চিকিৎসালয়ে প্রায় দুই মাসকাল ছিলাম। আজ আপনাকে সমস্ত ঘটনা বলিবার জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি সে দিন বলিয়াছিলেন যে, এই সকল কথা অতুল বাবুর নিকট জানাইবেন। আমি আমার সমস্ত কথা বলিলাম, এখন আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহা করুন।

"আমার সঙ্গে এই যে বালকটীকে দেখিতেছেন, এইটীই অতুল বাবুর পুত্র সতীশ। বাছার আমার যদিও অল্প বয়স, তবুও বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে। আমি ছেলেবেলা থেকে ইহাকে লালন পালন করিতেছি বলিয়া এ বাপ মার চেয়ে আমাকে অধিক ভালবাসে। সেই জন্যই আমি ইহাকে আমার নিকট রাখিতে কোন কষ্ট পাই নাই। আমার সহিত অল্প টাকা

আছে, যদি এখানে কোথাও সুবিধা হয় তাহা হইলে আমরা সেই স্থানে কিছুদিন বাস করিতে পারি। এ সময়ে আপনি যদি তাঁর পুত্রের কোনরূপ উপকার না করেন, তবে আর কে করিবে?"

হরেন্দ্রকুমার শ্যামার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ অতুল বাবুকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার বাটীর সকল সমাচার বিস্তারিত রূপে জানাইলেন। পরে শ্যামাকে বলিলেন, "শ্যামা, আপাততঃ আমাদের বাসায় একটীও দাসী নাই। আমরাও একটী বিশ্বাসী দাসীর অন্বেষণ করিতেছি, যদি তোমার কোনরূপ আপত্তি না থাকে, তবে তুমিই সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পার। অবশ্যই বেতন পাইবে। আর আজ হইতে আমি তোমার সতীশের ভার গ্রহণ করিলাম। সতীশের জন্য যাহা কিছু ব্যয় হইবে, আমি দিব। বন্ধুপুত্রের ও আপনার পুত্রে কোন প্রভেদ নাই। অতএব আজ হইতে তোমায় আর সতীশের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না।

হরেন্দ্র বাবুর এই আনন্দজনক কথা শুনিয়া শ্যামা অতীব আহ্লাদিত হইল। বলা বাহুল্য, শ্যামা ও সতীশ হরেন্দ্রকুমারের কথানুযায়ী সেইখানেই বাস করিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ ভঞ্জন।

"O the heavens! what a one play had we."

Tempest.

প্রবোধ বাবুর বিধবা পত্নী মলিনা স্বামী ও শ্বাশুড়ীর মৃত্যুর প্রায় দুইমাস পর হইতেই পিত্রালয়ে বাস করিতে ছিলেন। সম্প্রতি ভূষণার গৃহত্যাগের কথা তাঁহার কর্ণে উঠিল, তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। বিশেষ সম্পত্তিতে তাঁহারও অংশ আছে ভাবিয়া বৃথা কালহরণ না করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন। নীরোদ বাবুর স্ত্রী মোহিনী তাঁহাকে সাধ্যমত যত্ন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

হরেন্দ্রকুমার মনোযোগের সহিত শ্যামার সমস্ত কাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ অনেকক্ষণ ধরিয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রবোধ বাবুকে তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। বিশেষ তিনি তাঁহার পিতা-মাতার নিকট প্রবোধ বাবুর অশেষ গুণের কথা শুনিয়া ছিলেন। নীরোদ ডাক্তারকে তিনি চিনিতেন, তবে তাঁহার সহিত কখন আলাপ হয় নাই। গ্রামের লোকে অনেকবার তাঁহার অসদাভিপ্রায়ের কথা কানাকানি করিত। কিন্তু কার্য্যে কিছুই দেখিতে না পাইয়া হরেন্দ্রকুমার বিশেষ কিছু মনে করিতেন না। বরং গ্রামের বিখ্যাত ডাক্তার জানিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। অতুলবাবু ও হরেন্দ্রকুমার

প্রায়ই সমবয়স্ক, সুতরাং শৈশবকালে উহাদের মধ্যে বিশেষ প্রণয় লক্ষিত হইত। এখন যদিও তাঁহাদের মধ্যে শতশত যোজন ব্যবধান, তবুও সেই পূর্ব্বপ্রণয়ের স্মৃতিটুকু মুছিয়া যায় নাই।

যাহা হউক, হরেন্দ্রকুমার শ্যামার সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "শ্যামা, একথা যদি তুই পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলি, তবে এতদিন কেন আর কাহাকেও বলিয়া অতুলকে পত্র পাঠাইতে পারিস নাই ?"

শ্যামা বলিল, "বড় বাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার একটু সন্দেহ হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই আমার সেই সন্দেহ বাড়িতে লাগিল। যখন আমি নিশ্চয় জানিতে পারিলাম যে, ব্রজবাবু ও তাঁহার স্ত্রী এই ভয়ানক কাণ্ডে লিপ্ত আছেন, তখন প্রথমতঃ সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই। কি জানি, যদি হিতে বিপরীত হয়। বিশেষ আমি মেয়ে মানুষ, কোনরূপে অতুল বাবুকে পত্র পাঠাইবার সুবিধা করিতে পারি নাই। এখন আপনার নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া অতুল বাবুকে একখানি পত্র লিখুন এই প্রার্থনা।"

অগত্যা হরেন্দ্রকুমার অতুলবাবুকে পত্র লিখিলেন। পত্র যথাসময়ে অতুলবাবুর হস্তগত হইলে তিনি উহা খুলিয়া পাঠ করিলেন। প্রথমতঃ তিনি পত্রের কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আবার পড়িলেন, এবার কতক কতক উপলব্ধি হইল বটে, কিন্তু হরেন্দ্রবাবুর কথায় কোন মতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। যদিও হরেন্দ্রের কথা তাঁহার অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, তথাপি এসূত্রে অতুলবাবু তাঁহার সমস্ত কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন।

নীরোদ বাবুকে অতুল বাবুর দৃঢ়বিশ্বাস। এ বিশ্বাস হওয়া সহজেই সম্ভব। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, অতুল বাবু হরেন্দ্র কুমারের পত্র পাঠ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "বড় দাদার মৃত্যু, মার মৃত্যু, ছোট বৌএর গৃহত্যাগ, এ সকলই মেজদাদা ও মেজবৌএর কার্য্য, একথা কিরূপে বিশ্বাস করি। শ্যামা অত্যন্ত বিশ্বাসী, তাহাকেও কখন মিথ্যা বলিতে শুনি নাই, কিন্তু সে যে তাঁহাদের পরামর্শ করিতে দেখিয়াছে, একথা কিরূপে বিশ্বাস করি। মেজদাদা মধ্যে মধ্যে আমাকে ছোটবৌএর চরিত্র দোষ সম্বন্ধে অনেকবার লিখিয়াছেন, তাহার পরই নফরচাঁদের সহিত সেই ঘটনার উল্লেখ করেন। আমি তাই ভূষণার চরিত্রে দোষ জানিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। যদিও মেজদাদা আমাকে ও সকল কথা লিখেছেন বটে, যদিও আমি তখন জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূষণার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিলাম, তথাপি সে সকল কার্য্য আমার জ্ঞানকৃত নহে। ভূষণা যে এরূপ বিশ্বাসঘাতিনী হইবে, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

শ্যামার কথায় আমার এখন ভ্রম দূর হইতেছে। আমি এখন সমস্তই বুঝিতে পারিতেছি। ইতিপূর্ব্বে বড়বৌও আমাকে বড়দাদার ও মার মৃত্যুতে সন্দেহ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এখন আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, শ্যামার কথা সত্য। উঃ! মেজদাদার কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র! কি ভয়ানক কুহকজাল বিস্তার! আশ্চর্য্য যে, শেষে মেজদাদা এমন কাজ করেন! যাঁহাকে আপনা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতাম, যাঁর একমাত্র কথায় বিশ্বাস

করিয়া প্রাণের ধন ভূষণাকে ত্যাগ করিলাম, তাঁহারই যখন এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা, তখন এ জগতে আর কাহাকেই বা বিশ্বাস করি? আপনার সহোদরে যখন একাজ করিতে পারিলেন, তখন অপরে যে এমন কার্য্য করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! বড় দাদাকে খুন! অবশ্যই অর্থের জন্য। যদি অর্থের জন্য বড়-দাদাকে হত্যা করিতে পারিলেন, তখন সে যে ভূষণার মস্তকে কলঙ্কের পসরা অর্পণ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বড়দাদা—আমাদের বড়দাদা কি সামান্য লোক ছিলেন, যাঁহার লালন পালনে আমরা শৈশবকালে পিতৃহীন হইয়াও পিতৃহীন বলিয়া ক্ষণকালের জন্যও অনুভব করি নাই, তাঁহার সেই জলন্ত ভ্রাতৃস্নেহের জন্য প্রতিশোধ স্বরূপ বুঝি তাঁর প্রাণদণ্ড হইল। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অতুল বাবু ক্ষণেক অন্যমনস্ক হইলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক পরে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন এবং নীরোদ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মেজদাদা! তোমাকে ধন্য! তুমি কোন্ অপরাধে স্নেহময়ী জননীকে এ সংসার হইতে দূরীভূত করিয়া দিলে? কোন্ অপরাধেই বা তুমি হতভাগিনী ভূষণাকে এরূপ যন্ত্রণা দিয়াছ বুঝিতে পারিতেছিনা। আর তুমি আমার ভ্রাতা নও। তোমার সহিত আর আমার কোন সম্বন্ধ রহিল না। তুমি যেরূপ আমাদের প্রতি ব্যবহার করিতেছ, আমিও এখন হইতে তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই দিনই কর্ম্মস্থান হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া একেবারে চাম্পাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীরোদ এ বিষয়ের কোন সংবাদও জানেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

"Sweet is revenge."
Shakespeare.

পাঠক অবগত আছেন যে, ভূষণা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে যেদিন নন্দেরচাঁদ শ্যামাকে প্রহার করিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দেয়, সেইদিন হইতেই মিত্রদের প্রকাণ্ড বাটী ও সমস্ত বিষয় নীরোদ বাবুরই অধিকারের মধ্যে আইসে। কিন্তু বিষয় এখনও সম্পূর্ণ তাঁহার হস্তগত হয় নাই। কারণ, প্রবোধ বাবুর মৃত্যুর পরে যে বাইট হাজার টাকা পাওয়া যাইবে, সে টাকা এখনও তিনি আদায় করিতে পারেন নাই। বড় বউ মলিনা তাহার প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু নীরোদ বাবু মলিনাকে কোন মতেই সে কথা জানাইতে চান্ না; তাহা হইলে মলিনা টাকা দাবি করিবে।

অনেক দিন চিন্তার পর নীরোদ বাবু এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একটী স্ত্রীলোককে জাল মলিনা সাজাইয়া তাহারই নামে টাকা লইলেন। বিমলা এ সকলের বিন্দুমাত্রও জানেন না। তাঁহার ভ্রাতা হারাণ বাবু একজন প্রাচীন ও বহুদর্শী লোক। তিনি প্রবোধ বাবুর হঠাৎ মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পাইয়া কিছু সন্দেহ করিয়াছিলেন। যাহা হউক ভগিনীপতির মৃত্যুর পর যে বাইট হাজার টাকা মলিনা পাইবে, ইহা

তাঁহার জানা ছিল। তিনি একসময়ে প্রবোধ বাবুর মুখে ঐ কথা শুনিয়াছিলেন। প্রবোধ বাবুর অনুরোধে তিনি এ কথাটা এতদিন গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রবোধ বাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পর তিনি একবার সেই টাকার তত্ত্ব লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে জানিতে পারেন যে, এখনও তাহা জমা আছে। মলিনা তখন শ্বশুরালয়ে ছিলেন। আরও দিন কতক গত হইলে আর একবার অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মলিনা সেই টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তৎপরে হারাণ বাবু ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একবার মিত্র-বাটী গমন করেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ টাকার কথা উত্থাপন করেন। মলিনা টাকার বিষয় কিছুই জানিতেন না, সে কথা স্পষ্টই বলিলেন। হারাণ বাবু বিষম সন্দেহে পতিত হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন; এবং নীরোদ বাবুকে এই সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রের উত্তর আসিল না। তখন হারাণ বাবুর সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মলিনার নিকটে আসিয়া সকল ব্যাপার বুঝাইয়া বলিলেন। মলিনা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন; এবং এ সব কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "আমার আর কয় দিন? যে কয়দিন আমায় জীবন ধারণ করিতে হইবে, তাহা শান্তিতে যাইতে দাও। অর্থে আমার প্রয়োজন নাই। যে অর্থের জন্য আমি অমন স্বামী হইতে বঞ্চিত হইলাম, সেই অর্থের জন্য আমি আর আত্মীয় স্বজনের সহিত বাদবিসম্বাদ করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি এ সকল কথা প্রকাশ করিলে তাহাদিগের নিকট আমার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। মেজ ঠাকুরের পুত্র

সুরেশ ও অতুলের পুত্র সতীশ যদি রক্ষা পায়, তবেই আমরা পরকালে এক গণ্ডূষ জল পাইব। উহারাই এখন বংশধর। উঁহাদের মুখ চাহিয়া এখন আর কোন গোলযোগ করিবার আবশুক নাই। ইহাতে যাহা অদৃষ্টে থাকে হউক, ক্ষতি নাই।"

মলিনা হারাণ বাবুর নিকটে ঐসকল কথা বলিলে পর, হারাণবাবু তখন তাঁহাকে আর কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু তিনি গুপ্তভাবে ঐ বিষয়ের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য এক জন চর নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার একটু বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রবোধ বাবুর হঠাৎ মৃত্যুতে হারাণ বাবুর সন্দেহ হইয়াছিল। যখন প্রবোধ বাবুর রক্ষিত অর্থ হস্তান্তরিত হইল, তখন তাঁহার সেই সন্দেহ ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল এবং প্রবোধ বাবুর মৃত্যুও যে নীরোদ বাবুর ষড়যন্ত্র তাহাও কতক পরিমাণে বুঝিতে পারিলেন। যাহাহউক একটী গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া তাহাকে এই সকল ঘটনার বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া তাহার সত্যাসত্য নিরু-পণ করিতে আদেশ দিলেন।

মলিনা শ্বশুরালয়েই বাস করিতে লাগিলেন। বয়স্থা হইলে স্ত্রীলোকেরা সহজে পিত্রালয়ে বাস করিতে চাহেন না। যদিও মলিনা বিধবা, যদিও শ্বশুরালয়ের সহিত তাঁহার এক প্রকার সম্বন্ধ দূর হইয়াছে, তথাপিও তিনি শ্বশুরালয় ছাড়িতে সক্ষম হইলেন না। অর্থের বিষয় এপর্য্যন্ত কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। নীরোদ বাবু ও মোহিনী তাঁহাকে যথেষ্ট সমা-দর করিতে লাগিলেন। কিসে তাঁহার সুখ হইবে, তাঁহারা সদাই তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সকল ব্যাপার মলিনার বড় ভাল লাগিল না। তাঁহার সন্দেহ কতক সত্য

বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। কেবল মনোযোগের সহিত তাঁহাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অতুল চম্পাপুরে আসিলেন। বাটীর দ্বারে অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সেই পুরাতন ভৃত্য নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে তাঁহাকে বাটীর ভিতর লইয়া গিয়া প্রবোধ বাবুর মৃত্যুর বিষয় যতদূর জানিত, সমস্ত প্রকাশ করিল। নবকুমার প্রবোধ বাবুর বড়ই বিশ্বাসী ভৃত্য। এমন কি প্রবোধ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী মলিনা তাহাকে আপন পুত্রের ন্যায় দেখিতেন। প্রবোধ বাবুর মৃত্যুতে নবকুমারেরও বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ভ্রাতার উপর ভ্রাতার এরূপ গর্হিত আচরণ অসম্ভব বিবেচনায় তাহা এতদিন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পায় নাই। এখন অতুল বাবুকেও সন্দিগ্ধ জানিয়া তাহার মনের কথা সকলই খুলিয়া বলিল।

এইরূপে তাহাদের কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় একজন লোক আসিয়া নীরোদ বাবুকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অতুলবাবু আগন্তকের তথায়আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আগন্তুক সে সকল কোন কথা না বলিয়া অতুল বাবুকে নীরোদ বাবুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। অতুল বাবু তখন তাঁহাকে বলিলেন, "আমি আজিই এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মেজ দাদার সংবাদ বিশেষ জানি না।" এই কথা শুনিয়া আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! তবে আপনার নাম কি অতুল বাবু! আপনিই কি মৃত প্রবোধ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা?"

অতুল। আপনার অনুমান যথার্থ। আমিই তাঁহার কনিষ্ঠ।

আগন্তুক। আপনার সহিত আমার কতকগুলি কথা আছে, যদি আপনার সাবকাশ হয়, তবে একটু অন্তরালে চলুন,—বলিব।

অতুল। আপনি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন। এই বলিয়া নবকুমারকে স্থানান্তরে যাইতে বলিয়া আগন্তুককে নিকটে আসিতে বলিলেন। আগন্তুক নিকটে আসিলে তিনি অতুল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি প্রবোধ বাবুর মৃত্যুর বিষয় কিছু অবগত আছেন?

অতুল। যখন বড়দাদা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন আমি এস্থানে উপস্থিত ছিলাম না। আমি দিল্লীতে কর্ম্মস্থানে ছিলাম, সেই জন্য উঁহার সবিশেষ কথা আপনাকে বলিতে পারিলাম না।

আগন্তুক। আপনি আমার নিকট কোন কথা গোপন করিলে আপনাদেরই অনিষ্টের সম্ভাবনা। আমি একজন গুপ্তচর। প্রবোধ বাবুর শ্যালক হারাণ বাবুই আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনার কি প্রবোধ বাবুর অকাল মৃত্যুতে কোন সন্দেহ হয় না?

অতুল। আপনি গুপ্তচর! কিসের অনুসন্ধান করিতেছেন? দাদার মৃত্যুতে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হয়।

আগন্তুক। আমি সেই তথ্য নিরূপণ করিতেই নিযুক্ত হইয়াছি। আরও অনেক কৌশল করা হইয়াছে, দেখা যাউক কি হয়। আজ আমি চলিলাম। দেখিবেন, যেন ইহার কোন বিষয় ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। নীরোদ বাবুকে সামান্য মনে করিবেন না। এই বলিয়া আগন্তুক তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অতুল বাবু পুনরায় নবকুমারকে আহ্বান করিয়া মলিনার

সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—জানিতে পারিলেন যে, মলিনা তখন সেই বাটীতেই বাস করিতেছেন। তখন অতুল বাবু মলিনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

মলিনার আকার দেখিয়া অতুল বাবুর বুঝিতে আর কিছুই বাকি রহিলনা। পরে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়বৌ ব্যাপার কি বলিতে পার! আমিত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। আমি মাতৃহীন হইলেও তুমি থাকিতে আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। আমায় তুমি সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল, কিছুই গোপন করিওনা।

মলিনা। ঠাকুরপো, ও সকল কথা এখনকার নয়। এই এলে,—খানিক বিশ্রাম কর, পরে সকলই জানিতে পারিবে।

অতুল। আমি কোন সুখে বিশ্রাম করিব বল। পিতার ন্যায় বড়দাদার অকাল মরণ, মার হঠাৎ মৃত্যু, ভূষণার গৃহত্যাগ এই সকল কথা জানিয়া শুনিয়া তুমি কেমন করিয়া আমায় স্থির হইতে বল। বড়বৌ আমি এখন সব বুঝ্‌তে পেরেছি, আর তোমায় কোন কথা বলিতে হইবেনা। আচ্ছা ছোটবৌ কোন অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছিল যে, তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

মলিনা। সেকি! তুমিইত তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতে বলিয়াছ। আবার এখন কেন অপরের স্কন্ধে দোষ চাপাও।

অতুল। আমার কথায় তবে তাহাকে দূর করা হইয়াছে। কলঙ্কিনী, আমি কোন লজ্জায় তাহাকে সংসারে রাখিতে বলিব। মেজদাদা মধ্যে মধ্যে আমাকে ভূষণার চরিত্র সম্বন্ধে নানাবিধ দোষ দিয়া পত্র লিখিতেন। এমন পত্র নাই

যাহাতে ভূষণার কোন না কোন বিষয়ে নিন্দা নাই। এ সকল কারণেই আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল সন্দেহ নাই; নতুবা এমন সাধ্বীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বলিব কেন? ভূষণা যেন কলঙ্কিনী, সতীশ কি করিল, শ্যামাই বা কি করিল? বড়বৌ! আমি সকল জানিয়াছি, কোন দোষে মেজবৌ আমার দুগ্ধপোষ্য বালক সতীশকে বিষ মিশ্রিত দুগ্ধ খাইতে দিয়াছিল। আর কেনই বা নদেরচাঁদ শ্যামাকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দিল। এ সকলের কারণ আমি যতদিন না বাহির করিতে পারি, ততদিন আর এসংসারে প্রবেশ করিব না মনে করিয়াছি। আর আমি যে চম্পাপুরে আসিয়াছি, এখন যেন তাহা অপ্রকাশ থাকে। নবকুমারকেও ঐরূপ সাবধান করিয়া দিয়া অতুলবাবু বিশ্রাম না করিয়া একেবারে কলিকাতায় হরেন্দ্রকুমার বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নীরোদচন্দ্র তাঁহার সমস্ত কার্য্য একাকী সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, সেই জন্য নদেরচাঁদ ও তাহার ডাক্তারখানার বেতন-ভোগী দেবেন্দ্র এই উভয়েই তাঁহাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিল। নদেরচাঁদের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দেবেন্দ্র নীরোদচন্দ্রের ডাক্তারখানায় যৎসামান্য বেতনের কর্ম্ম করিত। নীরোদচন্দ্র তাহাকে অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া অনেক অসৎ কার্য্য তাহার দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া লন। যখন একপ্রকার সমস্ত কার্য্য নিষ্পত্তি হইয়া গেল, নদেরচাঁদ তখন তাহার প্রাপ্য টাকা লইয়া নীরোদচন্দ্রের বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র সামান্য টাকা পাইল, টাকা চাহিলেই নীরোদচন্দ্র "কাল দিব" "পরশ্ব দিব" এইরূপ কথা বলিতেন।

দেবেন্দ্রের বয়স প্রায় ২৬ ছাব্বিশ বৎসর। চম্পা-পুরেই তাহার বাসস্থান। পরিবারের মধ্যে তাহার স্ত্রী, একটী পুত্র আর একজন পরিচারিকা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। পাছে নীরোদচন্দ্র তাহাকে কোন রূঢ় কথা বলেন, এই ভয়ে দেবেন্দ্র নীরোদ চন্দ্রকে বড় একটা কিছু বলে না। বিশেষ নীরোদ চন্দ্র তাঁহার প্রভু, অসময়ে অনেক উপকার করিয়াছেন, সুতরাং এরূপ স্থলে সে জোর করিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করে না। সে যাহাহউক, যখন দেবেন্দ্র দেখিল যে, নীরোদচন্দ্র টাকার নামও করেন না, তখন একদিন সেই সম্বন্ধে গুটিকতক কথা নীরোদচন্দ্রকে বলিতে মনস্থ করিল।

পরদিন দেবেন্দ্র নীরোদচন্দ্রের নিকট হইতে অর্থ প্রার্থনা করিলে তিনি কোন উত্তরই দিলেন না দেখিয়া দেবেন্দ্রের সন্দেহ হইল। দেবেন্দ্রের চরিত্র তাদৃশ দূষণীয় ছিলনা, কিন্তু নীরোদচন্দ্র তাহাকে শৈশবাবধি মানুষ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া সে নীরোদচন্দ্রের অতিশয় বাধ্য ছিল। নীরোদচন্দ্র যখন প্রথম তাহাকে অসদ্‌কার্য্যে লিপ্ত হইতে বলেন, তখন সে সম্পূর্ণ-রূপে অস্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু নীরোদচন্দ্র তাহাকে অনেক ভয় ও লোভ দেখাইয়া বশীভূত করিল।

দেবেন্দ্র ভয়েই অধিক বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বহু কাল নীরোদচন্দ্রের নিকট কর্ম্ম করিয়া তাঁহার চরিত্র বিষয়ক দোষ সকল দেবেন্দ্রের জানিতে আর বাকি ছিল না। পাছে নীরোদচন্দ্রের কথায় অস্বীকৃত হইলে তাহার বিপদ ঘটে, এই ভয়েই সে নীরোদচন্দ্রের কথায় স্বীকার পাইয়াছিল। যাহাহউক দেবেন্দ্র টাকা না পাইয়া কিয়ৎক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিল, পরে নীরোদচন্দ্রকে বলিল, "মহাশয়! আমাকে

দিন কয়েকের নিমিত্ত অবকাশ দিতে হইবে। আমার পুত্র পীড়িত হইয়াছে, সেই জন্য আমি আমার স্ত্রীকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি। যদি অবকাশ পাই, তাহা হইলে নিজেই তাহাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিতে পারি।" দেবেন্দ্রের কথায় নীরোদচন্দ্রের বিশ্বাস হইল। দেবেন্দ্র কখনই মিথ্যা কথা বলিত না। বিশেষ নীরোদ-চন্দ্র তাহাকে অতিশয় ভদ্র বলিয়াই জানিতেন, সেই হেতু তিনি দেবেন্দ্রের প্রার্থনায় অনুমোদন করিলেন, আর বলি-লেন যে, শ্বশুরালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলেই তাহার প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হইবে। বলা বাহুল্য—দেবেন্দ্র তাহাতে কোন-রূপে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

দেবেন্দ্র অবকাশ পাইয়া একেবারে আপনার স্ত্রী পুত্রকে তাহাদের পিত্রালয়ে রাখিয়া স্বয়ং প্রবোধচন্দ্রের বাটীতে আগমন করিল। পরে গোপনে নবকুমারের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া মলিনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিল। নবকুমার প্রথমতঃ তাহার কথায় অস্বীকার করিলে দেবেন্দ্র বলিল, "নবকুমার! তোমার ইহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। বিশেষ কারণ বশতঃই তোমায় আমি এই কথা বলিতেছি, ইহাতে আমাদের উভ-য়েরই মঙ্গল। আমি এমন অনেক সংবাদ জানি যাহাতে প্রবোধচন্দ্রের স্ত্রীর যথেষ্ট স্বার্থ আছে। বিশেষ প্রবোধ চন্দ্রের স্ত্রী আমার মাতৃস্বরূপা, তাঁহার নিকট আমার যাতা-য়াতে কোন বাধা হইতে পারে না।

দেবেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া নবকুমার আর কোন কথা বলিতে পারিল না। মলিনাকে বহির্বাটীর একটী কক্ষে আসিতে

বলিয়া দেবেন্দ্রকে তথায় লইয়া গেল। দেবেন্দ্র মলিনাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিল ও পদধূলি গ্রহণ করিল। মলিনা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্ষণকাল পরে দেবেন্দ্র মলিনাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মা! আমাকে আপনি বহুদিন হইতেই জানেন। আমার যেরূপ অবস্থা, যতদূর সম্পত্তি ও সংসারের সমস্ত সংবাদই আপনার অগোচর নাই। হয়ত আপনি আমাকে অতি সৎ প্রকৃতির লোক বলিয়াই জানেন। কিন্তু এ অধম এক ভয়ানক কার্য্য সাধন করিয়াছে। আপনার নামে প্রবোধ বাবু ৬০,০০০৲ ষাইট হাজার টাকা কোন স্থানে রাখিয়া যান। নীরোদ বাবু সেই টাকা আপনার নাম করিয়া অপর লোক দ্বারা আদায় করিয়াছেন। আপনি তাহার কিছুই অবগত নহেন। যাহাহউক আমিও সেই কর্ম্মে প্রধান সহায় ছিলাম। আমি না থাকিলে সেই কার্য্য কোন রূপেই সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যথেষ্ট অর্থ লোভেই আমায় সেই কর্ম্মে প্রলোভিত করিয়াছিল। আপনি আমার আয় ব্যয় ইত্যাদির বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমি নীরোদ বাবুর নিকট হইতে যে পনের টাকা মাত্র বেতন প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার সংসারের সমস্ত ব্যয় সংকুলান করা বড়ই কঠিন হয়। সেই জন্য আমি মধ্যে মধ্যে ঋণ-গ্রস্ত হইয়া পড়ি। বলিতে কি, আপনি আমার মার স্বরূপ, আপনার নিকট আর আমি কোন কথা গোপন করিব না। আমি ইতিমধ্যে প্রায় ২০০৲ দুই শত টাকা ঋণী হইয়াছি। যে ব্যক্তির দশ পনের টাকা মাত্র মাসিক আয়, তাহার পক্ষে ২০০৲ টাকা দেনা কতদূর ভয়ানক, তাহা আর আপনাকে বলিয়া জানাইব কি? আমি এই দুই শত টাকা কিরূপে

পরিশোধ করিব তাহার কোন উপায় পাইলাম না। ইত্যবসরে এই সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। নীরোদবাবু কথায় কথায় আমাকে বলিলেন যে, যদি আমি কোন স্ত্রীলোককে "মলিনা দাসী" বলিয়া মিথ্যা সাজাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে অনেক টাকা পাইতে পারি। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথায় সম্মত হইলাম, কিন্তু তখন আমি জানিতাম না যে নীরোদবাবু কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র পাতিয়াছেন। পরদিন আমি এক অপরিচিত স্ত্রীলোককে "মলিনা দাসী" বলিয়া ঠিক করিয়া দিলাম, তাহার দ্বারা নীরোদ বাবু অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। তখন আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম। নীরোদ বাবুর এই কার্য্য পাছে প্রকাশ হয়, এই ভয়ে আমাকে আরও অধিক অর্থ দিবেন স্বীকৃত হওয়াতে আমিও সেই কথা এতদিন কাহাকেও জানাই নাই।

"অর্থ পাওয়া দূরে থাকুক, নীরোদবাবুর পরামর্শে আমায় দিন দিন আরও অনেক দুকর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইতেছে দেখিয়া আমি কোন সুযোগে অবকাশ গ্রহণ করিয়াছি এবং যাহাতে এই সকল কথা আপনার কর্ণগোচর হয়, তাহাই করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি সকল কথা বলিলাম, আপনার যাহা ইচ্ছা আজ্ঞা করুন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

দেবেন্দ্রের কথা শুনিয়া মলিনার দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে উহার কতক কতক শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তুমি যে ইহাতে লিপ্ত আছ, তাহা জানিতাম না। সে যাহাহউক যখন তোমার কার্য্যে অনুতাপ হইয়াছে, তখন আমি তোমাকে আর কিছু বলিতে চাহি না। আর আমি তোমাকে ইহাও বলিতেছি যেন এই কথা, আর কাহার নিকট ব্যক্ত

না হয়। যদি তোমার আরও কিছু বলিবার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে তুমি কলিকাতায় হরেন্দ্রকুমার বাবুর বাসায় যাও। সেখানে অতুল আছে। তাহার সহিত পরামর্শ করিবে, যাহা প্রয়োজন হয়, তাহা অতুল করিবে।" এই বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

দেবেন্দ্র তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কলিকাতায় আগমন করিতে মনস্থ করিল। কিছুদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া হরেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। দেবেন্দ্র, অতুল বাবু ও হরেন্দ্রকুমার উভয়েরই পরিচিত। সুতরাং তথায় তাহাকে কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা দেবেন্দ্রের তথায় উপস্থিতির কারণ জানিতে পারিলেন। অতুল বাবু নীরোদ বাবুর নানাবিধ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা এইবার আরম্ভ হইল।

একদিন তাঁহারা সকলে সন্ধ্যার সময় পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় একজন লোক অতুল বাবুকে বাহির হইতে কে আহ্বান করিল। অতুল বাবু বাহিরে গমন করিয়া দেখিলেন, একজন অপরিচিত লোক তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। আকারে লোকটীকে সম্ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার নাম কি অতুল বাবু?" অতুল বাবু তাহাকে বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ।" "আপনার প্রয়োজন কি?"

আগন্তুক। আপনি হারাণ বাবুকে চিনেন? এই তাঁহার পত্র নিন্।

অতুল বাবু সেই পত্র লইলেন এবং পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার কি জানিবার প্রয়োজন বলুন।

আপনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি সাধ্যমত তাহার যথার্থ উত্তর দিব। এইটী হারাণ বাবুর অনুরোধ।”

আগন্তুক। আমি একজন গোয়েন্দা। হারাণ বাবুই আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নীর নামে কোন স্থানে প্রবোধবাবু অনেক টাকা রাখিয়া যান। নীরোদ বাবু বলিয়া তাঁহার এক ভ্রাতা নাকি সেই অর্থ কোন সুযোগে বাহির করিয়া লইয়াছেন। আমি সেই তথ্য অনুসন্ধানের জন্যই নিযুক্ত হইয়াছি। কিন্তু এখনও তাহার কোন বিশেষ সন্ধান করিতে পারিলাম না। যদি আপনি আমার দুই একটী কথার প্রকৃত উত্তর দেন, তাহা হইলে আমি সহজে তাহা প্রকাশ করিতে পারি।”

অতুল। মহাশয়! আপনি আমাদের উপকারের জন্য এত দূর কষ্ট করিতেছেন জানিয়া অতিশয় সুখী হইলাম। আর হারাণ বাবু আমাদের এত উপকার করিতেছেন জানিয়া আরও অধিক আনন্দিত হইলাম। বোধ হয়, আপনার সহিত আমার আর একবার চম্পাপুরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আপনি যাহা অন্বেষণ করিতেছেন, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাটীর ভিতর আগমন করেন তাহা হইলে এ বিষয়ে অনেক জানিতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া আগন্তুক আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, “অতুল বাবু! যাহাতে আমি শীঘ্র শীঘ্র এই সকল ঘটনার সত্যাসত্য অবধারণ করিতে পারি, আপনি আমাকে সেই বিষয়ে সাহায্য করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।” অতুলবাবু আহ্লাদিত হইয়া আগন্তুককে বাটীর অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন।

আগন্তুক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর অতুল বাবু, হরেন্দ্রকুমার ও দেবেন্দ্রকে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন

করিলেন। পরে শ্যামা ও দেবেন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি যে সকল কথা জানিতে চাহেন, ইহারা দুইজনে তাহার অনেক কথা জানেন। অতএব আপনি ইহাদিগকে, যাহা আপনার জ্ঞাতব্য আছে, জিজ্ঞাসা করুন, ইহারা যতদূর অবগত আছেন প্রকাশ করিবেন। আগন্তুক এই কথা শুনিয়া প্রথমে শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা! তোমার নাম কি?"

শ্যামা। শ্যামা।

আগন্তুক। তুমি কি কাজ কর, আর তোমার বাড়ীই বা কোথায়?

শ্যামা। চম্পাপুরেই আমার বাড়ী। ছেলেবেলা থেকেই আমি অতুল বাবুর বাড়ী কাজ কর্‌ছি।

আগন্তুক। আচ্ছা প্রবোধ বাবুর যখন মৃত্যু হয় তখন তুমি সে বাড়ীতে ছিলে?

শ্যামা। আজ্ঞে হাঁ! ছিলাম বই কি।

আগন্তুক। তুমি কি জান প্রবোধ বাবুর কি পীড়া হয়েছিল।

শ্যামা। পীড়া আবার কি হবে। তাঁকে ত আমাদের মেজবাবু আর তার শ্যালক নদেরচাঁদ কি করে মেরে ফেলে। সে অনেক কথা। আমাদের মেজবাবু একজন ভয়ানক লোক। সে খুন, জাল সব করিতে পারে। আবার তার স্ত্রী মোহিনীও তেমনি। দুইই সমান। আর 'নফরের মা' বলে যে একজন দাসী আছে, সে আবার তাদের উপর।

আগন্তুক। সে খুনি! বল কি! তুমি এ সকল কথা জান্‌তে পার্‌লে কি করে?

শ্যামা। বাড়ীতে থাক্‌লেই জান্‌তে পারা যায়। টাকার লোভে বড় ভাইকে খুন ক'রে সমস্ত বিষয় আপনার নামে ক'রে নিয়েছেন। কোন কৌশলে ছোট বউএর নামে কলঙ্ক চাপাইয়া সেই সকল কথা অতুল বাবুকে জানাইয়া বাড়ী হইতে দূর করতঃ তাঁহাকে বিষয়ের অংশ হইতে বঞ্চিত কর্‌লেন। আপনার গর্ভধারিণী মাতাকে কোন ঔষধ পান করাইয়া যমালয়ে পাঠাইয়া নিষ্কণ্টক হয়েছেন। শেষে কি না অতুল বাবুর দুগ্ধপোষ্য বালক সতীশকে বিষ মেশান দুগ্ধ দিয়া তাহাকে পর্য্যন্ত হত্যা কর্‌তে চেষ্টা করেন। আরও অনেক তাঁহারা করিয়াছেন। সে সকল কথা শুন্‌লে শরীর কাঁটা দিয়া উঠে।

আগন্তুক। আচ্ছা তোমাদের ছোটো বউ এখন কোথায় থাকেন? তিনি কি এ সকল কথা শোনেন নাই।

শ্যামা। অতুল বাবু যতদিন চম্পাপুরে ছিলেন ততদিন কোন গোলযোগ হয় নাই। শেষে যখন অতুল বাবু আর কর্ম্মস্থান হইতে ছুটী পাইলেন না, তখন তিনি, আমাদিগকে সেই স্থানে রাখিয়া স্বয়ং আপনার কর্ম্মস্থানে গমন করেন। তাহার পর হইতেই ঐ সকল ঘটনা হইতে থাকে। সেই জন্যই তিনি এ সকল বিষয়ের কোন খবর অবগত নহেন।

আগন্তুক। আচ্ছা ছোট বউ বাড়ী থেকে একাকী বাহির হইল কেন?

শ্যামা। মনের কষ্টে! যে সতী হয়, তার বৃথা অপমান সহ্য হবে কেন?

আগন্তুক। আচ্ছা! যে রাত্রিতে প্রবোধবাবু খুন হয়, সে রাত্রে তুমি বাড়ীতে ছিলে?

শ্যামা। আজ্ঞে হাঁ। ছিলাম বই কি ?

আগন্তুক। প্রবোধবাবুকে কি নীরোদ বাবু স্বহস্তে খুন করেন, না অপর কোন লোকের দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন করা হয় ?

শ্যামা। না, নীরোদবাবু নিজে তাঁহাকে খুন করেন নাই ; তাঁহার শ্যালক নদেরচাঁদই সেই কার্য্য শেষ করে। নীরোদ বাবু আর তাঁহার স্ত্রী মোহিনীই সেই কার্য্যের পরামর্শদাতা।

আগন্তুক শ্যামার নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া দেবেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবেন্দ্র বাবু যথাযথ যাহা জানিতেন সমস্তই বর্ণনা করিলেন। কিরূপে নীরোদবাবু এক অপরিচিত স্ত্রীলোককে "মলিনা দাসী" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, কিরূপে প্রবোধ বাবুর সঞ্চিত অর্থ নীরোদবাবু হস্তগত করেন সমস্তই কহিলেন। এই সকল কথা শুনিয়া আগন্তুক অতুল বাবুকে বলিলেন, "মহাশয় ! আমার যাহা যাহা প্রয়োজন ছিল সকলই পাইয়াছি। এক্ষণে আমি বিদায় হই।"

অতুল বাবু কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় ! এখন আপনি কি করিবেন স্থির করিয়াছেন।"

আগন্তুক। আমি এই সকল কথা এখনই হারাণ বাবুর নিকট লিখিয়া জানাইব। তাহার পর তিনি যেমন বলিবেন তেমনই করিব। আমার বোধ হয় তিনি এ বিষয় সহজে ছাড়িবার পাত্র নন্। তিনি কেবল টাকার কথাই জানেন। কিন্তু 'প্রবোধবাবুর মৃত্যুর বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। এখন তিনি ঐ সকল কথা শুনিলে আরও ক্রুদ্ধ হইবেন ও নীরোদবাবুর যাহাতে যথেষ্ট শাস্তি হয় তাহাতে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মতিভ্রমের ফলাফল।

"—Thurst had been my enemy indeed."
Shakespeare.

শ্রাবণমাস। অনবরত বৃষ্টিপাত বশতঃ কেহই বাটী হইতে বাহির হইতে পারে না। কদম্ব কেতকী প্রভৃতি কুসুম-সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইতেছে। হংস বক ডাহুক প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ নব সলিলে ক্রীড়া করিতেছে। ময়ূর ময়ূরী-গণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া কেকারবে জগত মাতাইয়া তুলিয়াছে। এইরূপ সময়ে একজন লোক শ্রাবণের ধারা সহ্য করিয়া নীরোদ বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে অন্দরে প্রবেশ করিল। নীরোদবাবু আপন কক্ষে বসিয়া স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে নফরের মা তাঁহাকে আসিয়া বলিল যে, একটী লোক একেবারে অন্দরে আসিয়া আপনাকে অন্বেষণ করিতেছে।

নীরোদ বাবু পূর্ব্ব হইতেই হারাণ বাবুর কার্য্যের বিষয় কতক জানিতে পারিয়াছিলেন। কেন না হারাণ বাবু প্রথমেই নীরোদ বাবুকে সেই সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। নীরোদ বাবু তখন কোন উত্তর না দেওয়াতেই তাঁহাদের উভয়েরই মনে সন্দেহ হয়। হারাণ বাবু মনে করেন যে,

নীরোদ বাবুই কৌশল করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, আর নীরোদ বাবু ভাবেন যে, হারাণবাবু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, অবশ্যই ইহার কোন উপায় করিবেন। সুতরাং যখন 'নফরের মা' আসিয়া নীরোদ বাবুকে ঐ সকল কথা বলিল, তখন তিনি একপ্রকার সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে তথা হইতে বহির্গত হইয়া আগন্তুকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

আগন্তুক তাঁহাকে দেখিয়াই বলিল, "মহাশয়! আপনার নাম কি নীরোদবাবু?

নীরোদ। হাঁ আমারই নাম নীরোদচন্দ্র মিত্র।

আগন্তুক। আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। এখনি আপনাকে আমার সহিত যাইতে হইবে। আসুন, বিলম্ব করিতে পারিবেন্ না।

নীরোদ বাবু আগন্তুকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন বটে, কিন্তু মৌখিক আস্ফালন করিয়া তাঁহাকে প্রথমে বাটীর বাহির হইয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু আগন্তুক ভয় পাইবার লোক নহেন, তিনি তখনই বলিয়া উঠিলেন, "নীরোদ বাবু! আপনার সকল ষড়যন্ত্রই প্রকাশ হইয়াছে। আপনি ত আপনার শ্যালক নদেরচাঁদের দ্বারা আপনার পিতৃ-তুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রবোধ বাবুকে হত করেন? আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী সতী সাধ্বী, তাঁহাকে আপনি অন্যায় অপমান করিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দেন; অবশেষে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে বিস দান করতঃ তাহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্যামাদাসীর জন্য আপনি তাহাতে কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। কেমন, এ সকল কথা কি

আপনার স্মরণ আছে? আসুন, বৃথা বাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন নাই। যদি আপনি আরও বিলম্ব করেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে বাধ্য হইব।"

নীরোদ বাবু নিস্তব্ধে সেই সকল কথা শ্রবণ করিলেন। ভয়ে তাঁহার হৃদয় দ্রুত স্পন্দন করিতে লাগিল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল, দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল, অবশেষে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে তিনি তথা হইতে একলম্ফে পলায়ন করিয়া একেবারে মোহিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কোন এক নিভৃত কক্ষে গমন করিলেন। মোহিনী তাঁহার ঈদৃশ ব্যাপার অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা, কি হয়েছে, অমন কোচ্চো কেন?

নীরোদ। মেজ বৌ! আমায় রক্ষা কর, আমায় বাঁচাও, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, কোথায় যাই! কিসে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাই।

মোহিনী। কি হয়েছে আগে বল, তার পর ত আমি উপায় বলিব।

নীরোদ। হবে আর কি। আমায় পুলিসের লোক ধরতে এসেছে; এবার আমি আর পরিত্রাণ পাব না

মোহিনী। কেন তুমি অমন কথা বল্‌ছ। কি হয়েছে?

নীরোদ। কি হয়েছে জান। আমার জাল প্রকাশ হয়েছে, নদেরচাঁদ খুনী আর আমি তার সহকারী বলে প্রকাশ হয়েছে। নদেরচাঁদ কোথায় পলায়ন করেছে। দেবেন সরে পড়েছে, এখন আমিই ধরা পড়িলাম।

মোহিনী। বল কি। হাঁ গা তবে কি হবে গা। কোথা যাবে গা। হাঁ গা, কেমন করে এ সকল হ'ল গা। এই বলিয়া মোহিনী রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

নীরোদ। কেঁদোনা কেঁদোনা, কিসে হ'ল জান? সেই শ্যামা দাসী আমার বিপক্ষে সাক্ষি দিয়ে একে একে সকল কথা বলেছে। দাদার খুন থেকে আর বড় বৌএর নাম জাল পর্য্যন্ত সকল কথা প্রকাশ হয়েছে। আবার শুনিলাম যে অতুল নাকি বড় বৌএর হয়ে সাক্ষি দিতেছে। মেজ বৌ এখন কি হবে! কোথায় যাই! কেমন করেই বা পরিত্রাণ পাই!!

মোহিনী। কি হবে তবে? হাঁ গা এমন সর্ব্বনাশও পোড়ালোকে করে গা? তা কিছু টাকা ঘুষ দিলে হয় না।

নীরোদ। না মেজ বৌ, সে টাকায় মিট্‌বে না। আমায় ধর্‌তে এসেছে, এখন ছাড়বে কেন? আগে কোন কথা জান্‌তে পার্‌লে যা হ'ক হ'ত, এখন আর হয় না। আমি বাহির হ'তে তাহাকে দেখিয়াই বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। কাজেও তাই হ'ল। এখন আমি সেখান থেকে ত পালিয়ে এসেছি। বিলম্ব হ'লে বলপূর্ব্বক লয়ে যাবে তাহাও জানি। মেজ বৌ বল দেখি, এখন কি করি। না যদি পলায়ন করি, তাহা হলে এখনই গ্রেপ্তার হ'ব। আর তোমাদের রেখেই বা যাই কোথা?

আগন্তুক হারাণ বাবুর নিযুক্ত গোয়েন্দা ভিন্ন আর কেহই নহে। যখন নীরোদ বাবু তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার সহিত অন্দরের ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু নীরোদ বাবুর অধিক বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া একেবারে অন্দরের ভিতরে প্রবেশ পূর্ব্বক নীরোদ বাবুর

হস্ত ধারণ করিলেন। আগন্তুককে দেখিয়াই মোহিনী তথা হইতে পলায়ন করিয়া অদূরে গুপ্তভাবে তাঁহার সমস্ত কার্য্য দেখিতে লাগিলেন, ও যখন আগন্তুক নীরোদ বাবুকে ধারণপূর্ব্বক সবলে তাঁহাকে বাটী হইতে বহির্গত করিয়া লইয়া যান, মোহিনী তখন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। দাস দাসী প্রভৃতি বাটীর সকলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই ফলদায়ক হইল না।

অতুল বাবু সেই গোয়েন্দাকে এইরূপ প্রণালীতে কার্য্য সমাধা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং নিজেও চম্পাপুরে যথা সময়ে উপস্থিত হইবেন এরূপ কথাও তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। কথা মত অতুল বাবুও সেই সময়ে চম্পাপুরে নিজ বাটীর কিছু দূরে অপেক্ষা করিতে ছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দাদের বিলম্ব হওয়াতে তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তথা হইতে আপন বাটীতে আগমন করিলেন।

যখন তিনি অন্দরে প্রবেশ করিলেন, তিনি দেখিলেন যে, গোয়েন্দা নীরোদ বাবুর হস্তধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বাহিরে আনয়ন করিতেছেন, আর মোহিনী চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "অতুল! আর দেখছ কি ভাই! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আমায় রক্ষা কর! আমায় রক্ষা কর!!

অতুল। মেজদাদা আমার সাধ্য কি যে তোমায় এ বিপদ হ'তে উদ্ধার করি। যখন ইহাতে আমার হাত নাই, তখন কি করে তোমায় রক্ষা করি। মেজদাদা! আপনি দাদার উপযুক্তই কার্য্য করেছেন। আমি আপনাকে যে আজন্ম

কাল অবধি বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তাহার এই কি প্রতি-ফল! বড়দাদা, আপনার নিকট কোন অপরাধে অপরাধী যে উঁহাকে—সেই পিতৃতুল্য দেবোপম বড়দাদাকে খুন করিলেন! বড়বৌ, অভাগিনী ভূষণা ইহাঁরাই বা আপনার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছিল যে, আপনি উহাঁদের প্রতি এরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন। মেজদাদা! কোন্ স্বার্থ সাধনের জন্য তুমি আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিলে? যে মাতা তোমায় দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়া আশৈশব লালন পালন করিত তোমাকে এত বড় করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অকালে হত্যা করিয়া যথেষ্ট প্রত্যুপকার করিয়াছেন! শেষে কিনা সতীশকে বিষপান করাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন! মেজদাদা! সে আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল। যাহাহউক ভ্রাতৃভক্তির আপনি জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন! আপনি জানিতেন যে, আমি এ সকল কিছুই জানি না। তাহা নহে, যেদিন আমি সতী সাধ্বী ভূষণাকে আপনার কথায় বাটী হইতে বহিস্কৃত করিতে বলিয়াছিলাম, সেই দিন হইতেই আপনার উপর আমার সন্দেহ হয়। ক্রমে অন্যান্য অনেক ঘটনায় আপনার সমস্ত কার্য্য সকল জানিতে পারিয়াছি। এখন আমি কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিব? ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, যদি তিনি ক্ষমা করেন। কিন্তু এরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়?

নীরোদ। অতুল আর না—যথেষ্ট হয়েছে। এত দিন আমি মোহে অন্ধ ছিলাম, অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু ভাই এখন সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি। ভাই অতুল! এখন তুমি আমায় বাঁচাতে পার্ব্বেনা, তার জন্য আমি কোন দুঃখ করিনা। আমার কার্য্যের উপযুক্ত ফলই

পাইয়াছি। আমি বিশ্বাসঘাতক—আমিই তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমিই মা ও বড়দাদাকে খুন করিয়াছি। আমিই বড়বৌএর এই দুর্দ্দশা করেছি। কিন্তু ভাই! ধর্ম্ম এ সকল সহ্য করিবে কেন? এখন উপযুক্ত ফলভোগ করিতে যাইতেছি। পরে গোয়েন্দাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চলুন মহাশয়, আমায় কোথায় ল'য়ে যাবেন্ চলুন।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বাহিরে গোলযোগ হইল। অতুল যেমন বাহিরে আসিলেন অমনি দেখিতে পাইলেন একজন পুলিস কর্ম্মচারী নদেরচাঁদকে বন্ধন করতঃ তাঁহাদেরই বাটীর দিকে আগমন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে নীরোদ বাবুও তথায় সেই গোয়েন্দার সহিত আগমন করিলেন। নদেরচাঁদ, নীরোদবাবু ও তাঁহার পশ্চাতে মোহিনীকে ক্রন্দন করিতে করিতে আগমন করিতেছে দেখিতে পাইয়া রোদন করিতে করিতে বলিল, "দিদি! এবার আমায় রক্ষা কর। আমি গরিবের ছেলে হ'য়ে কেন বড়মানুষের সংসারে প্রবেশ করেছিলেম। দিদি গো! এখন তোমার মুখে কথাটী নাই কেন? বাবা! ভগিনীপতির ভাতের এত তেজ জানুতে না। আর যেন কেউ আমার মত এরূপ অবস্থায় থাকিবেন না। যদি থাকিতে চান, তবে অবশেষে নদেরচাঁদের মত শ্রীঘর দেখতে যেতে হবে। দিদি আমার কি হবে গো!" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে নদেরচাঁদ ও নীরোদ বাবু গোয়েন্দার সহিত যথাস্থানে গমন করিলেন।

তাহারা প্রস্থান করিলে পর অতুল বাবু অনেক চিন্তা করিয়া মলিনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর তাঁহার হস্তে সংসারের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া

শ্যামা ও সতীশকে তথায় পাঠাইয়া দিবার জন্য হরেন্দ্রকুমার ও দেবেন্দ্র বাবুকে একখানি পত্র লিখিলেন।

যথা সময়ে শ্যামা ও সতীশ চম্পাপুরে আসিয়া উপনীত হইল। যদিও সতীশ এখন আর পূর্ব্বমত তাহার মার কথা জিজ্ঞাসা করেনা, তথাপি মধ্যে মধ্যে ঐ কথা লইয়া শ্যামাকে অত্যন্ত বিরক্ত করে। যেদিন সতীশ প্রথমে চম্পাপুরে আগমন করিল, সেই দিনই সে অতুল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! মা কোথা গেছে?" শ্যামা নিকটে ছিল, তাহার চক্ষে জল আসিল, সে বলিল, সতীশ! এখন ঘরে চল ভাই, তোমার বাবা এখন ব্যস্ত আছেন দেখ্‌ছনা।"

অতুল। না না, এখানেই থাক্। ভূষণা! আজ কোথায় তুমি? দেখ তোমা বিহনে তোমার অঞ্চলের নিধি সতীশ কিরূপ করিতেছে। তুমি যথার্থই সতীলক্ষ্মী পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। আমি তোমার উপযুক্ত নহে, সেইজন্যই তোমায় যত্নে রাখিতে পারি নাই। অমি বিনা কারণে একজন ঘোর বিশ্বাস-ঘাতকের কথায় বিশ্বাস করিয়া তোমায় দেশত্যাগিনী করিয়াছি। হায়! ভূষণা আমার জন্যই ভিখারিণী। আর এ জন্মে কি তোমার দেখা পাইব? বিষাদিনি! যথার্থই তুমি পতিপরায়ণা, কিন্তু আমি এমনিই মূঢ় যে সদাই তোমায় অযত্নে রাখিতাম। একদিনের তরেও তোমায় সুখী করিতে পারি নাই। তোমায় ত্যাগ করিয়া আমি বুঝিয়াছি আমার প্রাণ বড়ই কঠিন, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পিতাকে রোদন করিতে দেখিয়া বালক সতীশের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিল, "বাবা, তুমি কাঁদচ কেন বাবা!" বালকের অর্দ্ধস্ফুট এই কথা

শুনিয়া অতুল বাবু সতীশকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার বদন কমলে শত শত চুম্বন করিলেন। পরে তাহাকে নামাইয়া শ্যামাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্যামা! তোরই জন্য আমি আমার সতীশকে আবার পাইলাম। শ্যামা তুই ধন্য! তুই আমাদের দাসী নয়; তুই যে কার্য্য করিয়াছিস্, আপনার গর্ভধারিণীও সেইরূপ কার্য্য করিতে পারেনা। আমি তোকে এতদিন চিনিতে পারি নাই। শ্যামা! তোর এই ঋণ জন্ম জন্মান্তরেও পরিশোধ করিতে পারিব না।"

শ্যামা। আপনি কি বলেন! আমি কি এমন করেছি! আমি যা' করেছি, তা'র জন্য অত সুখ্যাতি কেন! আমি দাসী নয় ত কে। আমি যেমন তোমাদের দাসী ছিলাম, এখনও তাই রহিলাম। আমাকে অত কথা কেন বলেন বাবু?

অতুল। না শ্যামা, মানুষে অতদূর করেনা। সে যাহা-হউক, আজ হ'তে সতীশ তোর ছেলে স্বরূপ হ'ল।

সতীশ। হাঁ বাবা! তবে কি আমার মা নাই।

অতুল। আহা! বালকের এই কথা যে আমার বক্ষে শেলসম বিদ্ধ হ'লো। হায় হায়! আমি কোথায় যাই। কোথা গেলে আমার হৃদয়ের হৃদয় ভূষণাকে পাই। হা জগদীশ! ভূষণা কি জীবিতা আছে। আহা! পতিপরায়ণা সরলাবালা আমা হতে অনাথিনী!

পরে শ্যামাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্যামা! আমি চলিলাম, যদি ভূষণার কোন সন্ধান পাই, তবেই আসিব, নচেৎ এই আমার শেষ। আহা! আমার সাধের ভূষণা অনাথিনী!

এই বলিয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই বাটী

হইতে বহির্গত হইলেন, শ্যামা ও সতীশ অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

মলিনার হস্তে সংসারের সমস্ত আয় ব্যয় হিসাবের ভার ছিল। অতুল বাবু যেদিন বাটী হইতে চলিয়া যান, যেদিন নীরোদ বাবু পুলিসে গ্রেপ্তার হন, তাহার পরদিন মলিনা মোহিনীকে বলিলেন, "দেখ মেজবৌ! আমাদের আর এখন যেমন সময় নয় যে, এক সংসারে সকলের আহারাদির বন্দোবস্ত হ'বে। কিরূপ করিয়াই বা আমি সমস্ত সংসার এই অল্প আয়ে সংকুলান কোর্‌বো। অতএব আজ হ'তে তোমরা পৃথক ভাবে থেকে এই বাটীতেই আহারাদির উদ্যোগ কর।" মোহিনী পূর্ব্বরাত্রে বিছুমাত্র আহার করেন নাই। মলিনার মুখে সেই কথা শুনিয়া তিনি ক্রোধে প্রজ্জলিত হইলেন এবং বিমলাকে অনেক অকথ্যভাষায় গালি দিয়া সেদিনই আপন পিত্রালয়ে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

চম্পাপুরে মলিনা গৃহিণীর ন্যায় ও শ্যামা দাসীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। নবকুমার প্রবোধ বাবুর বিশ্বাসী ভৃত্য ছিল, সুতরাং মলিনা তাহার বিবাহ দেওয়াইয়া তাহাকে সস্ত্রীক আপন আবাসে রাখিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। সতীশ মলিনার বড়ই আদরের ধন হইল। ক্রমে ক্রমে সে ভূষণাকে ভুলিতে লাগিল। মলিনার অপার স্নেহে সতীশ একবার ভূষণার নাম পর্য্যন্তও করিত না। দেবেন্দ্র বাবু পূর্ব্বে নীরোদ বাবুর ডাক্তার খানায় চাকরি করিত। নীরোদ বাবু পুলিসে গ্রেপ্তার হইলে অতুল বাবু তাহাকে পুনরায় চম্পাপুরে আসিতে লিখিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"যোগীমা।"

Canst thou not minister to a mind diseas'd;
Pluck from the memory a rooted sorrow;
Raze out the written troubles of the brain.

Macbeth.

চম্পাপুরের প্রায় ছয়ক্রোশ পূর্ব্বে একটী নিবিড় বন আছে। তাল, তমাল, নারিকেল প্রভৃতি অত্যুচ্চবৃক্ষ-শ্রেণী প্রভুত বলবিক্রমে তথায় অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। লতাগণ আপন আপন মনোনীত বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যেন নিরাপদে স্বামী-সুখ সম্ভোগ করিতেছে। গুল্মসকল সময়োচিত ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া যেন রাজকর দানে সমুৎসুক হইয়া রহিয়াছে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণ নির্ব্বিঘ্নে সেই নিবিড় বনে বাস করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। এইরূপ জনরব তখন শুনিতে পাওয়া যাইত যে, এক যোগিনী সেই নিবিড় জঙ্গলে একাকিনী বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত সাহস করিয়া কেহই তাঁহার অন্বেষণ করিতে সাহসী হন নাই। কখন কখন গ্রামমধ্যে কোন যোগিনীকে দেখিতে পাইলেই তাঁহাকেই সেই বনের যোগিনী বলিয়া অনেক লোক তাঁহার অনুসরণ করিত

বটে, কিন্তু অবশেষে তাহারা কোন বিষয় স্থির করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে বাটীতে প্রত্যাগমন করিত।

সেই নিবিড় বনে যোগিনীকে অন্বেষণ না করিবার আরও একটী কারণ ছিল। শতসহস্র শ্বাপদসঙ্কুল হইলেও সেই বন মানব-সমাগম শূন্য ছিল না। ইহার অনেক গোপনীয় স্থানে দস্যুগণ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত এবং মধ্যে মধ্যে গ্রামের ভিতর হইতে লুণ্ঠন করিয়া পুনরায় সেইস্থানে আসিয়া নির্বিঘ্নে বাস করিত। সুতরাং কেহ বনে প্রবেশ করিলে তিনি যে দস্যুহস্তে নিহত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই ভয়েই কেহ বন অন্বেষণ করিতে সাহস করিত না।

চম্পাপুরের ছয়ক্রোশ দূরে অবস্থিত হইলেও সেই বন ও যোগিনীর বিষয় ভূষণার বিলক্ষণ জানা ছিল। সেই জন্যই তিনি মোহিনীকে বলিয়াছিলেন, "আমার যেদিকে দু চক্ষু যাবে, আমি সেই দিকেই যা'ব।" ভূষণা যখন দেখিল, যে, তাঁহার স্বামী পর্য্যন্ত তাঁহাকে অবিশ্বাসিনী মনে করিয়া বাটী হইতে দূর করিয়া দিতে লিখিলেন, তখন আর তাঁহার জীবন ধারণের ফল কি? তাই তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয় হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু তখন দিবালোকে অনেকে তাঁহাকে নানা কথা বলিবে, এই ভয়ে তখন তিনি এক পরিচিত বিশ্বাসী বৃদ্ধার বাটী গমন করিলেন। বৃদ্ধার এক কন্যা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। সে ভূষণাকে তাহাদের বাটীতে সহসা দেখিয়া প্রথমতঃ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পরে ভূষণা তাঁহার গৃহত্যাগের বিষয় জানাইয়া তিনি যে তাহাদের বাটীতে আসিয়াছেন একথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতা। অন্ধকার অল্পে অল্পে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিল। একটী একটী করিয়া তারকারাজি গগনমণ্ডলে সুশোভিত হইল। মন্দ মন্দ সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। জাতি, যুথী, মল্লিকা, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইল। হিংস্র প্রাণীগণ স্ব স্ব আহারান্বেষণে বহির্গত হইবার অভিপ্রায়ে আপন আপন আবাসস্থান ত্যাগ করিয়া দূর বনে গমন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা ও তাহার কন্যার আহারাদি শেষ হইয়া গেল। ভোজন সমাপনান্তে ভূষণা, তাহাদের সহিত অনেকক্ষণপর্য্যন্ত নানাকথায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে রাত্রি অধিক হইলে, সকলে শয়ন করিলেন। যখন বৃদ্ধা ও তাহার কন্যা ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা, ভূষণা তখন ধীরে ধীরে গৃহের অর্গল মোচন করতঃ বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সেই নিবিড় বনের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। যে বনের নাম শুনিলে বলবান ক্ষমতাশালী পুরুষমণ্ডলী ভীত হয়, সেইবনে ভূষণা গমন করিতেছেন জানিয়া, পাঠকবর্গের মনে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু ভূষণার মানসিক অবস্থা তখন স্বভাবকে অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি প্রতিপদে বিপদকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। রমণী-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ, তিনি ভোগ করিতেছেন। স্বামী-কর্তৃক বিতাড়িত হওয়াতে আর তাঁহার সংসারের সাধ নাই। শরীরে প্রয়োজন নাই; জীবনের আবশ্যকতা নাই। যাঁহার জন্য তিনি সংসার পাতিয়াছিলেন, যাঁহাকে তাঁহার জীবন যৌবন সকলই সমর্পণ করিয়াছেন; যাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিলে তিনি অস্থির হইতেন, প্রাণপণে যাঁহার মনরক্ষা

তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, যাঁহকে তিনি দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, সেই দেবোপম অতুল বাবুই যখন তাঁহাকে মিথ্যা কলঙ্কের কথায় বিশ্বাস করিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিতে লিখিলেন, তখন আর তাঁহার জীবনে প্রয়োজন কি?

দুই একবার সতীশের কথা তাঁহার হৃদয়ে উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, "শ্যামা আশৈশব তাহাকে লালন পালন করিয়া আসিতেছে। সতীশ শ্যামাকে পাইলে, আর আমাকে চাহিবে না। বিশেষ কোন না কোন সময়ে সে তাহার পিতার দর্শন পাইবে। তাই তিনি সতীশের ভাবনাও মন হইতে দূর করিতে পারিয়াছিলেন। এখন তাঁহার মন দৃঢ়। যখন একবার বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন, আর কোনক্রমেই তথায় প্রত্যাগমন করা তাঁহার উচিত নয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি সেই বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

নিশাবসানে ভূষণা বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে যে বনের নাম শুনিলে, তাঁহার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হইত, এখন স্বচ্ছন্দে সেই ভয়ানক বনে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে, ভূষণা অদূরে শুক পত্রধ্বনি শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কোন প্রাণীকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি ভীতা হইয়া আরও দ্রুতপদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর অধিক দূর যাইতে হইল না। "কে যায়?" বলিয়া এক যমদূতাকৃতি লোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আগন্তুকের অবয়ব অত্যন্ত বলিষ্ঠ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষু গোল অথচ বেশ

বড় বড়, বাহু আজানুলম্বিত, মস্তকে কেশগুচ্ছ বেণীর আকারে পশ্চাৎদিকে লম্বমান রহিয়াছে। হস্তে দীর্ঘ এক বাঁশের লাঠী। নিবিড় বনে এইরূপ আকৃতি দেখিয়া সকলেরই আতঙ্ক উপস্থিত হইতে পারে, ভূষণা তাহাতে স্ত্রীলোক— কুলকামিনী, কখনও বাটী হইতে কোথাও বহির্গত হন নাই। আগন্তুক যে দস্যু, তাহাতে আর ভূষণার সন্দেহ রহিল না, তিনি সাহসের ভরে উত্তর করিলেন, "আমি তোমার মা।"

ভয়ানক দস্যু ভূষণার মুখে ঐ কথা শুনিয়া প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল, পরে ভূষণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "মা! তুমি আমার বাস্তবিকই মা, যদি তাহাই না হইবে, তবে তোমাকে দেখিবামাত্র আমার মনে দয়া হইল কেন? মা! এই নিশাবসানে, এই নিবিড় বনে কোথায় গমন করিতেছ? তোমার ন্যায় স্ত্রীলোক কি এ বনে আসিবার যোগ্য।" দস্যুর কথা শুনিয়া ভূষণা একটু আশ্বস্ত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দস্যু তাহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক অব্যাহতি দিলেন। পরে তাহাকে আপন বিষয় আদ্যোপান্ত জানাইলেন। দস্যুও ভূষণার মুখে হৃদয়গ্রাহী প্রকৃত কথা শুনিয়া কিয়ৎ পরিমাণে বিচলিত হইল; এবং তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "মা! এই বনের মধ্যে এক যোগিনী বাস করেন, আমরা সকলেই তাঁহাকে "যোগীমা" বলিয়া থাকি। সত্য কথা বলিতে গেলে, তিনিই আমাদের দলের কর্ত্রী। আমরা বনমধ্যে ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামে দস্যুবৃত্তি করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করি, সমস্তই প্রথমে তাঁহার নিকট লইয়া যাই, পরে তিনি তাহা আমাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। কিন্তু নিজে

এক কপর্দ্দকও লন না। শুনিয়াছি নাকি তিনি পূর্ব্বে কোন্ দেশের রাণী ছিলেন, পরে রাজার মৃত্যু হইলে, উনি যোগ অভ্যাস করিয়া যোগিনী হইয়াছেন। সে যাহাহউক তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতায় আমরা সকলেই তাঁহার আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় বাস করিতেছি। আমরা যেমন তাঁহাকে ভক্তি করি, যোগিনীও সেইরূপ আমাদের স্নেহ করিয়া থাকেন। কখনও আমাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে, আমরা যোগীমার নিকটে গমন করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া লই। তিনি যাহা স্থির করিয়া দেন, তাহাতে আর কেহই কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিতে পারে না। মা! আমি তোমাকে সেইস্থানে লইয়া যাইতেছি, আইস।"

ভূষণা এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার সহিত যাইতে যাইতে বলিলেন, "আচ্ছা বাছা! যোগীমা কি একাকিনী থাকেন, না তাঁহার নিকট আর কোন লোক আছে?

দস্যু। না, যোগীমা একাকিনী থাকেন না। আর একজন স্ত্রীলোকও তাঁহার নিকট বাস করিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। আমি তোমাকে তাঁহাদেরই নিকট লইয়া যাইতেছি। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে তোমাকে পাইলে তাঁহারা অতিশয় আনন্দিত হইবে।

ভূষণা। বাছা! তোমাকে প্রথমে দেখিয়াই আমার যে ভয় হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নয়! কিন্তু এখন তোমার আচরণে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

দস্যু। কেন মা, আশ্চর্য্যের কারণ কি? ভয়ই হইবার ত সম্ভাবনা।

ভূষণা। দস্যুবৃত্তি যাহাদের ব্যবসায়, তাহাদের হৃদয় একপ

সরলতাময় হয় না। তুমি বলিয়াছ যে, তোমরা এই বনে ও ইহার নিকটস্থ গ্রাম মণ্ডলীতে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাক। কিন্তু এখন তোমার আকার প্রকার দেখিলে ও কথা বার্ত্তা শুনিলে দস্যু বলিয়া আর মনে হয় না। তাই বলিতেছি, বাবা! তোমরা কি এই ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাক, না আর কোন উপায় আছে? যখন তুমি আমার নিকট মাতৃ সম্বোধন করিয়াছ, তখন আর আমার নিকট মিথ্যা কথা বলা তোমার উচিত হয় না। যাহা তোমাদের বৃত্তি তাহাই বল।

দস্যু। মা! তোমায় কি আর সাধ করিয়া "মা" বলিয়াছি। মা! তোমার কণ্ঠস্বর আর মৃতা জননীর কণ্ঠস্বর একইরূপ, তাই মা তোমায় মা, বলিয়াছি। আর যখন তোমায় মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, তখন আর কেন মা তোমার নিকট কথা গোপন করিব। বলিতে কি, সেই যোগীমাই আমাদের সকলকে আহার দান করিয়া থাকেন। আর তাঁহারই আদেশ ক্রমে আমরা দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকি। নতুবা আমরা সামান্য মানব ভিন্ন আর কিছুই নহি। যোগীমা আমাদের কর্ত্রী। সুতরাং উনি আমাদের যাহা আদেশ করেন, আমরা সেইমত কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টা করি। কিন্তু যোগীমা আমাদের কখন অন্যায় আদেশ করেন না। কখন কোন জমীদার তাঁহার কোন প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া তাহার সমস্ত অর্থ ও দ্রব্যসামাগ্রী লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে নিঃস্ব ও গৃহ হইতে বঞ্চিত করিলে যদি যোগীমা ঘুণাক্ষরেও সেই সংবাদ পান, তাহা হইলে আমাদের তিনি সেইদিন সেই জমীদারের বাটীতে দস্যুবৃত্তি করিতে আদেশ দেন। এককথায় যোগীমা

আমাদের দরিদ্রের মাতা ও উৎপীড়কের যমসদৃশী হইয়া এই [illegible] বনে রাজত্ব করিতেছেন।

ভূষণা। আচ্ছা যোগীমা কি যোগবলে সমস্ত জানিতে পারেন, না কোন লোক তাঁহাকে সংবাদ দেন।

দস্যু। যোগীমা যোগবলে জানিতে পারেন কি না তাহা আমরা ভাল জানিনা বটে, কিন্তু তিনি ঐ সমস্ত সংবাদ পাইবার জন্যই আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আবার যদি আমরা কোন দিন কোন সংবাদ দানে বিস্মৃত হই, তবে যোগীমা নিজেই তাহা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন। এইরূপ তিন চারিবার হওয়াতে আমরা সকলেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কেমন করিয়া তিনি ঐ সকল সংবাদ প্রদান করিবার পূর্ব্বেই অবগত হন। তাহাতে যোগীমা হাসামুখে দুই একটী কথা বলিয়া আমাদিগকে এমনি ভাবে বিদায় করিয়া দিলেন যে, আমরা আর কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। মা! এ সকল কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ।

ভূষণা। জিজ্ঞাসা করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। তবে আমার বোধ হয় যোগীমা যোগবলে সমস্তই জানিতে পারেন, কেবল সেইটী কেহ জানিতে না পারে এই জন্যই তিনি তোমাদের বৃথা নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহাহউক আর আমাদের কতদুর যাইতে হইবে?

দস্যু। আর অধিক দূর নয় মা। ঐ যে অদূরে একটী তালবৃক্ষ দেখিতেছ, উহা হইতে প্রায় একপোয়া পথ গমন করিলেই আমরা যোগীমার আশ্রমে যাইতে পারিব। আর রাত্রি শেষ হইয়াছে। বোধ হয় আশ্রমে উপস্থিত হইতে

আলোক হইবে। মা! সকল কথাই বলিয়াছ, কিন্তু তোমার পুত্রাদির কথা ত বল নাই।

ভূষণা। বাবা! সে কথা তুলিয়া আর কেন আমায় কষ্ট দাও। আমার সতীশ নামে একটী পাঁচ ছয় বৎসরের বালক আছে। আহা! আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। জানিনা বালক এতক্ষণ আমা বিহনে কিরূপ চীৎকার করিতেছে। হায় রাক্ষসি! তোর জন্যই এমন সোণার সংসার ছারখার হইল।

দস্যু। মা! কাহাকে রাক্ষসি বলিয়া সম্বোধন করিলে? তোমার উপর কে রাক্ষসের কার্য্য করিয়াছে। এমন সুন্দর দেহে, সুন্দর প্রাণে কে আঘাত করে। মা আমাকে কি সে কথা বলিবার কোন আপত্তি আছে। যদি আপত্তি না থাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিবে কি?

ভূষণা। সে অনেক কথা বাবা। আমরা তিন বৌ ছিলাম, আমি সকলের কনিষ্ঠ। বিষয় বড়ঠাকুরপোর নামে ছিল। একদিন শুনিলাম যে, তাহাকে কে খুন করিয়াছে। পরে জানিলাম যে, সেই কার্য্য তাঁহারই মধ্যম ভ্রাতার কার্য্য। আমার কিন্তু সেরূপ বিশ্বাস ছিলনা। যদিও মেজঠাকুরপো খুন করে থাকেন, তাহা হইলেও ইহা তাঁহার স্ত্রীর পরামর্শ বশতঃ যে সম্পাদিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কার্য্যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে মেজদিদি রাক্ষসী ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই তাহাকে রাক্ষসী সম্বোধন করিলাম। বাবা! ঐ যে একটী আলোক দেখা যাইতেছে ঐটী কি?

দস্যু। মা! ঐ আলোকই, সেই যোগীনীর বাসস্থানের

আলোক। আর অধিক দূর নাই। আমরা প্রায় আসিয়াছি। আহা! আপনার যে আজ কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহা আমি বলিতে পারি না।

ভূষণা। বাবা! যখন আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া কষ্টে পদার্পণ করিয়াছি, তখন আর তাহার জন্য বৃথা কষ্ট পাইলে কি হইবে। আমার মানসিক কষ্টের সহিত এই সামান্য শারীরিক কষ্টের তুলনা হইতেই পারেনা, বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তাই বুঝিয়াছি বলিয়াই ইচ্ছা করিয়া কষ্টে পতিত হইয়াছি।

ক্রমে তাহারা সেই যোগিনীর পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন। যোগিনী ইতিপূর্ব্বেই নিদ্রাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করতঃ আপন ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতেছেন, এমন সময়ে সেই দস্যু ভূষণা সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "যোগীমা! আজ এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলাম। যে অরণ্যের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিলে, প্রায় বিশ ত্রিশ ক্রোশের লোক-সমূহের মনে ভয়ের উদয় হয়, সেই ভয়ানক বনে এই কুলকামিনীকে দেখিতে পাইয়া আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি। আপনার আজ্ঞায় আমাদের পক্ষে সকল স্ত্রীলোকই মাতৃ-স্বরূপা, সেই জন্যই ইঁহাকে এস্থানে লইয়া আসিয়াছি। ইনি বিশেষ বিপদে পতিতা বলিয়াই অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জন হেতু নিশ্চিন্তমনে এই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।" পরে ভূষণার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মা! এইত আপনাকে যোগীমার নিকটে আনয়ন করিলাম। এখন আমি যাইতে পারি।" ভূষণা সম্মতি-সূচক উত্তর প্রদান করিলে, দস্যু যোগীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিমেষ মধ্যে তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

দস্যু চলিয়া গেলে, যোগীমা ভূষণাকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি ভূষণার সরলতায় ও যথার্থবাক্যে এতদূর সম্প্রীতা হইয়াছিলেন যে, ক্ষণকাল পরে তাঁহাকে বলিলেন, "ভূষণা! আমরা উভয়েই সমবয়স্কা। এবং আমাদের উভয়েরই অদৃষ্ট একই-রূপ; যখন উভয়েই এইরূপে একত্রে মিলিত হইলাম; তখন আমার ইচ্ছা যে, তুমি আমার প্রিয়সহচরীরূপে এস্থানে অবস্থান কর। আমি তোমার স্বামীর ও অপর সমস্ত পরিবার-বর্গের সংবাদ আনাইব। সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।"

ভূষণাও প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া অল্পবয়স্কা ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু পাছে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যোগীমা অসন্তুষ্টা হন, এই ভয়ে তিনি তাঁহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করেন নাই। এক্ষণে যোগীমা যখন নিজেই তাঁহাকে আপনার সহচরী হইতে বলিলেন, তখন ভূষণা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি স্বামী-মুখে একসময় শুনিয়াছিলাম যে, সমান ধর্ম্ম, সমান অবস্থা, সমান মন এবং সমান অর্থ না হইলে, কখন মনের মিল হয় না। আপনি যোগিনী আমি একজন সামান্যা মূর্খা মানবী ভিন্ন আর কিছুই নহি। অতএব আপনার সহিত আমার সখ্যভাব কিরূপে সম্ভবিতে পারে?"

যোগীমা। তোমার স্বামী যথার্থই বলিয়াছেন। সর্ব্ব-প্রকারে উভয়ের মিল না হইলে, বন্ধুতা হয় না, আমিও স্বীকার করি। কিন্তু এরূপস্থলে উহাতে কিছুই তারতম্য হয় না। একত্রে বাস করা মানবের ধর্ম্ম। এতদিন আমি এই সকল দস্যু লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। এখন

তোমাকে পাইয়া তোমার সহিত যাহাতে আমার মনের মিল হয়, তাহাতে আমি বিশেষ চেষ্টিত আছি। উভয়ে একত্রে ধর্ম্ম-চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিব। তুমিও আমার সহিত সাধনা করিতে শিখিবে। ইহাতে শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকে। আর বিশেষ উপকার এই যে, ইহাতে তোমার পূর্ব্বস্মৃতি লোপ হইবে সন্দেহ নাই।

ভূষণা। আমি আপনার ন্যায় ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে পারিব কেন? আমার মন আমার স্বামী ও পুত্রের জন্য সদাই ব্যস্ত, একদণ্ড আমি তাঁহাদের চিন্তা ব্যতীত থাকিতে পারি না। বলিতে কি, এখন উঁহাদের চিন্তাই আমাকে এখনও জীবিত রাখিয়াছে। যেদিন আমি আমার স্বামীকে বিস্মৃত হইব, জগদীশ্বর! সেইদিনই যেন আমার মৃত্যু হয়। আমি এমন কোন ধর্ম্ম দেখি না, যাহাতে আমার স্বামী নাই। আমার স্বামী-চিন্তাই ধর্ম্ম, অন্য কোন ধর্ম্মচর্চ্চা আমার বড় ভাল লাগিবে না; কিন্তু আপনার কথামত আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না। ফল যাহাই হউক।

এইরূপে তাঁহারা সেই নির্জ্জন অরণ্যে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন গত হইলে, যোগীমা যখন দেখিলেন যে, ভূষণার মন এখনও সেইরূপ সদাই অন্যমনস্ক, তখন তিনি কতকগুলি অনুচরকে আহ্বান করিয়া ভূষণার স্বামী ও তাঁহার সমস্ত পরিবারের সংবাদ রাখিতে বলিলেন। তাহারা যোগীমার কথায় সম্মত হইলে, তিনি ভূষণাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভূষণা! আজই তোমার স্বামীর সংবাদ পাইবে। বৃথা চিন্তায় কোন ফল হয় না। যিনি তোমাকে বিনাদোষে কলঙ্কিনী বলিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া

দিয়াছেন, তাঁহার জন্য চিন্তা করিলে কি হইবে? তিনি আর কি তোমাকে লইবেন?" ভূষণা যোগীমার কথা শুনিয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "যোগীমা! আপনি কেমন কথা বলিতেছেন? এরূপ কথা ত আপনার ন্যায় গুণবতী স্ত্রীলোকের বলা উচিত নহে। স্বামী সকলই করিতে পারেন। আমার উপর আমার স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে।" তিনি রাখিতে ইচ্ছা করিলে রাখিতে পারেন, দূর করিতে ইচ্ছা করিলে দূর করিতে পারেন, কিন্তু তা বলিয়া আমি কেন তাঁহাকে ভুলিব। তিনি যাহা করেন, সকলই আমার ইষ্টের জন্য, অনিষ্টের জন্য নহে।

যোগীমা। ভূষণা! তুমি মানবী না কোন দেবী শাপ-গ্রস্ত হইয়া এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমি তোমাকে বাস্তবিক ঐ সকল কথা বলি নাই, কেবল তোমার মন পরীক্ষা করিবার জন্য ওরূপ বলিয়াছিলাম। যদি ইহাতে আমার কোন দোষ হইয়া থাকে, আমায় ক্ষমা কর। আজ হইতে জানিলাম যে, এই নির্জ্জন নিবিড় ভয়ানক অরণ্য পবিত্র করিবার জন্যই জগদীশ্বর তোমায় এইস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। যাহার ঈদৃশী স্বামী-ভক্তি, সে কখনও কষ্ট পায় না। জানি না কোন্ ঘোর পাপে তোমায় এরূপ মানসিক কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে।

ভূষণা আর কোন কথা না বলিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন দেখিয়া যোগিনীও আর কোন কথার উত্থাপন করিলেন না। পরদিন হইতেই ভূষণা তাঁহার শ্বশুরবাটীর সংবাদ অবগত হইতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"পীড়া।"

'জীবন ফুরায়ে এল,
যন্ত্রণা ত ফুরা'ল না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালে কত শত সমৃদ্ধিশালী ধনবান ব্যক্তি তাঁহাদের অতুল সম্পত্তি নষ্ট করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে, আবার কতশত দীনদরিদ্র অতিকষ্টে দিনপাত করিয়া এখন অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। কত শত ভূমিখণ্ড অগাধ জলধিগর্ভে নিহিত হইয়াছে, আবার কত শত নূতন দ্বীপ সেই উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর গর্ভে উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু অতুলবাবুর মনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি যেমন অবস্থায় সতীশকে শ্যামার নিকট রাখিয়া সেই সাধ্বী ভূষণার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহার মন সেই অবস্থা হইতে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ভূষণাকে না পাওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। আজ প্রায় পাঁচবৎসর অতীত হইয়াছে, তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন; কিন্তু ভূষণার কোনও সংবাদ এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই! শোকে দুঃখে তাঁহার শরীর বড়ই শীর্ণ ও বিশেষ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তাঁহার জীবনের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিল। তাঁহার বোধ হইল যে, ক্রমে মৃত্যুকাল আসন্নবর্ত্তী হইতেছে। এই ভাবিয়া তাঁহার একমাত্র পুত্র সতীশকে শেষ দর্শন করিবার

মানসে ভগ্ন অন্তকরণেই একবার চম্পাপুরে আগমন করিলেন। বাটীতে প্রবেশ করিয়া মলিনার সহিত সাক্ষাৎ করত, তাঁহার মুখে বাটীর সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিলেন। শুনিলেন নীরোদ বাবু ও নদেরচাঁদের যাবজ্জীবন কারাবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতুলবাবু এই সংবাদ শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত ও শোকান্বিত হইয়া মলিনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বড়বৌ! আর আমার সংসারে থাকিতে ভাল লাগে না, কিন্তু বোধ হয় আমার কাল পরিপূর্ণ, তাই শেষ সময়ে একবার সতীশকে দেখিবার জন্য চম্পাপুরে আসিয়াছি। বল—আমার সতীশ কেমন আছে।"

মলিনা। ছোট ঠাকুরপো! সতীশ বেশ আছে। আহা তেমন সোনার শরীর এমন হইয়া গেল। তোমার কি অসুখ হয়েছে? আর আমি তোমায় কোথাও যাইতে দিব না। তুমি আশৈশব আমাকেই অধিক ভালবাসিতে, এমন কি, মা অপেক্ষাও তুমি আমাকে অধিক ভক্তি করিতে। দেখ! আমার পুত্র নাই। তাহাতে আবার বিধবা; তোমাদের লইয়াই এখন সংসার। আমার কথা তোমায় শুনিতেই হইবে। আমি কল্যই তোমার চিকিৎসা করাইব।

অতুল। বড়বৌ! আমি সকল জানি। অল্পবয়সে পিতার কাল হওয়ায় বড় দাদাই আমাদের লালন পালন করিতেন। পিতাকে অতি অল্পই স্মরণ আছে। সুতরাং বড়দাদাই আমার পিতৃ-স্বরূপ। আর তুমি—তোমার গুণের কথা এক-মুখে প্রকাশ করা যায় না। আমাকে কোন দ্রব্য না খাওয়াইয়া আপনিও তাহা খাইতেন না। মার নিকট কোন বিষয়ের জন্য আব্দার করিলে, মা তিরস্কার করিতেন; কখনও

কথনও বা প্রহার করিতেন, ইহা তোমার ত আর অবিদিত নাই। কিন্তু তোমার নিকট যখন যাহা চাহিয়াছি, তখনই তাহাই পাইয়াছি। তাই আমি তোমায় মায় অপেক্ষা অধিক ভক্তি করিতাম। তোমরাই আমার পিতামাতারস্থানীয় হইয়াছিলে। তোমাদের ঋণ এজন্মে আমি পরিশোধ করিতে পারিলাম না।

মলিনা। ঠাকুরপো! ওরূপ অমঙ্গলের কথা বার বার কেন বলিতেছ। পীড়া অনেকেরই হয়। আরোগ্যও হইয়া থাকে।

অতুল। আমার যে কি পীড়া, তাহা ত আর তোমার অবিদিত নাই। যদি আমার পীড়া শারীরিক হইত, তাহা হইলে আমি গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু যেদিন হইতে এই বাটী পরিত্যাগ করিয়াছি—সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা—সেই অবধিই আমার শরীরের বল দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আমার বোধ হইতেছে যে, আর আমাকে অধিকদিন এ পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না।

মলিনা। ভূবণা! সে যাবে কোথায়? একদিন না এক দিন কাহারও চক্ষে পড়িবেই পড়িবে।

অতুল। ভূষণা কি আর জীবিত আছে। বড়বৌ! সে যে তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানিত না। তাহাতে আবার সে বড়ই অভিমানিনী। আমি দূর করিয়া দিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, সে আত্মঘাতিনী হইয়াছে।

মলিনা। সে সন্দেহ করিও না। ছোটবৌ সেরূপ ঘরের মেয়ে নয়।

অতুল। যতবার আমি ভূবণার বিষয় চিন্তা করি, ততবারই আমার মনোমধ্যে তাহার আত্মহত্যার কথা অগ্রেই উদয় হয়। তাই আমার বোধ হইতেছে, ভূষণা আর জীবিত

নাই। কিন্তু যে দিন আমি সত্য সংবাদ অবগত হইব, সেই দিনই জানিবে যে, অতুল এই পাপপূর্ণ পৃথিবী হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। আমি এত শীঘ্র এইস্থানে আসিতাম না, কেবল আমার অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তোমাকে ও সতীশকে দেখিতে আসিয়াছি। বড়বৌ! বোধ হয় এযাত্রা আমি রক্ষা পাইলাম না। একবার সতীশকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমি মনের সাধে দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করি।

মলিনা। অতুল! আমি তোমার মাতৃস্বরূপা। তুমিও আমায় মা ভিন্ন আর কিছুই মনে কর না। যদি তোমার বাস্তবিকই পীড়া হইয়া থাকে, কিছুদিন এইস্থানে বাস কর, আমি তোমার সেবা করিব। আমার পুত্রসন্তান না থাকায় তোমাদের লইয়াই সুখে বসবাস করিয়া আসিতেছিলাম; কোথা হইতে করাল কাল আমাদের সেই সুখের সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া সোনার সংসার ছারখার করিয়া দিল। এখন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে. কিন্তু আমি কোন প্রাণে তোমায় আবার ছাড়িয়া দিই। যদি আমার উপর তোমার এককণা মাত্র ভক্তি থাকে, তাহা হইলে তুমি কখন আমার বাক্য অবহেলা করিয়া আমাদের ত্যাগ করতঃ অন্যত্র কুত্রাপি যাইতে পারিবে না। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য না দেখিলে কখনই জীবিত থাকিতে পারিব না।

মলিনার এতাদৃশ করুণ বাক্যে অতুল বাবুরও হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তিনি রোদন করিতে করিতে মলিনার কথায় সম্মত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে মলিনা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার কক্ষে লইয়া গেলেন।

পরদিন অতুল বাবু আর শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পাঁচ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত নানা দেশভ্রমণে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে আবার তাঁহার মনের স্থিরতা ছিলনা। কোন দিন যে কোথায় বাস করিবেন, কতদূর অন্বেষণ করিবেন, এ সকলের কিছুই স্থিরতা ছিলনা। কোনদিন অর্দ্ধাহার, কোনদিন বা অনাহার করিয়াও দিনপাত করিতেছেন। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তাপিত হইয়া—প্রাবৃটের অবিশ্রান্ত ধারাপাতে ক্রমাগত সিক্ত হইয়া—হেমন্তের ভয়ানক হিমকে গ্রাহ্য না করিয়া কতদেশ, কত নগর, কত পল্লী যে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এই সকল কষ্টকে তিনি তখন কষ্ট বলিয়াই মনে করিতেন না। এখন তাহার সেই কষ্টভোগ করার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। আজ অতুলের ভয়ানক জ্বর হইয়াছে বলিয়াই শয্যা হইতে উঠিতে পারেন নাই।

মলিনা গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া অতুল বাবুর ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভয়ানক জ্বরবোধ হইয়াছে। তিনি অচেতনের ন্যায় শয্যায় পড়িয়া রোগ ভোগ করিতেছেন। মলিনা, এই ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তারকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঔষধাদি প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় শ্যামা তাঁহাকে রোগের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "রোগ বড় কঠিন হইয়াছে। তবে ভয় নাই, শীঘ্রই আরোগ্য হইবেন।"

দেখিতে দেখিতে প্রায় একমাসকাল অতীত হইল। অতুল বাবুর পীড়া উপশম হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার অবস্থা দিন

দিন শোচনীয় হইতে লাগিল। তিনি প্রায় সমস্ত দিনই অচেতন থাকেন। ডাকিলে প্রায় সাড়া পাওয়া যায় না। দেখিলে তাঁহাকে অতুল বাবু বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল কারণে মলিনাও বড়ই বিমর্ষ। কিসে অতুল আরোগ্য লাভ করিবে, এই চিন্তাই তাঁহার মনে ভয়ানক হইয়া উঠিল। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি কেবল তাঁহার সেবা করিতে নিযুক্ত থাকেন। বাস্তবিক অতুল বাবুর মাতা জীবিত থাকিলে তাঁহার যেরূপ সেবা শুশ্রূষা হইত মলিনা শ্বশ্রূর সাহায্যে তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম করিতেন না। যাহাহউক, অতুল বাবুর পীড়ার কথা শুনিয়া গ্রামের প্রায় সকল লোকই অতিশয় দুঃখিত হইল। এবং অবশেষে অন্য কোনস্থান হইতে একজন উপযুক্ত ডাক্তার আনয়ন করিবার জন্য পরামর্শ দিতে লাগিল। মলিনা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া তাঁহাদের গ্রামের উত্তরে প্রায় দশ ক্রোশ দূর হইতে একজন উপযুক্ত ডাক্তারকে আনায়ন করা হইল। এবং তাঁহার সাহায্যে অতুল বাবু ক্রমে ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেই নিবিড় অরণ্য-মাঝে ভূষণা যোগিনীর নিকট থাকিয়া স্বামীর সমস্ত সংবাদ অবগত হইতেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি যোগিনীর-নিকট হইতে অনেক শাস্ত্র কথাও শুনিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার মন তখন বড়ই চঞ্চল থাকাতে তিনি সে বিষয়ে বড় কিছুই উন্নতিলাভ করিতে পারিলেন না।

সে যাহাহউক, ভূষণা অতুল বাবুর পীড়ার কথাও ক্রমে শুনিতে পাইলেন। যেদিন তাঁহার পীড়া বড় সাংঘাতিক হইয়াছিল, ভূষণার ইচ্ছা ছিল, সেইদিন একবার স্বামীর সহিত

সাক্ষাৎ করে, কিন্তু যোগিনী তাঁহাকে আশ্বস্ত করায় সেদিন আর তাঁহার যাওয়া ঘটিল না। ক্রমেই অতুল বাবুর পীড়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল দেখিয়া একদিন ভুবনা যোগিনীকে বলিলেন, "যোগীমা! আমি আপনার নিকট বসবাস করিলেও আপনার ন্যায় স্বার্থত্যাগ করিতে এখনও শিক্ষা করি নাই। আজ যেরূপ সংবাদ পাইলাম, তাহাতে যদি আমি একবার এই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করি, তবে কি আর এ জন্মে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইব।"

যোগীমা। ভুবনা! আমি বলিতেছি যে, তোমার স্বামীর কোন ভয় নাই, তিনি নিশ্চয়ই শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিবেন এবং সেই জন্যই তোমায় তাঁহার নিকট এখন যাইতে বারম্বার নিষেধ করিতেছি। আরও একটী বিশেষ কারণ আছে, যদি এই দুর্ব্বল অবস্থায় তোমার স্বামী তোমায় দেখিতে পান, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, তিনি প্রথমতঃ অতিশয় কষ্টে পতিত হইবেন, হয়ত তাঁহার অবস্থা আরও মন্দ হইতে পারে।

ভুবনা। আমি শুনিয়াছি যে, তিনি এখন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। এবং আমাকে অন্বেষণ করিবার জন্য প্রায় চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করিযাছেন। আমার বোধ হয় সেই দারুণ কষ্টে তাঁহার এতাদৃশ পীড়া হইয়াছে।

যোগীমা। হাঁ, তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ। তোমার স্বামী অতুল বাবু একটী দেবতুল্য মানব! তাঁহার ভ্রাতা নীরোদ বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মোহিনীই যত অনিষ্টের মূল। অতুল বাবু তোমারই অন্বেষণে হতাশ হইয়া এরূপ

ভয়ানক পীড়িত হইয়াছেন। বিশেষ, যখন তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, যখন তিনি তোমার জন্য এতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি তোমায় পাইলে যে অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার ন্যায় স্বামীপরায়ণা স্বাধ্বী সতীর উচিত নহে। তোমার নিজের সুখের জন্য তুমি কখনই অতুল বাবুকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করনা। তাই তোমায় কিছু দিন অপেক্ষা করিতে বলিতেছি।

এদিকে অতুল বাবু দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন দেখিয়া মলিনা ও শ্যামার আনন্দের আর সীমা রহিল না। অতুলবাবু ক্রমশঃ সবল হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এক চিন্তায় তিনি শীঘ্র শীঘ্র সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না।

কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে অতুল বাবু একদিন সন্ধ্যার সময় সায়ংকালীন সমীরণ সেবন করিবার জন্য বাটীর নিকটস্থ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে এক যোগিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন! অন্ধকার ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিয়াছে। বিহঙ্গমকুল কলকলরবে কুলায়াভিমুখে গমন করিতেছে। একটী একটী করিয়া আকাশে নক্ষত্র ফুটিতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণ পুষ্পসৌরভে স্নান করিয়া জনগণের মনে বিপুল আনন্দবারি বর্ষণ করিতেছে। অতুল বাবু প্রথমতঃ সেই যোগিনীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু যখন তাঁহাকে তাঁহারই দিকে আসিতে দেখিলেন, তখন তিনি তাঁহার অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,

অপেক্ষা করিবার অতুল বাবুর এইরূপ একটী বিশেষ কারণ আছে। তিনি প্রথমতঃ যোগিনীকে দেখিয়াই ভূষণা মনে করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, যে, যদি ভূষণা জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে তিনি যোগিনী ভিন্ন আর কোন উপায়ে জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য তাঁহার কালস্বরূপ হইয়া পড়িবে। কিন্তু সন্দেহ বশতঃ স্বয়ং নিকটে যাইতে পারেন নাই।

যোগিনী ক্রমে তাঁহার নিকট আসিলেন বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়াইলেন না। তিনি তাঁহার দিকে একবার মাত্র লক্ষ্য করিয়াই অদৃশ্য হইলেন। অতুল বাবু এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং সেই সংবাদ তখনই মলিনাকে জানাইলেন।

আরও একমাস অতীত হইল। অতুল বাবুর মানসিক পীড়া ব্যতীত আর কোনও অসুখ নাই। যেদিন তিনি যোগি-নীকে দেখিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহার ভূষণা পাইবার আশা হইয়াছিল। কিন্তু যখন এই সুদীর্ঘকাল অতীত হইল—যখন আর ভূষণা সম্বন্ধীয় কোন সংবাদ পাইলেন না, তখন তিনি হতাশ হইলেন,—কেবল মাত্র পুত্র সতীশকে লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে দৃঢ় সংকল্প হইলেন।

যোগিনী সেদিন অতুল বাবুকে দেখা দিয়াই অদৃশ্য হইয়াছিলেন। তিনি অতুল বাবুর সহিত কোন কথা কহিবার অভিপ্রায়ে আইসেন নাই। ভূষণাকে দেখিবার জন্য আসিয়া-ছিলেন। যোগিনী আপনার পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলে ভূষণা তাঁহাকে অতুল বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও যথাসম্ভব তাহার উত্তর দিয়া বলিলেন, "ভূষণা! আর আমি তোমায় এস্থানে রাখিতে ইচ্ছা করিনা। তোমার স্বামী

সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। সুতরাং, শীঘ্রই তুমি তোমার স্বামীর সহিত সংমিলিত হইবে। আজ হইতে একমাস পরে যখন একদিন রাত্রিকালে আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া তোমার স্বামীর সহিত মিলন করিয়া দিব, তখন তুমি প্রিয়বালা নামে আত্মপরিচয় প্রদান করিবে।" তুমি আমাদের সকলের প্রিয় বলিয়া তোমাকে এই নাম দেওয়া গেল। যোগীমার কথায় ভূষণার আনন্দের সীমা রহিল না। স্বামীর শ্রীচরণ দর্শন করিবেন, ইহা অপেক্ষা পতিব্রতা স্ত্রীর আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে। যাহা হউক, সেদিন আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহারা শয়ন করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—○—

দাসী—চরণে।

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তিচ।"

উত্তর চরিত।

দেখিতে, দেখিতে একমাস চলিয়া গেল। ভূষণা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া যোগিনীকে তাঁহার পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। যোগিনীও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সেইদিনই লইয়া যাইবেন এরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন।

অদ্য অমাবস্যা। চন্দ্রদেব উপর্য্যুপরি একমাসকাল নিয়-মিতরূপে আপনার কার্য্য সমাধা করিয়া মাসান্তে কেবল এক দিন মাত্র অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন। তারকারাজী সেই সুযোগে আপনাদের লাবণ্য প্রকাশ করিয়া জগতে ক্ষীণালোক প্রকাশে যত্নবান হইতেছে। দুই একটী খদ্যোতিকাও টিপ টিপ করিয়া এই অবসরে এক একবার জ্বলিতেছে। নিশাচর জন্তুগণ রাত্রির প্রারম্ভ হইতেই অন্ধকার দেখিয়া মনের আনন্দে আপন আপন কার্য্য সাধনে তৎপর হইতেছে। অতুল বাবু অভ্যাসমত সেদিনও বাটীর সংলগ্ন উদ্যানে পদচারণা করিতে-

ছিলেন। রাত্রি অধিক দেখিয়া তিনি ধীরে ধীরে আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

প্রবোধ বাবুও যে সেই উদ্যানের প্রতি বিশেষ যত্ন করিতেন তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। প্রবোধ বাবুর কক্ষও ঠিক সেই উদ্যানের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থিত। প্রবোধ বাবুর মৃত্যু হইবার পর হইতে মলিনা আর সেই কক্ষে যাইতেন না। সুতরাং অতুল বাবু আরোগ্য হইলে মলিনা তাঁহাকে সেই কক্ষেই অবস্থান করিতে আদেশ করেন। অতুল বাবু প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মলিনা পাছে দুঃখিতা হন, এজন্য তিনি সেই কক্ষেই শয়ন করিতেন। এক্ষণে তিনি সেই কক্ষের মধ্যেই প্রবেশ করিলেন।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ একস্থানে উপবেশন করিলেন। পরে একখানি পুস্তক লইয়া পাঠ করিতে নিযুক্ত হইলেন। দ্বাররুদ্ধ ছিলনা। সহসা মৃদুমন্দ মলয় পবনে গৃহের আলোক নির্ব্বাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মানবের পদ শব্দ শ্রুত হইল। অতুল বাবুর ভয় হইল। এই রাত্রে এমন নির্জ্জন স্থানে মানবের পদশব্দ অসম্ভব বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। পরক্ষণেই তিনি প্রদীপ জ্বালিলেন। কিন্তু প্রদীপ আবার নির্ব্বাপিত হইল। অবশেষে অতুলবাবু হতাশ হইয়া সেই অন্ধকার গৃহে বসিয়া মনে মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা পশ্চিমদিকে একখানি মেঘ দেখা দিল। ক্ষণকাল মধ্যে তাহা দিগদিগন্ত আবৃত করিল। সৌদামিনী সময় বুঝিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। মৃদুমন্দ মলয় পবন সেই ভয়ে ভীত হইয়া চকিত ও স্তম্ভিত হইল। ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন হইতে লাগিল। ক্রমে ঘোরবেগে বায়ু বহমান হইতে লাগিল। অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। বৃষ্টির জল গৃহে প্রবেশ করি

তেছে দেখিয়া অতুল বাবু যেমন দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন, অমনি বিদ্যুতালোকে দুইটী স্ত্রী-লোককে অবলোকন করিলেন। তাঁহার মনে ভয় হইল। ইতি-পূর্ব্বে তবে কি তিনি তাঁহাদেরই পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন? এই চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল।

কিয়ৎকাল নিস্তব্ধভাবে তিনি সেইস্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। এক একবার যেমন সৌদামিনী প্রকাশ পাইতে লাগিল, অতুল বাবু অমনি তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার ভয় অন্তর্হিত হইল। মনে ঔৎসুক্য আসিল। তিনি ধীরে ধীরে তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু যতই তিনি সেইদিকে যাইতে লাগিলেন, ততই সেই স্ত্রীলোকেরা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। এবং ক্ষণকাল মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই ব্যাপার দেখিয়া অতুলবাবুর মনে পুনর্ব্বার ভয়ের উদ্রেক হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহে আসিয়া অগ্রে প্রদীপ জ্বালিলেন, পরে সিক্তবসন পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্যাপার বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার তন্দ্রা আসিল। ক্রমে দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। সেই স্ত্রীলোক দুইটীও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং একজনকে তথায় রাখিয়া অপর নিঃশব্দপদসঞ্চারে কোথায় চলিয়া গেল।

কক্ষস্থিত রমণী অতুল বাবুর নিদ্রিত দেহের নিকট গমন করিয়া তাঁহার চরণ-সেবায় নিযুক্ত হইল। স্ত্রীলোকস্পর্শে অতুল বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চমকিত হইলেন। সহসা এক স্ত্রীলোককে পদতলে দেখিয়া উপদেবতা বোধে চীৎকার করতঃ অচেতন হইয়া পড়িলেন। রমণী সেই

অচেতন শরীরকে ক্রোড়ে তুলিয়া সযতনে তাঁহার সেবা করিতে নিযুক্ত হইল।

অল্পকাল মধ্যেই অতুল বাবুর সংজ্ঞালাভ হইল! এবার রমণী অগ্রেই তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি তাঁহার দাসী ভিন্ন আর কেহই নহে। প্রথমতঃ, অতুল বাবু সে কথায় বিশ্বাস করেন নাই, অবশেষে তাঁহার কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিলেন। উভয়েই এইরূপ মিলনে যে কতদূর আনন্দিত হইলেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

সুখে সে রাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। এতদিন পরস্পর পরস্পরকে যত কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সময় পাইয়া তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। উভয়েই উভয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতুল বাবু ভূষণাকে বলিলেন, "ভূষণে! আমরা পূর্ব্বজন্মে না জানি কি মহাপাপ করিয়াছিলাম, যাহার ফলস্বরূপ এই বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিতে হইল।" ভূষণা বলিলেন, নাথ! ভূষণা আর নাই; ভূষণার পরিবর্ত্তে যোগীমা প্রদত্ত প্রিয়বালা নামেই আমায় সম্ভাষণ করিবেন। এই বলিয়া যোগিনী সম্বন্ধীয় তাবৎ কথা স্বামীকে বলিলেন। বলা বাহুল্য সেই দম্পতী সে রাত্রি অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করিয়াছিলেন।

পরদিন সকলেই জানিতে পারিল যে, ভূষণা আসিয়াছেন। মলিনা যত্নসহকারে তাঁহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিয়া নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। উভয়েই উভয়ের ব্যবহারে প্রীত হইলেন। সতীশ মাতাকে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল। শ্যামার আনন্দের আর সীমা নাই- এতদিন পরে মিত্র-পরিবার মধ্যে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—o*o—

শেষ।

"Pardon me what I have spoke ;
For 'tis studied, not a present thought,"

Shakespeare.

হরেন্দ্র বাবুর বেতন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে তাঁহার একটী পুত্র সন্তান হইল। পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে হরেন্দ্র বাবু মহা সমারোহ করিলেন। মিত্র-পরিবারও তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সেদিন হরেন্দ্র বাবুর শ্যালক ও তাঁহার স্ত্রীর পিতামহীও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

যখন বেলা প্রায় পাঁচটা, সেই সময় হরেন্দ্রকুমারের স্ত্রীর পিতামহী সহসা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ঐরূপ যাতনা ভোগ করিলেও সেদিন তাঁহার পীড়া এরূপ প্রবল হইল যে, তিনি অতিকষ্টে কথা কহিতে সমর্থা হইলেন। সহসা এইরূপ ব্যাপারে হরেন্দ্রকুমার বিশেষ ব্যাকুল হইলেন এবং একজন চিকিৎসককে আনয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। চিকিৎসক নিরাশ হইয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, রোগী আজই মারা পড়িবে।

ক্রমে রোগীর যাতনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন তিনি হরেন্দ্রকুমারকে নিকটে আহ্বান করিয়া অপর সকলকে তথা হইতে অন্যস্থানে যাইতে বলিলেন। হরেন্দ্রকুমার তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি বলিতে লাগিলেন, "হরেন্! আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, ইহা আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু যতক্ষণ আমি তোমাকে একটী গোপনীয় কথা না বলিব, ততক্ষণ আমি সুস্থ চিত্তে মরিতে পারিব না। সেই জন্যই তোমায় এখন আহ্বান করিয়াছি। বিনোদ তোমার আপনার শ্যালক নহে। তোমার স্ত্রী ভিন্ন তোমার শ্বশুরের আর কোন সন্তানাদি হয় নাই। সে যাহা হউক, একদিন আমাদের ধাত্রী একটী সদ্যোজাত পুত্রকে আমাদের নিকট রাখিয়া যায়। প্রত্যহ আমাদের বাটীতে আসিয়া সে তাহার যথাসাধ্য যত্ন করিত। আমাদের পুত্র সন্তান নাই বলিয়া, আমিই উহাকে প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হই। যখন সেই ধাত্রীর মুমূর্ষুকাল উপস্থিত হয়, তখন সে আমায় ডাকিয়া বলে যে, ঐ সন্তানটী প্রবোধচন্দ্র মিত্রের। প্রবোধ বাবুর মধ্যম ভ্রাতা নীরোদ বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মোহিনীর পরামর্শেই সে ঐরূপ ভয়ানক কার্য্য করিয়াছে। আরও সে কতকগুলি কাগজ আমার নিকট দিয়া যায়।" এই কথা বলিতে বলিতে রোগীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল। হরেন্দ্র বাবু জল দিলেন, বৃদ্ধা তাহা পান করিবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

যথা সময়ে তাঁহার সৎকার করিয়া হরেন্দ্রকুমার পরদিন সেই কাগজ সকল তাঁহার শ্বশুরবাটী হইতে আনয়ন করাইলেন। তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইল যে, বিনোদ প্রবোধ বাবুর শেষ

পুত্র। তৎক্ষণাৎ অতুল বাবুকে সেই সংবাদ প্রদান করা হইল। মলিনা পুত্র পাইলেন। বিনোদ কতকদিন মাতার নিকট কতকদিন বা হরেণের শ্বশুর বাটীতে বাস করিতে লাগিল। পুত্র পাইয়া মলিনার আনন্দের সীমা রহিল না।

এইরূপেই সংসারে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হই থাকে। ঈশ্বরের প্রেম-প্রসূত রাজ্যে এইরূপেই পাপ-পুণ্যে বিচার হইয়া থাকে। আমাদের নীরদ বাবু কত কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইবেন, দেশের মধ্যে গণ্য-মান্য লোক হইবেন। সেই সমস্ত উচ্চ আশা কা পরিণত করিবার জন্য কত পাপ কার্য্যই সাধিত করিলেন, কিন্তু তাহার ফল কি হইল? নীরোদ বাবুর সে সুখস্বপ্ন কোথায় ভাসিয়া গেল? পাপ-পুণ্যের ফলাফল ইহজগতে অবনত মস্তকে বহন করিতেই হইবে।

সমাপ্ত।